



বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষে সৌদি

ঢাকা : আগের অর্ধবছরে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছিল যে দেশ থেকে, সেই যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

সাপ্তাহিক

weeklybangladeshusa.com

পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে

বাংলাদেশ

WEEKLY BANGLADESH



বিশ্বের শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশ ৯৫তম

ঢাকা : ২০২৬ সালের বৈশ্বিক পাসপোর্ট শক্তির তালিকায় আবারও শীর্ষস্থান দখল করেছে (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

Weekly Bangladesh New York, Vol. 28 • Issue 48 • Thursday, 07 May 2026 • ২৪ বৈশাখ ১৪৩৩, ২০ জিলকুদ ১৪৪৭

বিদেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের সংগ্রাম : এক যুগে দেশে গেছে সাড়ে ৪২ হাজার প্রবাসীর লাশ



বাংলাদেশ রিপোর্ট: বিশ্বের দেশে দেশে কর্মরত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বলে দাবি করা হলেও তাদের পাঠানো রেমিট্যান্সের প্রতিটি ডলারের পেছনে লুকিয়ে আছে এক একটি বিষাদময় গল্প। ভাগ্য বদলানোর এক বুক আশা নিয়ে প্রতিবছর কয়েক লাখ বাংলাদেশি পাড়ি জমান ভিনদেশে। গতবছরের হিসেবে তারা বাংলাদেশে প্রেরণ করেছে ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা, যা দেশের আমদানি ব্যয় পরিশোধসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখে। এ আয় বাংলাদেশের মোট জিডিপি ৭ শতাংশের বেশি। কিন্তু যারা কঠোর পরিশ্রমে এই বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রেরণ করেন, তারা যে স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমান, তাদের সেই স্বপ্নের গন্তব্য অনেকের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নিউইয়র্ক সিটির ধনীদেব কর বাড়ছে!



বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউ-ইয়র্ক সিটির নেতৃবৃন্দ এবং স্টেট আইনপ্রণেতাগণ গভর্নর ক্যাথি সি হকুলের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বড় রাজনৈতিক পালাবদলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী



হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে দলীয় মহলের দাবি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার নিজ কেন্দ্র ভবানীপুরে পরাজিত (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

চূড়ান্ত সমঝোতার পথে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ



বাংলাদেশ ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিনের উত্তেজনার পর অবশেষে যুদ্ধের অবসানের সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম) চূড়ান্ত করার খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

হতাশায় বিএনপির পদপ্রত্যাশীরা

বাংলাদেশ ডেস্ক: ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী প্রায় সব সংগঠন বর্তমানে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

রাজনীতিতে সংঘাত রক্তপাতের আশঙ্কা

ঢাকা : সংঘাত-রক্তপাতের রাজনীতির আশঙ্কা জোরালো করে ফের রাজপথ দখলের ইশিয়ারি (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.

Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class

Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Open 7 Days
9am-9pm

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE

PURCHASE OR REFINANCE

Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728

Nasiruddin M Laskar
NMLS ID: 1312055

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

(BANGLA TRAVELS)
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল \$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Red Cow

FRESH FRESH FRESH FRESH FRESH

MADE WITH ONLY FRESH MILK

PACKED FRESH VACUUM SEALED

REACHES YOU VERY FRESH

FRESH FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR

ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যা পড়েছেন?

ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি, দাউট কিম্বা পাসপোর্ট আবেদন করা যায় না? তাহলে এখনই টিক করে দিন আপনার ক্রেডিট লাইন

TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments

Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com

Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency

সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266

■ LHSCA
■ PCA Training
■ Day Care

◆ JAMAICA
◆ JACKSON HEIGHTS
◆ BROOKLYN
◆ BRONX
◆ LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই

Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

তোফায়েল চৌধুরী



GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE**
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihapeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Looking to Purchase or Refinance?

UIF can help with your Islamic financing needs.



Quick & Easy
Pre-qualification



Home, Masjid &
Commercial Financing



5 Star
Customer Service



Mohammed Alam

Area Manager | NMLS ID# 183916
Direct: (609) 757-8186 | Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam



For Islamic Shariah Based Home Financing or Refinance Call Now!
ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক হোম লোন বা রিফাইন্যান্স এর জন্য এখনই কল করুন



Mohammed Alam
Area Manager
NMLS ID# 183916

Direct: (609) 757-8186
Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam

Celebrating 20 Years of Serving the Community

UIF Corporation (UIF) is a trademark of UIF Corporation - Equal Housing Opportunity - NMLS 83480 (www.nmlsconsumeraccess.org) is a Faith Based subsidiary of University Bank (NMLS 715685), Member FDIC, that operates in various states. For a complete list of the states UIF Corporation is able to provide financing in, please visit www.myUIF.com/consumer-registration. UIF Corporation is not affiliated with any government agency. This is not a commitment to lend or an offer for a rate lock agreement; a pre-qualification is based on a preliminary review of information provided and limited credit information. All home financing transactions are subject to verification of application information, satisfying all underwriting conditions and requirements, and property eligibility, including appraisal and title report. You must carry insurance on the property that secures the transaction, and flood insurance may be required. Any taxes or additional conditions imposed by the city, county or state that the subject property is located in will be the obligor's responsibility.

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999



Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায়
কথা বলি



Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সহজ এবং সস্তাহাস্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনসুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফায়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্রাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :

718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান? * আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন? * আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে বামেলায় পড়েছেন? * ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711



IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ :



শারীরিক চেক আপ



শিশু রোগ চিকিৎসা



সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা



স্কুল ও জব ফিজিক্যাল



দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা



উচ্চ রক্ত চাপ



ডায়াবেটিস



হাই কোলেস্টেরল



অ্যাজমা



ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।

শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432

Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

Dr. Mohammed Wazed A. Khan

President & Editor

Anwar Hossain Manju

Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President

Mohammed Dinaj Khan

Florida Office

1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office

86-47 164th Street, # BH

Jamaica, NY 11432,

Tel: 718-523-6299, 917-304-3912

weeklybangladesh@yahoo.com

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি'র উত্থানে উদারপন্থীদের শঙ্কা

সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিধানসভাগুলোর নির্বাচনে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে দেড় দশক যাবত রাজ্য সরকার পরিচালনাকারী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস যুগের অবসান ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে কটর হিন্দুত্ববাদী ও মুসলিম বিদ্বেষী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাজ্যসভার ২৯৪ আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ২০৭টি আসন এবং তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৮০টি আসন। এ চিত্র ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলের সম্পূর্ণ বিপরী। ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ২১৫টি আসন এবং বিজেপি পেয়েছিল ৭৭টি আসন। এর আগে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৩টি আসন। মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে ভারতের অন্যতম উদারপন্থী রাজ্য হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দুই তৃতীয়াংশের অধিক আসনে জয়ী হওয়া দলটির বিপুল উত্থান প্রমাণ করলেও আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে উদারপন্থী ও মুসলিমদের মধ্যে। ২০১৬ ও ২০২১ সালের চেয়ে ভোটারদের অংশগ্রহণও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এবার ভোট দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৯২ শতাংশের বেশি সংখ্যক ভোটার, বিগত দুই নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটার অংশগ্রহণের চেয়ে ১০ শতাংশ অধিক। এটাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপির বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের সমর্থক ও মুসলিমদের ওপর বিজেপি সমর্থকদের হামলা, লুণ্ঠন ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের মত ঘটনা ঘটে চলেছে। এসব হামলায় এরই মধ্যে একজন মুসলিমসহ চারজন নিহত হওয়ার খবর এসেছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করার পর সংখ্যালঘু মুসলিম ও উদারপন্থী রাজনীতির সমর্থকদের ভাগ্যে কী ঘটবে তা নিয়ে দুঃশিস্তা ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বাংলাভাষী দুটি রাজ্যের একটি এবং দুটি রাজ্য ঘেঁষেই বাংলাদেশের সীমানা। এছাড়া আসাম রাজ্যও বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এবং আসামেও যথেষ্ট বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলিমের বসবাস। আসামে বিজেপি আগে থেকেই সরকারে রয়েছে এবং সেখানে অতীতের চেয়ে বেশি মুসলিম দলন চলছে এবং বাংলাভাষী মুসলিমদের ভিটেছাড়া করে, তাদের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার অস্বীকার করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর পায়তারা চলছে বহু বছর আগে থেকে। বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যগুলোতে বিজেপি উত্থানে বাংলাদেশেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে যান। এ গণ অভ্যুত্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপক সাড়া জাগায়। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা বাংলাদেশে শেখ হাসিনার জুলুম-নিপীড়নে তাকে দায়ী করে অভ্যুত্থানকারীদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এর বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কর্ণধার শুভেন্দু অধিকারী আবির্ভূত হন ভিন্ন ভূমিকায়। তিনি জোরেশোরে দাবি তোলেন শেখ হাসিনা এখনো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশে ফেরত যাবেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। শুভেন্দুর হাসিনাচর্চার মূল কারণ পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের একটি অংশের পিতৃভূমি বাংলাদেশে, এবং তাদের মন জয় করা। পশ্চিম বাংলায় মুসলিম ভোটার সংখ্যা মোট ভোটার সংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। একসময় সিপিএমের পক্ষে যেত এই ভোট। সিপিএম এর পর মুসলিম ভোটার উত্তরাধিকার লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই অর্জন তৃণমূলকে দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বিজেপি মুসলিম ভোটে ভাঙন ধরতে কুটকৌশলের পথ বেছে নেয়। তারা নানাভাবে ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে মদত জোগায়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপির জয়ে ভারতের বাংলাভাষী দুটি রাজ্যে ধর্মভিত্তিক দলের থাবা বিস্তৃত হওয়ার পাশাপাশি বাঙালিরা ভারতের প্রগতিশীল অংশ বলে যে গর্ব পোষণ করত, তার অবসান ঘটল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সঙ্গে তারা কেমন বন্ধন রাখবে, তা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিজেপি ক্ষমতায় আসায় প্রতিবেশীকে উত্ত্যক্ত করার ভুল পথ গ্রহণ করবে না বলেই আমরা আশাবাদ পোষণ করতে চাই।

০৭-১৩ মে ২০২৬

নামাজের সময়সূচি

১৩-১৯ জিলকুদ ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
৩০ এপ্রিল	৪.২০	৫.৪৭	১২.৫২	৫.৪৬	৭.৫৮	৯.২৬
০১ মে	৪.১৮	৫.৪৬	১২.৫২	৫.৪৬	৭.৫৯	৯.২৭
০২ মে	৪.১৭	৫.৪৫	১২.৫২	৫.৪৭	৮.০০	৯.২৯
০৩ মে	৪.১৫	৫.৪৪	১২.৫২	৫.৪৭	৮.০১	৯.৩০
০৪ মে	৪.১৪	৫.৪৩	১২.৫২	৫.৪৭	৮.০২	৯.৩২
০৫ মে	৪.১২	৫.৪২	১২.৫২	৫.৪৭	৮.০৩	৯.৩৩
০৬ মে	৪.১১	৫.৪১	১২.৫২	৫.৪৮	৮.০৪	৯.৩৪

WEEKLY BANGLADESH

86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432

Phone: 718-523-6299, 917-304-3912

Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office

37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

উপসম্পাদকীয়

বাঙালির বাঁচার উপায়

পর্যায়নতার যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাঙচুর ঘটবে, এটা স্বাভাবিক; কিন্তু স্বাধীনতার যুগেও তা যে বৃহত্তর জনগণের পক্ষে যাবে না, বিপদটা সেখানেই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনীতি পূর্ববঙ্গের সব বাঙালিকে একত্র করেছিল (গোলাম আযমদের বাদ দিয়ে)। যে জন্য তখন জাতীয় লক্ষ্য যে সমাজতন্ত্র হবে, এটা খুব স্বাভাবিক ও সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত ছিল; আজ যে বড় দলগুলো সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করেছে, তার কারণটা তাত্ত্বিক নয়, বস্তগত বটে। তাদের আদর্শ সমগ্র জনগণের স্বার্থ রক্ষা নয়, নিজেদের স্বার্থকে পুষ্ট করাই শুধু। তারা সমাজতন্ত্রী হবে কেন? কার ভয়ে, কোন দুঃখে!

বাঙালির জন্য সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় তার ভাষা ও সাহিত্য। ব্রিটিশ আমলে এই ভাষা ও সাহিত্যের যে অমন উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে, তার কারণ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণে নিহিত নেই, নিহিত আছে সেই অবনত দশাতেও জনগণের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের ভালোবাসায়। ইঙ্গবঙ্গরা বাংলা ভাষার চর্চা করেনি। এমনকি ইয়াং বেঙ্গলও নয়; চর্চা করেছেন তাঁরাই, যারা ইংরেজের অধীনে থেকেও বাঙালিকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু ওই সাহিত্যচর্চার অতি মর্যাদাসিক সীমাবদ্ধতা ছিল দুটো। প্রথমটি হলো এই যে জনগণের ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু লেখাপড়া জানত বলে সাহিত্যের পাঠক-পরিধি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, দ্বিতীয়টি এই যে ওই সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উপাদানও বিদ্যমান ছিল বৈকি। উভয় বঙ্গেই বাঙালি এখন স্বাধীন। কিন্তু সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা এখনো সীমিত। অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত; যারা আলো পেয়েছে, তাদেরও অনেকের সামর্থ্য নেই বই কেনার এবং



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

কিন্তু ওদিকে হিন্দি আরও একটি পথ পেয়ে গেছে, মধ্যবিত্তের একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশের। বাঙালির জন্য গর্বের বস্ত্র তার ভাষা, সেই বাংলা ভাষা ভারতে শুধু যে একটি প্রাদেশিক ভাষা, তা নয়; একটি কোণঠাসা ভাষাও বটে। কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এখন বাঙালির কর্তৃত্ব নেই, সেখানে অবাঙালিদেরই দৌরাড্রা। এই সহজ কারণে যে টাকার থলি এখন অবাঙালিদের করতলেই থাকে, বাঙালির হাতে না গিয়ে। এয়ারকন্ডিশনড মার্কেটে হেমন্তের গানের মাহাত্ম্য শিখ দোকানদারের কাছ থেকেই শুনতে হয়, বাঙালি ছেলেটি কর্মচারী হিসেবে সিডি এগিয়ে-পিছিয়ে দেয় মাত্র। কলকাতার জন্য একটি গৌরবের বিষয় ছিল তার চলচ্চিত্র। সে বিশেষ গৌরব এখন আর নেই। এখন

আর কোনো সুচিহ্ন-উত্তমের কথা শোনা যায় না। অদূরভবিষ্যতে মনে হয় যাবেও না। ব্যবসায়ী পুঁজির সেবক হয়ে মুম্বাইয়ের ধু-মধাডাঙ্কা ভারতের সর্বত্র যেমন রাজত্ব করছে, পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি একাধিপত্য কায়মে করে বসে রয়েছে। তাকে হটাৎ কে? কলকাতার পাশের গঙ্গা এখন একটি আবর্জনাবাহী নদী। সব মিলিয়ে সত্য এই যে বাঙালি সংস্কৃতি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে বেশ বিপন্ন। এ কথাটা 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরাও বলেন, যখন তাঁরা বাংলাদেশে আসেন। অবশ্য কলকাতায় বলেন বলে মনে হয় না। কেননা কলকাতায় এমন কথার বিশেষ মূল্য নেই। ভারতীয় বাঙালিরা যা করার তা-ই করবে ভ্রমভাষে পারে, যতটা পারে। প্রশ্ন হলো, আমরা কী করব? বাংলাদেশে বাঙালির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য কে কতটা করবে এবং কী করবে? এ দেশের জাতীয়তাবাদী দলগুলো বড় কিছু করবে বলে আশা



যাদের সামর্থ্য ও শিক্ষাভ্রুটোই রয়েছে, তাদেরও অনেকে ইংরেজি পড়ে, বাংলা না পড়ে। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা কমে, চব্বিশের ৫ আগস্টের পর ভয়াবহ মাত্রায় তা বেড়েছে। পাশাপাশি শ্রেণিগত সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে বৈকি। সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে সাহিত্য কমই লেখা হচ্ছে, সামাজিক বিন্যাসকে টিকিয়ে রাখার পক্ষের সাহিত্যের তুলনায়। আওয়ামী লীগ ছিল উর্দু মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান, পাকিস্তান আমলে এই শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে জনগণের স্বার্থের কোনো বিরোধ বাধেনি; তখন তাই সমাজতন্ত্রের আওয়াজ চলে এসেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের যে অংশ ধনী হয়েছে, তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলবে কোন কারণে? বিএনপির পক্ষে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সমাজতন্ত্রের বিলুপ্তি সাধন যেমন স্বাভাবিক ছিল, আওয়ামী লীগের পক্ষেও তেমনি দলীয় কর্মসূচি থেকে সমাজতন্ত্রকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা; বিরোধিতাটা পেতে ছিল, তা মুখে চলে এসেছে, এই যা। আমাদের দুই জাতীয়তাবাদী দলই তাই অজাতীয়। কেউই বাঙালি নয়। কেউই বাংলাদেশের বাঙালিদের স্বার্থ দেখবে না। দেখবে শুধু নিজেদের স্বার্থ। তাহলে বাঙালির কী হবে? তার স্বার্থ কে দেখবে? পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির অবস্থা এখন ভালো নয়। হিন্দির অত্যাচারে। টেলিভিশন সুযোগ হয়ে এসেছে ড্রুয়মন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্য, তেমনি উত্তর ভারতীয় হিন্দির জন্যও। বাঙালি মধ্যবিত্ত বিনোদন লাভ করছে ঠিকই,

করা বৃথা। তারা করবে না, তাদের করার কথাও নয়। বাঙালিকে বাঁচাতে হলে মূল যে কাজ করতে হবে, তা হলো বিদ্যমান আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর করা। বৈষম্য দূর করার জন্য চাই পুঁজিবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের এবং সামন্তবাদী অবশেষগুলোর অবসান ঘটানোর জন্য সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেওয়া। এটা তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা করবে না; বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা তো নয়ই, বাঙালি জাতীয়তাবাদীরাও নয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করার একটা বিষয় রয়েছে। সেটি এই যে অতীতের জাতীয়তাবাদীরা বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নয়নি। ব্রিটিশ আমলে তারা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, তখন সামন্তবাদকে শত্রু মনে করেনি এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাকে প্রশ্রয়ই দিয়েছে। বহু বছর আগে, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে, প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা' নামে ছোট একটি বই লিখেছিলেন, তাতে তাঁর বক্তব্য যে বৈষম্য ছিল, তা নয়, মোটামুটি সংস্কারবাদী ছিল। কিন্তু তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'ন্যাশনালিস্ট ওরফে এক্সট্রিমিস্ট'রা তো চটে একেবারে আগুন। তাদের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় এক বার্তা বের করেছেন। তার মোদাকথা হলো 'রায়তদের কোনো অধিকার দেওয়া হবে না, অন্তত এখন তো নয়ই। এখন তাদের লিবার্টি, ইকুয়িটি মন্ত্র জপ করতে শেখানো যাক, পরে দূরভবিষ্যতে তাদেরকে কোনোরূপ অধিকার দেওয়া হবে কি না, তা বিবেচনা করা যাবে। (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

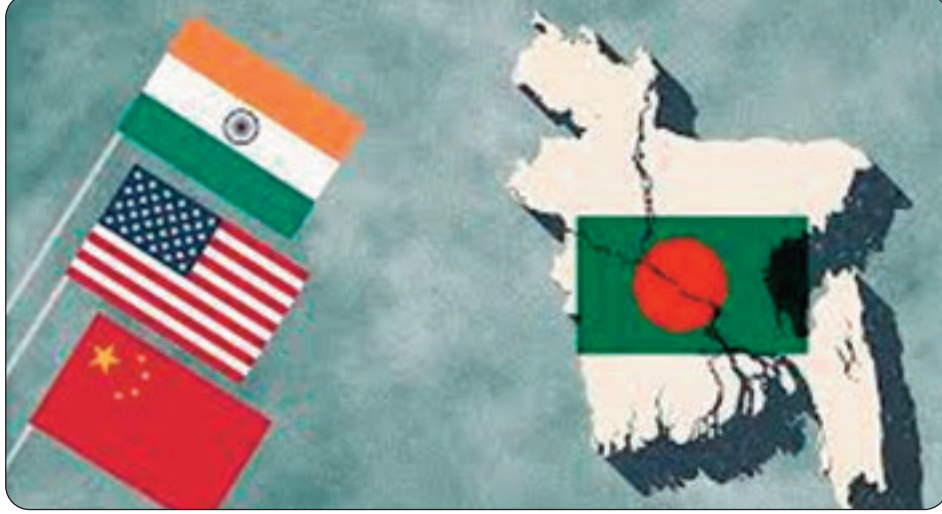


মোবায়ের রহমান

আড়াই মাস হলো বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। এ আড়াই মাসে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছুই সরকারের তরফ থেকে বলা হয়নি। শুধু প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কয়েকদিন আগে জাতীয় সংসদে বলেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হলো, 'সবার আগে বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিই হবে পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের ব্যাপারে কারও দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই। তবে ব্যাপারটিকে এত সরলীকরণ করার সুযোগ নেই। কারণ, আজকের অর্থাৎ ২০২৬ সালের বাংলাদেশ আর সেই আগের অর্থাৎ সত্তরের দশকের বাংলাদেশ নেই। বিশ্ব রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সঙ্গে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে আঞ্চলিক রাজনীতির। এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন এ অঞ্চলের সেন্টার স্টেজে এসেছে। এখন বাংলাদেশের দিকে নজর পড়েছে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের। নজর পড়েছে আঞ্চলিক শক্তি ভারতের। নজর পড়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি চীনের। রাশিয়ারও ইন্টারেস্ট রয়েছে বাংলাদেশে। তবে '৯০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে তার জঠর থেকে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাশক্তির মর্যাদা হারায়। ওই ১৫টি স্বাধীন দেশের অন্যতম হলো বর্তমান রাশিয়া। রাশিয়া আজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে গেছে। সামরিক ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাশিয়া এখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে থাকলেও অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে চীনের অনেক পেছনে পড়ে আছে। তাই আজ দেখা যায়, বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এখন প্রধান দুই অ্যাক্টর হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। এ দুই দেশই বাংলাদেশকে তাদের প্রভাব বলয়ে রাখতে চায়। আর ভৌগোলিক সংলগ্নতার কারণে ভারত সবসময়

বাংলাদেশের ওপর প্রভুত্ব বজায় আনছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন এশিয়া তথা ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। কত গুরুত্বপূর্ণ এ অবস্থান, সেটি আমি কিছুক্ষণ পরে আলোচনা করব। অথচ স্বাধীনতার ঊষালগ্নে বাংলাদেশ পরাশক্তিদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এ ব্যাপারে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যুগান্তরের পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করছি। ১৯৯৬ সালের একেবারে গোড়ার দিকে মার্কিন দূতাবাস আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের তৎকালীন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এক কাপ চা খাওয়ার দাওয়াত করে। তখন আমি দৈনিক 'ইনকিলাবের' বিশেষ সংবাদদাতা এবং নিয়মিত কলামিস্ট। যথারীতি সেখানে

যেতে পারে, আমি কোনোদিন কোনো দূতাবাসে যাইনি এবং এখনো যাই না। কোনো আচার অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেলে সেটি ভিন্ন কথা। মার্কিন দূতাবাসে প্রাথমিক আলাপে অনেক কথাই হয়। আমি প্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞাসা করি, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব কতখানি? তখন রাষ্ট্রদূত তার পেছনে টাঙানো বিশ্বমানচিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি ছড়ি দিয়ে তিনি বাংলাদেশ দেখান এবং বলেন, তোমাদের দেশ কত ছোট এবং কত অনুন্নত। মার্কিন সরকার যেসব দেশকে প্রায়োরিটি দেয়, তার মধ্যে বাংলাদেশ পড়ে না। তারপর ৩০ বছর পার হয়েছে। সেদিন আর নেই।



যাই। আমাকে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে তিনজন সুধীকে দেড় মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। আমি রাজি থাকলে যেন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। সেখানেই জানলাম, ওই তিনজনের আরেকজন হলেন সাবেক সচিব মরহুম শাহ আবদুল হাল্লান। আমি ওই দাওয়াত কবুল করি এবং ১৯৯৬ সালে দেড় মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর করি। এটিই ছিল আমার প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর। উল্লেখ করা

আগেই বলেছি, বাংলাদেশ এবার সেন্টার স্টেজে এসেছে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বাংলাদেশের এত গুরুত্ব। বাংলাদেশ এখন একটি দক্ষিণ এশীয় দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ না হয়েও দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল হলো বাংলাদেশ। এটিই হলো বাংলাদেশের নবলব্ধ ভূরাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত গুরুত্বের কারণ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে যায়।

২. একুশ শতকের শুরু থেকেই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের পলিটিক্যাল রাডারে রয়েছে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাদের এ ভূমিকায় একটি কার্যকর ইনস্ট্রুমেন্ট ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ। এ তিন শক্তি মিলে সিদ্ধান্ত করে, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' জন্য বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে দুই-তৃতী-য়াংশ ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় বসাতে হবে। এবং তাই করা হয়। তখন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখছিল। তাই ওই নির্বাচনের পর ভারত আপার হ্যান্ড পায় এবং হাসিনার সরকারও ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতের চরণে তলে নিজেকে বিসর্জন দেয়। যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশে ভারতের প্রভুত্বকে মেনে নেয়। ২০১২ সালে বারাক ওবামা দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনকে পছন্দ করতেন না; কিন্তু ভারতকে খুশি রাখার জন্য তিনি খামোশ থাকেন। কিন্তু ২০২১ সালে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ পয়েন্টে বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে হাসিনা সরকারের বিরোধ শুরু হয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে এতটা গুরুত্ব দেন যে, আওয়ামী লীগ ঠারে ঠারে বলতে থাকে যে, পিটার হাস বিরোধী দলকে সমর্থন করেন।

২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পর বাংলাদেশের রাজনীতি এবং ভূরাজনীতিতে ইউটার্ন ঘটে। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান প্রফেসর ইউনুসকে মার্কিনপন্থি মনে করা হলেও বিপ্লবের স্পিরিট মোতাবেক তিনি বাংলাদেশকে ভারতের আধিপত্যবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বার্থে ড. ইউনুসের অর্থনৈতিক দর্শন মোতাবেক বঙ্গোপসাগর এবং ভারতের সেভেন সিস্টার্স ড. ইউনুসের কাছে উন্নয়নের সিঁড়ি বলে প্রতিভাত হয়। তিনি প্রকাশ্যেই বলেন, বঙ্গোপসাগরের প্রধান পাহ-ারাদার হলো বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগর থেকে সেভেন সিস্টার্স হয়ে চীনের কুনমিং পর্যন্ত হবে উন্নয়নের মহ-াসড়ক। এ ফর্মুলা তিনি চীন সফরকালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিং পিংয়ের কাছে তুলে ধরেন। ধারণা পাওয়া যায়, চীনের কাছে ড. ইউনুসের এ অর্থনৈতিক দর্শন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

ওদিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের প্রভাব দূরীভূত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র নাখোশ হয়নি। তবে এবার আর তারা বাংলাদেশকে ভারতের চোখে না দেখে সরাসরি নিজেদের লেন্স দিয়ে দেখতে শুরু করে। এর ফলে অবধারিতভাবে বাংলাদেশকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভেতর স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক এবং (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care, PC



আমাদের সেবাসমূহ

- * শারীরিক চেকআপ
- * ডায়বেটিস
- * হাই ব্লাড প্রেশার
- * হাই কোলেস্টেরল
- * অ্যাজমা
- * আর্থ্রাইটিস
- * ইকেজি
- * ব্লাড, ইউরিন, প্রোগনেন্সি টেস্ট
- * ফিজিক্যাল
- * টিএলসি
- * Pap Smear পরীক্ষা
- * WIC ফর্ম
- * স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- * ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
- * হজ্জ ও ওমরাহ টিকা



ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan, MD

মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office

37-31 76th Street

Jackson Heights, NY 11372

Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704

Fax: 718 779 8970

সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office

170 56 Cedarcroft Rd,

Jamaica, NY 11432

Ph: 718 523 0023

Fax: 718 779 8970

মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

আমরা সকল প্রকার
ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
**All Insurances
Accepted but
call to confirm**

আমরা প্লেন মেডিকেড
গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের
সহযোগিতা করছি।

জ্যামাইকায়
নতুন অফিস



ড. মাহফুজ পারভেজ

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে নির্বাচনপরবর্তী গতানুগতিক ক্ষমতার রদবদল বা ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ পুনর্বিন্যাস হিসাবে দেখা চরম সরলীকরণ। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের রেশ ধরে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্কার ও সমন্বয়ের নতুন পাঠ নিচ্ছে দেশ। চলছে ‘রূপান্তরমুখী গণতান্ত্রিক সন্ধিক্ষণ’, যেখানে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজের সম্পর্কের সমীকরণ আমূল বদলে গিয়ে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। এ অবস্থায়, অতীতের অভিজ্ঞতায় গণমাধ্যম, ক্ষমতার স্তুতি, গণতন্ত্রের ক্ষতির বিষয়গুলো নিয়েও সতর্ক থাকতে হচ্ছে। বিশেষত, ৩ মে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস হওয়ায় এ আলোচনা প্রাসঙ্গিক। ক্ষমতা ও ক্ষমতার বাইরের প্রতিটি পক্ষ যদি নিজ নিজ সীমানা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তবে রাজনৈতিক গতিপথ কখনোই মসৃণ হবে না। ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা এবং জবাবদিহির অভাব গণতন্ত্রের মহৎ অর্জনকে হুমকি দেয়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের রয়েছে ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা।

গণতন্ত্রের পুনর্গঠন বা রূপান্তরকালীন গণমাধ্যমের ভূমিকা কেবল সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণমাধ্যম রাষ্ট্রের আয়না, যেখানে সমাজ ও রাজনীতির প্রকৃত ক্ষতগুলো দেখা যায়। যদি গণমাধ্যম সত্য গোপন করে বা অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরে, তবে নীতিনির্ধারকরা

ড. শরিফুল আলম

দেশে নৈতিকতা এখন বাজারদরের জিনিস। চাল-ডালের মতো তারও ওঠানামা আছে, আর টিভি টকশোর স্টুডিও হচ্ছে সেই দর ঠিক করার নিলামঘর। তাই কোনো জনপ্রতিনিধির মুখে যদি ‘শোনা যায়- চাঁদাবাজি জাকাত ফিতরা-লিঙ্গাহর চেয়েও ‘বেটার’, তাতে আর অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। অবাক হওয়ার জায়গাটা অন্যত্র। নৈতিকতাকে এখন এমনভাবে নামানো হচ্ছে, যেন দান-ইবাদত আর অপরাধ একই যাকে সাজানো পণ্যকে কত স্টার পাবে, সেটাই শুধু বাকি। দেশে নৈতিকতার বাজার যখন আগেই চড়া দামে-তখন নতুন করে এই ‘রেট চার্ট’ দেয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ও দলীয় নেত্রী নিলোফার চৌধুরী মনি একটি টিভি চ্যানেলের টকশোতে এমনই এক ‘মূল্যতালিকা’ ঘোষণা করেছেন, ‘চাঁদাবাজি তো বেটার আপনার জাকাতের চেয়ে, ফিতরার চেয়ে, লিঙ্গাহর চেয়ে। সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত এই উক্তির ভেতর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খোঁচা দেয়ার তাড়না থাকতে পারে কিন্তু সচেতন মহল মনে করেন, কথাটির মর্মার্থ ভয়াবহ। এতে প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষ মনোভাব প্রকাশ পায়। তদুপরি এতে ধর্মীয় অনুশাসনকে বিদ্রোহের আসনে বসিয়ে, অপরাধকে ‘তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য’ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এটি স্পষ্টতই ইসলাম ধর্ম অবমাননার শামিল। রাজনীতির বাকযুদ্ধ যদি এখন দান-

বিদ্রোহ এবং জনগণ কুশাসনের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। অতীতে বারবার এমনটি হয়েছে; যার কারণে সরকার ও গণমাধ্যমের চরম ক্ষতি ও গণতন্ত্রের অবক্ষয় হয়েছে। অতীতে পরিস্থিতি এতই কলুষিত ছিল, চাটুকারিতা ও তৈলমর্দন সত্যতে ঢেকে দিয়েছিল এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষী, যখন গণমাধ্যম ক্ষমতার অন্ধ স্তুতিতে মত্ত হয়, তখনই গণতন্ত্রের যাত্রাপথ বিদ্রোহের কুয়াশার আচ্ছন্ন ও ঝাপসা হয়। তৈলমর্দনকারী সাংবাদিকতা সাময়িকভাবে কাউকে সুবিধা দিলেও দীর্ঘমেয়াদে তা রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষ, গণতন্ত্রের বিপর্যয় ডেকে আনে। অপসাংবাদিকতা তথ্যের



অবাধ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান তৈরি করে। গণতান্ত্রিক পরিসরকে সংকুচিত করার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উর্বরতা বাড়ে। জুলাই আন্দোলন পেরিয়ে একটি গণতন্ত্রকামী পরিস্থিতিতে অতীতের বিকৃত সাংবাদিকতা ও বিদ্রোহ গণমাধ্যমকে শুদ্ধতায় উপনীত করার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা ‘অন্ধ আনুগত্যের সাংবাদিকতা’ বা ‘পদলেহী সংস্কৃতির’ অবসানের এক অনন্য সুযোগ। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও নিষ্ঠীক চিত্রে গণতন্ত্রের নবধারাকে সুন্দর করতে হবে। সত্য ও বাস্তবতাকে সাহসের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।

জাকাত বনাম চাঁদাবাজি : ‘বেটার’ রাজনীতির নতুন নৈতিকতা

ইবাদতকে নামিয়ে আনে চাঁদাবাজির ‘মান-নির্ধারণ’, তাহলে প্রশ্ন উঠতেই হবে- এই নৈতিকতার জবাবদিহি করবে কে? বস্তুত এটি কোনো শব্দচ্যুতি নয়। এটি চিন্তার প্রকাশ। যেখানে ন্যায়-অন্যায় আলাদা করতে আর নীতিবোধ লাগে না, লাগে তুলনামূলক হিসাব। এই যদি হয় রাজনীতিকদের মনোভাব, তাহলে দেশের প্রচলিত ধারার রাজনীতিকরা কীভাবে ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে?

জাকাত : ‘দান’ নয়, ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক অধিকার : জাকাতকে কেউ ‘দান’ বলে ভুল করলে সেটা অজ্ঞতা; আর জাকাতকে অপরাধের তুলনায় ‘কম ভালো’ বললে সেটা দায়িত্বহীনতা। জাকাত ইসলামের ফরজ বিধান; আবার এই দেশেও সামাজিক জীবনের এক বাস্তব সহায়-ব্যবস্থা। দুর্যোগ, বেকারত্ব, চিকিৎসা-ব্যয় আর মূল্যস্ফীতিতে যে পরিবারগুলো প্রায়ই ‘শেষ টাকাটা’ গুনে দিন কাটায়- তাদের কাছে জাকাত-ফিতরা অনেক সময় বিলাসিতা নয়, বেঁচে থাকার ভরসা। জাকাতের দর্শন সম্পদের পরিশুদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ ন্যায্যতা অর্থাৎ ধনী

সমাজকে মনে করিয়ে দেয়া যে, ধনীর সম্পদে দরিদ্রেরও অধিকার আছে। সেই জাকাতকে টেনে এনে চাঁদাবাজির সঙ্গে তুলনা করা মানে, সমাজের ন্যায্যতার ধারণাকেই ব্যঙ্গ করা, যেন দারিদ্র্য-দুর্দশা কোনো ‘ডিবেট ক্লাব’-এর বিষয়, আর ইবাদত কেবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার স্লোগান।

এই বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে জাকাতকে চাঁদাবাজির সাথে তুলনা করা মানে ক্ষুধাকে তর্কে রূপ দেয়া। যেন বলা হচ্ছে- হাসপাতালে অস্ত্রিজেনের চেয়ে রাস্তায় ছিনতাই ‘বেটার’, কারণ অন্তত ছিনতাইয়ে মামলা হয়! থিক! এমন মনোভাব পোষণকে।

চাঁদাবাজি : ‘কম ক্ষতি’ নয়, রাষ্ট্র-সমাজ ধ্বংসের নিয়মিত মেশিন : চাঁদাবাজি নিয়ে আমাদের দেশে নতুন করে ‘কারিয়ার কাউন্সেলিং’ দেয়ার দরকার নেই। ভুক্তভোগীরা প্রতিদিনই জানে, এটা কতটা ‘উন্নত’ ব্যবস্থা।

চাঁদাবাজি নিছক টাকা তোলা নাম নয়; এটি ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রাতিষ্ঠানিক করার কৌশল যাতে নাগরিক বুঝে যায়, ন্যায়বিচার নয়, ‘মিটমাট’ই নিরাপত্তা। আর

গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের ও গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের সংকুল যাত্রাপথে গণমাধ্যমকে হতে হবে দিশারি স্বরূপ। বর্তমানের এ সন্ধিক্ষণ বাংলাদেশের সামনে একটি পরিষ্কার বার্তা নিয়ে এসেছে-গণতন্ত্র কেবল ভোটের সংখ্যায় নয়, বরং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সত্যের জয়গান গাওয়ার মধ্যেই বেঁচে থাকে। চাটুকারিতার কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সাংবাদিকতাই পারে একটি শান্তিময় ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

উল্লেখ্য, ৩ মে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস চলতি বছর ‘শান্তিময় ভবিষ্যৎ গড়া : মানবাধিকার, উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ’-এর ডাক দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে যখন তথ্যের অবাধ প্রবাহের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির অপব্যবহার বাড়ছে, তখন বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল গণতন্ত্রে এ প্রতিপাদ্যটি ভিন্ন এক গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় সংবাদপত্রকে কেবল খবর সরবরাহের মাধ্যম নয়, জনমতের কারিগর এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে। মোদা কথা, গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় গণমাধ্যমকে হতে হবে দায়িত্বশীল ও সাক্ষা-সহযাত্রী।

নানা সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতার পরও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাংবাদিকতার রয়েছে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। এ দেশের অগ্রগণ্য সম্পাদকরা কেবল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ছিলেন না, তারা ছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা, জাতীয় স্বার্থের অকুতোভয় ভাষ্যকার। মওলানা আকরম খাঁ যখন ‘দৈনিক আজাদ’ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জন। একই ধারাবাহিকতায় আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রগতিশীল চিন্তা ও সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তার ‘ধুমকেতু’ পত্রিকার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, যা আজও বাঙালির কাছে আপসহীন সাংবাদিকতার চিরন্তন অনুপ্রেরণা।

পাকিস্তান আমলে জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুস সালাম এবং তফাজ্জল (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

এই ‘মেশিন’ যখন চলতে থাকে, তখন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ‘আইনের শাসন’ নয় চলতে থাকে ‘ক্ষমতা যার, চাঁদা তার’। প্রকৃতপক্ষে দেশে চাঁদাবাজি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি সমান্তরাল প্রশাসন। দোকান খুলতে হলে ‘লাইন ক্লিয়ার’, বাস চালাতে হলে ‘ম্যানেজমেন্ট’, ভবন তুলতে হলে ‘সেটেলমেন্ট’- এই ভাষা কোনো অভিধানের নয়, ভয়ভিত্তিক শাসনের কোড। এখানে কর দেয়া হয় না, দেয়া হয় মুক্তিপণ। যেখানে চাঁদাবাজি বসে, সেখানে দাম বাড়ে, বিনিয়োগ পালায়, আর নাগরিক শেখে-আইনের চেয়ে সমঝোতা নিরাপদ। একে ‘বেটার’ বলা মানে টোলবুথকে আইন অনুমোদিত করা; যেন বলা হচ্ছে, সিগন্যালে দাঁড়িয়ে চাঁদা দিলে ট্রাফিক জ্যাম কমে!

কাজেই একে ‘বেটার’ বললে আসলে বলা হয় অপরাধকে আমরা কেবল সহ্য করি না, প্রয়োজনে তাকে নৈতিকতার মঞ্চেও বসাতে পারি।

যুক্তির ফাঁক : শাস্তি আছে বললেই কি অপরাধ ‘উত্তম’ হয়ে যায়? : এমন ধারণা যুক্তির নয়, নৈতিক দেউলিয়াপনার লক্ষণ। বক্তব্যের পক্ষে যে ‘ব্যাখ্যা’ ভেঙ্গে বেড়ায়-অপরাধের শাস্তি আছে বলেই নাকি অপরাধ ‘বেটার’-তা শুনলে মনে হয়, নৈতিকতা বুঝি এখন কেবল দণ্ডবিধির মার্জিনে লেখা এক ফুটনোট। আরো ভয়ানক হলো যুক্তির এই উল্টো হিসাব। শাস্তি আছে বলেই নাকি অপরাধ ‘ম্যানেজবল’, তাই তুলনায় গ্রহণযোগ্য। এই যুক্তি মানলে বিষ ভালো, কারণ অ্যান্টিডোট আছে। আগুন ভালো, কারণ ফায়ার (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

জ্যামাহিকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে

RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)

ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP

Sunita K. Bhagat, NP

Deepa Shrestha, NP

Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইস্যুরেল নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভ্যাকসিন দেয়া হয়

• হজ্জু ভ্যাকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week

Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE
available for all patients

Tel: 347-390-0612

Fax : 718-480-6652

E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office

87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office

176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office

196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

ভাওয়াল রাজবাড়ি ও রাজ পরিবারের ইতিহাস



আবুল বাসার

ভাওয়াল রাজবাড়ি অবিভক্ত ভারতবর্ষের ভাওয়াল রাজ্য। বর্তমানে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় অবস্থিত এই রাজবাড়ি। গাজীপুর জেলার প্রশাসক ও জেলার সরকারি অনেক অফিস ও গাজীপুরের ফায়ার সার্ভিস এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এখান থেকে। এই রাজবাড়ি তিন শত আটটি ঘরের সমন্বয়ে একটি বাড়ি। যেখানে একবার প্রবেশ করলে বাহির না হয়ে তিন শতাধিক ঘরের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করা যায়। রাজ বাড়ির উত্তর অংশটি মূলত ব্রাহ্মণ হতে আসা স্থল ও দক্ষিণ অংশ রাজকার্য পরিচালনা করতে। উত্তর ও দক্ষিণ অংশের সংযোগ উড়ালসেতুর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। দৃষ্টিনন্দন এই বাড়ির দক্ষিণে রয়েছে প্রধান প্রবেশ দ্বার। পূর্বে রয়েছে তিনটি প্রবেশ দ্বার ও প্রাচীরে প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট গভীর এক রাজদিঘি সেই দিঘির সাথে প্রাচীর দিকে দুইটি সান বাঁধানো ঘাট। রাজবাড়ি ও রাজদিঘীর দূরত্ব সমান। অর্থাৎ রাজ বাড়ির প্রাচীর পাশ দিয়ে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। উত্তর প্রাচীর দিকের ঘাট খানা ছিলো রাজবাড়ী থেকে আবৃত করে দিঘির মধ্যে পর্যন্ত ব্রিজ আকারে করা। তার ভিতরে শুধু রাজবাড়ী থেকে প্রবেশ করা যায়। কথিত আছে যে এই ব্রিজ আকৃতির ঘাট শুধু রাণী ও রাজ কন্যাদের গোসলের জন্য নির্মিত

হয়েছিল। শিল্পের শৈল্পিক জাদুর হাতে ডিজাইন করা রাজবাড়িটি যে কোনো লোককে আকৃষ্ট করবে। এই রাজবাড়িটি কারুকার্যের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। উচ্চ প্রাচীর ঘেরা রাজবাড়িটির উত্তরে ছিলো চিলাই নদী ও বিল। দক্ষিণে খেলার মাঠ যা বর্তমানে রাজবাড়ির মাঠ নামেই পরিচিত। মাঠ ও রাজবাড়ির মধ্যে সারি সারি হিজল গাছের মন মাতানো লাইন ছিল। পাকা রাস্তার দু-পাশের গাছগুলো রাস্তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। পূর্বের প্রাচীরের সাথে ও পাকা রাস্তা ছিল। প্রাচীর দক্ষিণে অবস্থিত রাণী বিলাস মনি স্কুল। এই স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে টিনের বেড়া টিনের ঘরে পড়া অবস্থায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রাজবাড়ীর ছাদসহ প্রায় অনেক গুলো ঘর পরিদর্শনের। আমি সাতার কেটেছি এই দিঘির জলে। দিঘির নিচে ডুব দিয়ে আমার দেখা হয়েছিল নিচ পর্যন্ত। নিচে আমি পাকা অর্থাৎ সিমেন্ট করা পেয়েছিলাম। এই প্রথম সিরির সামনে দিঘীর মধ্যরভাগ ছিল। নিচের অংশে ডুব দেওয়ার পর আমি ভয় পেয়েছিলাম কারন কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি ছিল। আমাকে কেউ আটকাতে চেয়েছিল মনে হল। অনেক ভিত্তিত হয়ে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি। তার পর আর কোন দিন নামা হয়নি এই রাজ দিঘির জলে। কথিত আছে যে এই কারুকার্যময় ঐতিহাসিক রাজবাড়ি নির্মিত করেছেন তাকে নাকি এই দিঘির জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। মারার পর নাকি লাশ শয়ানে পুরানো হয়েছিল। তার পর দুধ দিয়ে দিঘীটি ভড়ানো হয়েছিল। আর এই দিঘির জল নাকি দিঘীটি খননের পর কেউ আর খালি করতে পারেনি। যে ব্যক্তি চেষ্টা করেছে তার নাকি মৃত্যু হয়েছে। এ সবই লোক মুখে শোনা কোন সত্যতা নেই। নেই কোন প্রমাণ। কিন্তু আমার নিজের দেখা গাজীপুরের জেলা প্রশাসক একবার চেষ্টা করেছেন পানি তুলতে ব্র্যাথ হয়েছেন। দশ পনেরো দিন চেষ্টা করেও পানি কমাতে পারেন নাই। শেষে কেমিকেল দিয়ে পানি পরিষ্কার করেছেন। এই রাজবাড়ীর প্রাচীরে ছিলো কালি মন্দির, বর্তমানে যা রেলগেট এর উত্তর প্রাচীরে অবস্থিত। রাজবাড়ী থেকে সোজা দক্ষিণে বর্তমানে যেখানে জেলা প্রশাসক থাকেন এই খানে ছিলো বড় বড় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C.)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.

Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

New Office

87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432

91-12, 175th St., Suite-1B, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056

Fax: 718-206-2687

email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিবন্ধে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত



নতুন লোকেশনে
মোডিকেল অফিস

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232

PHONE

৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬



ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি

Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী



ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি

Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)

সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা



ডাঃ আহমেদ কে আসলাম এম. ডি

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)



ডাঃ মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি

স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

বাংলাদেশী
মহিলা ডাক্তার

আমাদের
সেবা সমূহ:

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE

- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরল



আমরা মকম প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

হাসানের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের প্রাসক্ত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরনের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকিজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, বক্ষা
টেস্ট, টিকা এবং হৃদযন্ত্রের টিকা সহ সব ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।



মেজর (অব.) মনজুর কাদের

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় ১৯৪৭ সালের ২০ জুন। আইনসভার পূর্বাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগের জনপ্রতিনিধিরা সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানভুক্ত করার পক্ষে রায় দেন। কিন্তু বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ৫৮-২১ ভোটে পশ্চিম অংশকে ভারতভুক্তির পক্ষে রায় দেয়। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ হয়ে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ সৃষ্টি হয়। ৩ জুলাই, ১৯৪৭-এ ১১ সদস্যবিশিষ্ট ‘পশ্চিমবঙ্গের’ প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, যার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। আগস্ট মাসে ব্রিটিশ বাংলা প্রেসিডেন্সি আনুষ্ঠানিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হলে দুটি স্বাধীন সত্তার জন্ম হয়। মুসলমানপ্রধান পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা প্রদেশ (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান) এবং হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী : ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সরকারের প্রধানকে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করা হতো। তারপর ‘প্রধানমন্ত্রী’ শব্দটির পরিবর্তে ‘মুখ্যমন্ত্রী’ শব্দটি চালু হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি মাত্র পাঁচ মাস ওই পদে আসীন ছিলেন। এরপর তারই সহকর্মী ডা. বিধানচন্দ্র রায় তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত টানা ১৪ বছর প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১ জুলাই, ১৯৬২-এ তার মৃত্যুর পর চলতি বিধানসভার অবশিষ্ট মেয়াদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, তিনি

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন: অশনিসংকেত

১৯৬২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলা কংগ্রেসের নেতা হিসাবে ১ মার্চ, ১৯৬৭ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন এবং ২১ নভেম্বর ১৯৬৭ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৭ সালের শেষদিকে কিছু সময়ের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অস্থিরতা : এরপর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুকালের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে অস্থির রাজনৈতিক অধ্যায় হিসাবে গণ্য করা হয়। জোট সরকার এ সময় ক্ষমতায় আসে। মতবিরোধের কারণে সরকার বারবার ভেঙে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া

জোট বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বিপ্লবীরা সামনে আসে : এ অবস্থায় ১৯৬৯ সালের ১ মে (মে দিবস) কলকাতার ময়দানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা গঠনের ঘোষণা দেন কানু সান্যাল। চারু মজুমদার এ পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান ভাষিক নেতা নিযুক্ত হন। এরপর পার্টি গোপন (আভারপ্রাইড) রাজনীতি শুরু করে। নবগঠিত এ পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ (মাও সে তুং-এর চিন্তা-ধারা) অনুসরণ করতে থাকে। চীনের বিপ্লবের আদলে ভারতে শস্ত্র কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন এ পার্টির বিপ্লবী নেতারা। সরকারের মধ্যে আতঙ্ক : এ আন্দোলনের কারণে ভারতের তৎকালীন শাসকরা ‘আর্বান নকশাল’ বা নকশা-

দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (সিআরপি)-এর অত্যাচারের কাহিনি আজও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দেয়। এ ভয়াবহ দমন-পীড়ন নিয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ‘ক্যালকাটা ৭১’ নামের ছায়াছবি নির্মাণ করেন। ১৯৭২ সালে পুলিশ চারু মজুমদারকে গ্রেফতার করে। পুলিশ লক-আপে চারু মজুমদারের মৃত্যু হয়। চারু মজুমদারের মতাদর্শ ভারতের বামপন্থি রাজনীতিতে একটি আমূল পরিবর্তনবাদী ধারার জন্ম দিয়েছিল, যা আজও নকশালবাড়ি আন্দোলন হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে এবং ভারতের ১১টি রাজ্যে তারা সক্রিয় রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপর্যয় : কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) উত্থান : ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট চারটি জোট সরকার গঠিত হয় এবং তিনবার সীমিত সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। এরপর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে কংগ্রেস পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালনা করে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) নেতৃত্বে বামফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। টানা ২৩ বছর জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘকালীন মুখ্যমন্ত্রিত্বের এটি একটি সর্বভারতীয় রেকর্ড। জ্যোতি বসুর পদত্যাগের পর তার উত্তরসূরি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরবর্তী ১০ বছর রাজ্যের কমিউনিস্ট সরকারের নেতৃত্ব দেন।

সিপিএমের বিপর্যয় : তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় : ২০১১ সালের নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট (ইউপিএ) বামফ্রন্টকে পরাজিত করে ১৯ মে মমতা বানার্জি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনিই রাজ্যের বর্তমান প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৃণমূল কংগ্রেস ইউপিএ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস অধিকতর আসনে জয়লাভ করে পুনর্নির্বাচিত হয়।

উলটোপথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : বিধান সভার নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ৭৯ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক দল ক্ষমতাসীন হতে যাচ্ছে। দিল্লির হিন্দু জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় সরকার মিডিয়া ও প্রচার কৌশল,

(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



(মার্কসবাদী), কংগ্রেস এবং আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র ঘর্ষণের কারণে প্রশাসন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালে শুরু হয় রাজ্যে সহিংসতা ও অস্থিরতা এবং এর মধ্যে উগ্রবাদীদের উন্মোচন ঘটে। বিধায়কদের (এমএলএ) বারবার দলবদলের কারণে সরকারের আয়ুষ্কাল সীমিত হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের কারণে রাজ্যে বিরোধী

লবাদী আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ঠিক এ সময়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এবং প্রায় এক কোটি শরণার্থী পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় নিলে কংগ্রেস সরকার নিশ্চয় নেওয়ার সময় পায়। আতঙ্কিত কংগ্রেস সরকারের তীব্র দমনপীড়নের মুখে পড়ে পার্টি। হাজার হাজার তরুণ মেধাবী নেতা কর্মীকে হত্যা করে হুগলি নদীতে ভাসিয়ে

পশ্চিম বঙ্গে রাজনৈতিক ভূমিকম্প

সেটাই হয়ে ওঠে হতাশা। কিন্তু শুধু বিদ্যেবমূলক ভোটই ২০০-এর বেশি আসনে জয় এনে দিতে পারে না। আরও গভীর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বিজেপি নির্বাচনী অঙ্ক নিজেই নতুন করে সাজাতে সক্ষম হয়। অমিত শাহের কৌশলগত নির্দেশনায় এবং নরেন্দ্র মোদীর বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তার মাধ্যমে দলটি একটি পরিচিত কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর খেলার কৌশল প্রয়োগ করে: একটি ভোটব্যাংককে সংহত করা এবং অন্যটিকে ভেঙে দেওয়া। হিন্দু ভোটের সংহতকরণ (প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রায় ৬৫%) এবং মুসলিম ভোটের আংশিক বিভাজনের ফলে গ্রামীণ ও

সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করে বড় আকারের নগদ স্থানান্তর ও উন্নয়নের অঙ্গীকার দিয়েছে। এর মাধ্যমে এটি আদর্শিক সংহতি এবং বাস্তব প্রণোদনার মধ্যে রেখা অস্পষ্ট করে দিয়েছে। দলটির কৌশলগত শৃঙ্খলাও ছিল ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ সালের প্রচারণার তুলনায় (যেটি কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর অতিনির্ভরতা ও ব্যক্তিগত আক্রমণে ভরপুর ছিল) বিজেপি এবার কৌশল বদলায়। ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের বদলে তারা প্রশাসনের ব্যর্থতার দিকে নজর দেয়। স্থানীয় নেতৃত্বকে সামনে আনে, বুথ-স্তরের সংগঠনে ব্যাপক বিনিয়োগ করে এবং ১৭৭টি জয়-

একীকরণ সম্পূর্ণ করে। এর প্রভাব কলকাতার বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূরাজনৈতিক দিক থেকে, এর প্রভাব তাৎক্ষণিক এবং তা আর কোথাও বাংলাদেশের মতো প্রকট নয়।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের আর একটি রাজ্য মাত্র নয়; এটি ভারতের বাংলাদেশ-প্রবেশদ্বার। দেশটির সঙ্গে এর দীর্ঘ, উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে, এটি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের একটি বড় অংশ সম্ভব করে এবং দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সেতু হিসেবে কাজ করে। তৃণমূল শাসনের অধীনে, অভিবাসন, নাগরিকত্ব আইন ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়ে রাজ্য সরকার ও নয়া দিল্লির মধ্যে প্রায়ই এক সূক্ষ্ম টানাপড়েন ছিল। সেই টানাপড়েন কোনো না কোনোভাবে এক ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করত। কেন্দ্রের সঙ্গে সারিবদ্ধ একটি বিজেপি সরকার অবশ্যই সেই প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে দিবে।

প্রথম ও সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়টি হলো অভিবাসন। বাংলাদেশ থেকে “অবৈধ অনুপ্রবেশ”-এর বয়ানটি বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই জোর দিয়ে বলে আসছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং প্রস্তাবিত নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র মতো নীতিগুলি এই বয়ানের সঙ্গেই গভীরভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গে একটি রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে একমত হয়, তাহলে তা কঠোর আইন প্রয়োগের পথ সুগম করতে পারে, কথায় বলা বিষয়গুলোকে প্রশাসনিক বাস্তবতায় রূপ দিতে পারে। ঢাকার জন্য এটি কূটনৈতিক ও মানবিক উভয় ধরনের উদ্বেগই বাড়ায়।

দ্বিতীয়ত, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আরও কঠোর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে চোরাচালান, পাচার এবং সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সহযোগিতা বাড়তে পারে। এই সব ক্ষেত্রে দুই দেশের স্বার্থ মিলে যায়। তবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রায়শই সামাজিক মূল্য নিয়ে আসে। সীমান্তের জনপদগুলো, যারা ইতিমধ্যেই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাস করে, নিরাপত্তা জোরদার করার এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সীমান্তের ছোটখাটো ঘটনাও দ্রুত রাজনৈতিক অগ্নিকাণ্ডের রূপ নিতে পারে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সম্পর্কটি এক বিপরীতমুখী পরিস্থিতি তৈরি করে। এক দিকে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার যোগাযোগের প্রকল্পগুলি (রেল সংযোগ, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বন্দর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



এম এ হোসাইন

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচন কে “রাজনৈতিক অলৌকিক ঘটনা” বলার যথেষ্ট কারণ আছে। পনেরো বছর পর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পতন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অভূতপূর্ব উত্থান প্রথম দেখায় যেন এক আকস্মিক বিপর্যয়ের মতো। কিন্তু রাজনীতি সচরাচর আকস্মিক বিপর্যয়ে কাজ করে না। বরং তা ধীরে ধীরে জমা হয়, জেগে উঠে, আর তারপর প্রায় নিঃশব্দে ভেঙে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ এর আগেও এমন গল্প দেখেছে। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার চাপে কংগ্রেসের পতন ঘটে। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট (একসময় যাকে অজয় বলে মনে করা হতো) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উদীয়মান জনপ্রিয়তার ডেউয়ে তলিয়ে যায়। প্রতিটি পরিবর্তনকে তখন যুগান্তকারী মোড় হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি পরিবর্তনই ছিল বছরের পর বছর ধরে চলা ক্ষয়প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি। ২০২৬ সালে বিজেপির জয় সম্পূর্ণভাবে সেই ধারার মধ্যেই পড়ে। এখানে কোনো জাদু নেই শুধু সময়ের সঞ্চিত গতিবেগই অবশেষে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছেছে। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে কাছের ব্যাখ্যাটি হলো ‘বিদ্যেবমূলক ভোট’। যেকোনো জায়গায় পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকা অনেক দীর্ঘ সময়; বাংলায় তা যেন চিরন্তন। প্রশাসন ক্লাস্ত হয়ে পড়ে। নিয়োগ কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে কুখ্যাত ‘কাটমার্নি’ সংস্কৃতিভ্রুনাতির অভিযোগ সাধারণ মানুষের আলোচনায় প্রাধান্য পেতে থাকে। একসময় যে কল্যাণ প্রকল্পগুলি দারুণ জনপ্রিয় ছিল, সেগুলো এখন আর রূপান্তরকর বলে মনে হয় না, বরং নিয়মিত কিছু বিষয়ে পরিণত হয়। ভোটাররা, বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও তরুণ সমাজ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব নিয়ে শুরু করে। একসময়ের কৃতজ্ঞতা বদলে গিয়ে প্রথমে ‘পাওনা’ মনে হয়, পরে



আধা-শহুরে কেন্দ্রগুলোতে একটি সিদ্ধান্তমূলক সুবিধা তৈরি হয়। এটি ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন কিছু নয়, কিন্তু বাংলায় এটি একটি গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। দশকের পর দশক ধরে এই রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিজেকে গর্বিত করতে প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ প্রতিরোধ করার জন্যে। সেই প্রতিরোধ এখন দুর্বল হয়েছে। বিজেপি শুধু একটি জাতীয় বয়ান আমদানি করেনি; বরং এটিকে স্থানীয় রূপ দিয়েছে। এটি পরিচয়ের রাজনীতির সঙ্গে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি যুক্ত করেছে, তৃণমূলের

উপযোগী কেন্দ্রকে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করে। এমনকি তাদের সাংস্কৃতিক বার্তাটিকেও পরিমার্জিত করা হয়: দল সচেতনভাবেই ‘বাঙালিয়ানা’কে গ্রহণ করে, ‘বাইরের লোক’ সেই তকমা ঝেড়ে ফেলে যা আগে তাদের জনপ্রিয়তাকে সীমিত করে রেখেছিল।

ফলাফলটি নিছক রাজ্য-স্তরের জয় নয়; এটি ভারতের রাজনৈতিক ভূগোলে এক কাঠামোগত পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গ ছিল বিজেপির প্রসারের বিরোধিতা করা শেষ বড় ঘাঁটিগুলোর একটি। এর পতন আসাম, ত্রিপুরা ও ওড়িশায় অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে মিলে পূর্ব ভারতে দলটির

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। এটি শুধু বৈদেশিক মুদ্রার একটি প্রধান উৎস নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির রক্তস্রোত, দারিদ্র্য হ্রাসের একটি কার্যকর হাতিয়ার এবং অসংখ্য পরিবারের জীবিকা নির্বাহের ভিত্তি। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ অর্থপ্রবাহকে আমরা এখনো অনেকাংশে একটি সরলীকৃত ধারণার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি-যে ধারণা বলে, যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদেশে থাকে, তারাই বেশি রেমিট্যান্স পাঠায়; আর যারা পরিবারসহ বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তারা ধীরে ধীরে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং রেমিট্যান্স কমিয়ে দেয়।

এ ধারণাটি আংশিক সত্য হলেও বাস্তবতার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় না। বরং এটি আমাদের দৃষ্টি আড়াল করে একটি গভীরতর বাস্তবতা থেকে-যে বাস্তবতায় দেখা যায়, পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে (উদাহরণ হিসেবে) স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি অভিবাসীরাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এবং নিয়মিত রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? যদি তাদের পরিবার আর বাংলাদেশে না থাকে, তাহলে কি তাদের রেমিট্যান্স পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করে? প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা : এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার বাইরে যেতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে রেমিট্যান্সকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'New economics of labor migration' বা ঘউখণ তত্ত্বের মাধ্যমে; যেখানে অভিবাসনকে একটি পারিবারিক বিনিয়োগ হিসাবে দেখা হয় এবং রেমিট্যান্সকে সেই বিনিয়োগের প্রতিদান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বাস্তব অভিজ্ঞতার অনেক দিককে উপেক্ষা করে। এ তত্ত্ব পরিবারকে একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসাবে ধরে নেয়, যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, সম্পর্কের পরিবর্তন নেই এবং আবেগের কোনো স্থান নেই। অথচ বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং সম্পর্কের পরিবর্তনকে উপেক্ষা করলে রেমিট্যান্সের প্রকৃত কারণ বোঝা যায় না।

'Belonging' : রেমিট্যান্স বোঝার মূল চাবিকাঠি : বাংলাদেশি অভিবাসীদের জীবনে রেমিট্যান্স কোনো 'চুক্তিভিত্তিক লেনদেন' নয়; এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব, একটি সাংস্কৃতিক চর্চা এবং একটি সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যম। তারা রেমিট্যান্স পাঠান, কারণ তারা এখনো নিজেদের সেই পরিবারের অংশ হিসাবে দেখেন, যেখান থেকে তারা এসেছেন।

এ অনুভূতিকে বোঝার জন্য 'belonging' বা অন্তর্ভুক্তির ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার পিএইচডি গবেষণাপত্র Remittance as belonging: global migration, Transnationalism, and the quest for home-এ অন্তর্ভুক্তির ধারণাটিকে কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণাত্মক ফ্রেমওয়ার্ক হিসাবে নিয়ে বাংলাদেশি অভিবাসীদের রেমিট্যান্সকে বিশ্লেষণ করেছি। এ

স্থায়ী অভিবাসীরাও কেন পাঠান রেমিট্যান্স

গবেষণার আলোকেই আমি ব্যাখ্যা করছি স্থায়ী অভিবাসীরা কী কী আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

অভিবাসীদের জন্য 'বাড়ি' শুধু একটি ভৌগোলিক স্থান নয়; এটি একটি অভিজ্ঞতা, একটি সম্পর্কের জাল, একটি স্মৃতি এবং একটি পরিচয়ের উৎস। একজন অভিবাসী একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় 'অন্তর্ভুক্ত' থাকতে পারে-

ড. হাসান মাহমুদ

বড় বিষয় হলো-রেমিট্যান্স এখনো অর্থনৈতিক যুক্তির চেয়ে বেশি 'নৈতিক অর্থনীতি'র অংশ।

বাংলাদেশি সমাজে সন্তানদের, বিশেষ করে ছেলেদের, পরিবারের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব পালন একটি গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক মূল্যবোধ। অভিবাসীরা এ মূল্যবোধ নিয়ে বিদেশে যায় এবং সেটিকে বজায় রাখে। এ নৈতিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয় কৃতজ্ঞতার অনুভূতি-পরিবারের



যুক্তরাষ্ট্রে তার বর্তমান জীবন এবং বাংলাদেশে তার শিকড়।

নৈতিক অর্থনীতি ও পারিবারিক দায়িত্ব : বাংলাদেশি অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এ অন্তর্ভুক্তি বহুমাত্রিক। তারা একসঙ্গে তাদের পিতামাতার পরিবার, নিজেদের নিউক্লিয়ার পরিবার, ভাইবোনদের নিয়ে গঠিত যৌথ পরিবার, সম্প্রসারিত আত্মীয়গোষ্ঠী এবং এমনকি পুরো গ্রাম বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে। ফলে রেমিট্যান্সও একরৈখিক নয়; এটি বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন অর্থবহ প্রেক্ষাপটে ঘটে। সবচেয়ে

বিনিয়োগের প্রতিদান হিসাবে রেমিট্যান্স পাঠানো।

পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন ও রেমিট্যান্সের রূপান্তর : তবে এ সম্পর্ক স্থির নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসীদের জীবনে পরিবর্তন আসে-বিবাহ, সন্তান জন্ম, পেশাগত স্থিতি, নাগরিকত্ব লাভ-এসব পরিবর্তন তাদের অন্তর্ভুক্তির ধরনকে বদলে দেয়। বিবাহের পর একজন অভিবাসীর দায়িত্বের কেন্দ্র পিতা-মাতার পরিবার থেকে সরে এসে নিজের নিউক্লিয়ার পরিবারের দিকে চলে যায়। ফলে পিতা-মাতার জন্য রেমিট্যান্স কিছুটা কমতে পারে, তবে সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না। একই সঙ্গে ভাইবোনদের সঙ্গে

সম্পর্কেও পরিবর্তন আসে। তারা নিজেদের পরিবার গঠন করে, আলাদা অর্থনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়। এর ফলে যৌথ পরিবারভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

যৌথ বিনিয়োগ থেকে ব্যক্তিগত বিনিয়োগে রূপান্তর : প্রথমদিকে অনেক অভিবাসী পরিবারসহ যৌথভাবে বিনিয়োগ করে-জমি, কৃষি প্রকল্প, ব্যবসা ইত্যাদিতে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ও সম্পর্কের পরিবর্তনের কারণে এ যৌথ বিনিয়োগ কমে যায়। এর পরিবর্তে অভিবাসীরা নিজের নামে বিনিয়োগ করতে শুরু করে-ঢাকায় ফ্ল্যাট, জমি, ব্যাংক সঞ্চয় বা অন্যান্য আর্থিক খাতে। এ পরিবর্তনটি গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

দেশে ফেরার কল্পনা ও নস্টালজিয়া : অভিবাসীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক উপাদান হলো দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষা। যদিও অনেকেই বাস্তবে আর ফিরে যায় না, তবুও তারা বিশ্বাস করে, একদিন ফিরে যাবে।

এই 'ফিরতি অভিবাসন' তাদের রেমিট্যান্স আচরণকে প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে শৈশব, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রতি নস্টালজিয়া তাদের বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

পরিবার থেকে সম্প্রদায় : রেমিট্যান্সের বিস্তার : রেমিট্যান্স শুধু পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সম্প্রদায়ের দিকেও বিস্তৃত হয়। অভিবাসীরা মসজিদে দান করে, শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য পাঠায়।

এ ধরনের রেমিট্যান্স তাদের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা গবেষণায় বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে।

দ্বৈত অন্তর্ভুক্তি ও টানাপোড়েন : অভিবাসীরা একসঙ্গে দুই সমাজে অন্তর্ভুক্ত-যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ। কিন্তু এ দ্বৈত অন্তর্ভুক্তি সবসময় মসৃণ নয়। পারিবারিক প্রত্যাশা, সামাজিক দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য-এসবের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হয়। এই অন্তর্ভুক্তি ও টানাপোড়েন কখনো রেমিট্যান্স কমিয়ে দেয়, আবার কখনো নতুনভাবে বাড়িয়ে তোলে।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স নীতির সীমাবদ্ধতা : বর্তমানে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স নীতির প্রধান ফোকাস অর্থনৈতিক প্রণোদনা-যেমন, ২.৫ শতাংশ নগদ বোনাস। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও রেমিট্যান্সের সামাজিক ভিত্তিকে স্পর্শ করে না। ফলে নীতিগুলো আংশিক কার্যকর হলেও দীর্ঘমেয়াদে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শক্তিশালী নীতিগত অবস্থান : 'অন্তর্ভুক্তি'কেই কেন্দ্র করতে হবে : এ প্রেক্ষাপটে একটি শক্তিশালী নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে : রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে শুধু অর্থনৈতিক প্রণোদনা নয়, অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির অনুভূতিকে শক্তিশালী (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস



Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

**Board Certified in Internal Medicine,
Geriatrics, Hospice &
Palliative Care Medicine**

Astoria Office

30-04 36th Avenue

LIC, NY 11106

Tel: 718-383-4500

www.drmmrahman.com

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম,
ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন
দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের
ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।



অভিজ্ঞ ডেন্টিস্ট

**Digital Xray সহ সর্বাধুনিক
প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু,
বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল
প্রকার চিকিৎসা করা হয়।**



**We Do
Implant**



Dr. Siddiquir Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday : 2-7 PM
Tuesday : 2-7 PM
Wednesday : 12-5 PM
Thursday : 2-7 PM
Friday : 2-7 PM
Saturday : 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432



জাফর আহমাদ

হজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তম্ভ। আরবী ভাষায় হজ্জ শব্দের অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায় কাবা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারিদিক হতে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম হজ্জ রাখা হয়েছে। কিন্তু এ হজ্জের পেছনে এক সংগ্রামী, চিন্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস নিহিত রয়েছে। যারা এ বিশ্ব সম্মেলন কেন্দ্রে আল্লাহর মেহমান হিসাবে হাজিরা দিতে যাচ্ছেন, তারা যদি একটু গভীর মনযোগ সহকারে সে ইতিহাস অধ্যয়ন করে নেন তবে হজ্জের প্রকৃত শিক্ষা ও কল্যাণ লাভ করা সহজ হবে। এবং আল্লাহর হাজিরা খাতায় আপনার হাজিরাটা নিশ্চিত হবে। হজ্জ এলেই আমাদের হৃদয়স্পর্শে ভেসে ওঠে শিরকের মূলোৎপাঠনকারী মুসলিম মিল্লাতের অবিসংবাদিত সংগ্রামী নেতা ও পিতা হযরত ইবরাহীম আঃ এর কথা। যিনি মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর সন্ধানে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রকে ব্যর্থ প্রভু ভেবে ভেবে অবশেষে সত্যের আলোর সন্ধান পেলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ “তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।” তিনি আরো বললেন “আমি সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে शामिल নই।” এ পূর্ণাঙ্গ মানুষটি যৌবনের শুরুতেই যখন আল্লাহকে চিনতে পারলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে বললেনঃ “ইসলাম গ্রহণ কর-স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ কর, আমার দাসত্ব স্বীকার কর। তিনি উত্তরে পরিস্কার ভাষায় বললেন: আমি ইসলাম কবুল করলাম, আমি সারা জাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করলাম, নিজেকে তার নিকট সোপর্দ করলাম। তিনি রাব্বুল আলামীনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং এর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান ও আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। অথচ পৈতৃক মন্দিরের পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত গদি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। যে গদিটিতে বসলে তিনি অন্যাসেই জাতির নেতা বনে যেতেন। চারদিক থেকে নযর-নিয়ায এসে জড় হত এবং জনগণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরে মাথা নত ও হাত জোড় করে বসত। সাধারণ মানুষ হতে বাদশাহ পর্যন্ত সকলকে আজ্ঞানুবর্তী গোলাম বানিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এ বিরাট স্বার্থের উপর পদাঘাত করে সত্যের জন্য দুনিয়া জোড়া বিপদের গর্ভে ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হলেন। জন্মভূমি হতে বের হয়ে আরব দেশ সমূহ ঘুরতে লাগলেন। এ ভ্রমণে তার উপর অসংখ্য বিপদ এসেছে। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তা করতেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য রবের গোলামীর নাগপাশ হতে মুক্ত করে কিভাবে এক আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যায়। দেশত্যাগ ও নির্বাসনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করলেন। তিনি তার জন্যও একই ধর্ম ও কর্তব্য ঠিক করলেন। সব কঠিন পরীক্ষায় পাশ করার পর চূড়ান্ত ও শেষ কঠিন পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়েছে গিয়েছিল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম আঃ সবকিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামীনকেই বেশী ভালবাসেন কিনা, তার ফয়সালা হতে পারত না। তাই বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তার সন্তান লাভ হয়েছিল সে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে পারেন কি না তারই পরীক্ষা নেয়া হলো। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তখন চূড়ান্তরূপে ঘোষণা করা হলো যে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবীকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। এক্ষণে তোমাকে সারা পৃথিবীর ইমাম বা নেতা বানানো যায়। আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে:- “এবং যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সে সব পরিক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলেন তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের সম্পর্কে কি হুকুম? আল্লাহ তা’আলা বললেন যালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।” (সূরা বাকারা-১২৪) এভাবে হযরত ইবরাহীম আঃ কে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হল এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম বা মুসলমানদের চিরস্থায়ী আদর্শিক নেতা নিযুক্ত করা হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাইল আঃ কে সাথে নিয়ে তিনি হিযাবের মক্কা নগরীকে কেন্দ্র করে আরবের কোণে কোণে ইসলামের শিক্ষাকে বিস্তার সাধন করলেন। আর পিতা পুত্র মিলে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র খানায় কাবা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তা’আলা নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দেন। খানায় কাবা সাধারণ মসজিদের ন্যায় নিছক ইবাদাতের স্থান নয়, প্রথম দিন হতেই এটা দ্বীন ইসলামের

বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এ কাবা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হতে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আবার এখান থেকে ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হজ্জ।

এ ঘরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম আঃ এর দোওয়া শুনুনঃ আল কুরআনে আল্লাহ বলছেন “এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দু’আ করেছিলেনঃ হে আল্লাহ! এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানাও, আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তি পূজার শিরক হতে বাঁচাও। হে আল্লাহ! এ মূর্তিগুলো অসংখ্য লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব, যে আমার পছন্দ অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পছন্দ

একটি জাতি তৈরী কর যারা একান্তভাবে তোমারই অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদাত করার পছন্দ বলে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরোয়ারদিগার! তুমি সে জাতির প্রতি তাদের মধ্য হতে এমন একজন নবী পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার বাণী পড়ে শোনাবে, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করবে। নিশ্চয় তুমি সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ।” (সূরা বাকারা-১২৭-১২৯) যে শিরক উচ্ছেদ ও মূর্তি পূজা বন্ধ করার সাধনা ও আন্দোলনে হযরত ইবরাহীম আঃ ও ইসমাইল আঃ এর সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, কালের বিবর্তনে এ কাবা ঘরে আবার ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা হয়। চারদিকে শিরক আর শিরক চলতে থাকে। লাত, মানাত, হুবালা, নসর, ইয়াগুস, উজ্জা, আসাফ, নায়েলা আরো অসংখ্য নামের মূর্তি তৈরী করে পূজা করত। হজ্জকে তারা তীর্থযাত্রার অনু-

আমাদের বাস্তব জীবনকে শিরকমুক্ত করতে পেরেছি এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হিসাবে পেশ করতে পেরেছি? আত্মজিজ্ঞাসার জবাব যদি নাবাধক হয়। তবে আমরা লাক্ষ্যিক বলে এ বিশ্বসম্মেলন কেন্দ্রে হাজিরা দিব ঠিকই কিন্তু আল্লাহর হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত লেখা হবে। যেমন প্রানহীন নামায মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতে পারছেন, প্রানহীন রোযা তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করতে পারছেন ও যাকাত আমাদেরকে পবিত্র করতে পারছেন না। তেমনিভাবে প্রানহীন হজ্জ আল্লাহর হাজিরা খাতায় অনুপস্থিতিই লেখা হবে। তাই কাবার পথের যাত্রীরা তাদের উপস্থিতিতে নিশ্চিত করার জন্য হজ্জে গমনের পূর্বে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন। শিরককে পরিত্যাগ করতে হবে:- শিরক একটি জুলুম। শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। শিরক সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এ শিরক বর্তমানে বিভিন্ন রূপ



হজ্জের প্রতিটি পদে পদে আলাহর স্মরণ-আল্লাহর নামের যিকর, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী এবং কা’বা ঘরের প্রদক্ষিণ। আর এখানে একটিমাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, হেরেম শরীফের প্রাচীর আর পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের প্রতিটি পথে উচ্চারিত হয়ঃ “লাক্বায়িক আল্লাহুম্মা লাক্বায়িক, লা শারিকা লাকা লাক্বায়িক, ইন্নালা হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারিকা লাক” অর্থাৎ হে প্রভু তোমার ডাকে আমি উপস্থিত। আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই।”

বিপরীতে চলবে-তখন তুমি নিশ্চয়ই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশ তোমার এ মহান ঘরের নিকট, এ ধূসর মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেছি-এ উদ্দেশ্যে যে, তারা নামায কয়েম করবে। অতএব, হে আল্লাহ! তুমি লোকদের মনে এতদূর উৎসাহ দাও যেন তারা এর দিকে দলে দলে চলে আসে এবং ফল-মূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর। হয়ত ইহারা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে।” সূরা ইবরাহীম-৩৫-৩৭ এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আরো বলেনঃ- “এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের স্থান ঠিক করেছিলেন-এ কথা বলে যে, এখানে কোন প্রকার শিরক করোনা এবং আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্য পাক-সাফ করে রাখ। আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও-তারা যেন তোমার নিকট আসে, পায়ে হেটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান হতে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তু গুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা হতে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে খেতে দেবে।” (সূরা হজ্জ-২৬-২৮) এ ঘরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে পিতা পুত্র মিলে মহান আল্লাহর দরবারে আরো দু’আ করেছিলেন যা আল্লাহ নিজের ভাষায় কুরআনে বলেছেন:- “এবং স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাইল যখন এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন কালে দোওয়া করছিলেনঃ পরওয়ারদিগার! আমাদের এ চেষ্টা কবুল কর, তুমি সব কিছু জান এবং সবকিছু শুনতে পাও। পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের দু’জনকেই মুসলিম-অর্থাৎ তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশাবলী হতে এমন

রূপ বানিয়ে তাওহীদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল কাবা ঘর হতে মূর্তি পূজার প্রচার শুরু করে ছিল এবং পূজারীদের সর্বপ্রকার কলা কৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের নিকট হতে নযর-নিয়ায আদায় করত। হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠান গুলোকে বিকৃতরূপ দিয়ে পালন করত। এ ভাবে ইবরাহীম আঃ ও হযরত ইসমাইল আঃ যে মহান কাজ শুরু করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে তারা হজ্জ-প্রথার প্রচলন করেছিলেন, তা সবই বিনষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে হযরত ইবরাহীম আঃ এর দু’আরই ফসল মানবতার বন্ধু হযরত মোহাম্মদ সাঃ মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে শিরকের মূলোৎপাঠন করেন এবং মুসলিম মিল্লাতের পিতার হাড়ানো হজ্জের নিদর্শন গুলো পুনরুদ্ধার করেন। হজ্জের প্রতিটি পদে পদে আলাহর স্মরণ-আল্লাহর নামের যিকর, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী এবং কা’বা ঘরের প্রদক্ষিণ। আর এখানে একটিমাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, হেরেম শরীফের প্রাচীর আর পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের প্রতিটি পথে উচ্চারিত হয়ঃ “লাক্বায়িক আল্লাহুম্মা লাক্বায়িক, লা শারিকা লাকা লাক্বায়িক, ইন্নালা হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারিকা লাক” অর্থাৎ হে প্রভু তোমার ডাকে আমি উপস্থিত। আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই।” কাবার পথের যাত্রীরা কোথায় হাজিরা দিতে যাচ্ছেন আর হাজিরা দিতে গিয়ে কি বলছেন তা অবশ্যই গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করতে হবে। এমনিভাবে হজ্জের প্রতিটি অনুষ্ঠান পালন করার সময় কি করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে তা অনুধাবণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষেই কি আমরা

ধারণ করে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় এ শিরককে পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ শিরক মুক্ত জীবন ও সমাজ গঠন করার জন্যই হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত মুহাম্মদ সাঃ আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাছাড়া মহান আল্লাহর সম্মানিত মেহমান হিসাবে তালবিয়া পাঠে বলা হচ্ছে “আমি উপস্থিত। আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই।” এ কথাটিকে বাস্তব জীবনে রূপায়ন করতে হবে। দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে, পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে:- জন্মসূত্রে মুসলমান নয় বরং একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হবে, সারা জাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে, নিজেকে তার নিকট সোপর্দ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। শুধু মাত্র পাচ ওয়াক্ত নামাযে আল্লাহকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করা হলো কিন্তু জীবনের বিশাল অংশকে মানুষের তৈরী আদর্শের হাতে সোপর্দ করলে তিনি মুসলিম নন বরং একজন খাটি মোনাফিক। প্রতি নামাযেই অসংখ্যবার বলা হচ্ছে: “আমরা তোমারই গোলামী করি আর তোমারই সাহায্য চাই।” অথচ নামাযের বাইরে তার বিপরীত কাজ করা হচ্ছে। এ এক মিথ্যাচার ছাড়া কি হতে পারে? আর এ মিথ্যাচারকে বিশ্ব সম্মেলন কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে যাবেন না। সেখানে গিয়ে যখন আপনি বললেন, “হে প্রভু তোমার ডাকে আমি উপস্থিত। আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই।” অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীত কার্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের দ্বিমুখী নীতি বা মুনাফেকী আচরণ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাগ করতে হবে। হজ্জ চেতনার অনুধাবন:- হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো ঐতিহাসিক চেতনাকে সামনে রেখে পালন করতে হবে। আর এ চেতনাকে হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত ইসমাইল আঃ ন্যায় শিরক উচ্ছেদে এবং মানুষকে অসংখ্য মিথ্যা রবের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার আপোষহীন সংগ্রামের কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং এ সংগ্রাম নিজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই হজ্জের স্বার্থকতা ও সুফল পাওয়া যাবে এবং আল-হর হাজিরা খাতায় উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাবে।

মে মাসের ৫ তারিখে সেই তপ্ত দুপুরে আকাশের সূর্যটা যেন আগুনের পিণ্ড হয়ে মতিঝিলের রাজপথে নেমে এসেছিল। উত্তপ্ত পিচঢালা রাস্তার ওপর তখন লাখো মানুষের পদচারণা। কারো হাতে পানির বোতল, কারো হাতে তসবিহ। আর সবার মুখে অদম্য স্লোগান। ঢাকার শাপলা চত্বর সেদিন এক বিশাল জনসমুদ্রের মোহনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সফেদ পাঞ্জাবি আর নানান ডিজাইনের টুপির মিছলে মিশে গিয়েছিল মুজাহিদের বাবা আবু বকর সাহেবের মুখটিও। তিনি ফজর পড়েই মতিঝিলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। সকালের নাস্তাও খান নি। সকালের নাস্তা তৈরি করে সোফায় বসে তসবিহ জপছিলেন মিসেস মারিয়া জাহান। সকালের পড়া শেষ করে জানালার খিল ধরে বাইরের ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল ছোট্ট মুজাহিদ। কি যেন মনে করে সে ধীর পায়ে মায়ের পাশে এসে বসে বাবার কথা জিজ্ঞেস করল।

“আম্মু, আব্বু কোথায় গেছেন?”

মারিয়া জাহান তসবিহ রেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ছেলের মাথায় হাত রেখে শান্ত স্বরে বললেন, “তোরা আব্বু মিছলে গেছে রে বাপ। শাপলা চত্বরে।” মুজাহিদ ক্র ক্রুচকে জিজ্ঞেস করল, “মিছল কি আম্মু?” মারিয়া জাহান বললেন, “ও মা! মিছল কি তা তুই জানিস না? মিছল হলোড় অনেক মানুষের এক হওয়া। যখন অনেক লোক মিলে কোনো একটা দাবি নিয়ে বা কোনো আনন্দের খবর ছড়িয়ে দিতে স্লোগান দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তাকেই মিছল বলে। মিছল অনেক রকমের হয় রে বাপ। কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদে ‘প্রতিবাদ মিছল’ হয়, আবার কখনো বিজয়ের খুশিতে ‘বিজয় মিছল’ হয়।”

“আব্বু কোন মিছলে গেছেন, আম্মু?”

“তোরা আব্বু গেছে আমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার দাবিতে। সেই যে তুই সেদিন বললি না, তাদের নতুন পাঠ্যবইয়ে আমাদের ইসলাম ধর্মের কথাগুলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? তোরা আব্বু সেই বিতর্কিত শিক্ষানীতি আর নাস্তিক্যবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেছে। ১৩ দফা দাবি নিয়ে আজ তারা মতিঝিল অবরোধ করেছে।”

মায়ের কথা শুনে মুজাহিদের বুকের ভেতরটা অজানা এক শঙ্কায় ধক করে উঠল। সে নিচু গলায় কিছুটা ভয়াবহ স্বরে বলল, “আম্মু, যদি পুলিশ আব্বুকে গুলি করে? তখন কি হবে?”

দেশের মানুষের চোখ তখন টেলিভিশনের ওপর। ড্রয়িংরুমে বসে মারিয়া জাহান রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছেন টিভি স্ক্রিনের দিকে। তখন কেবল দিগন্ত টেলিভিশন আর ইসলামিক টিভি সরাসরি শাপলা চত্বরের দৃশ্য দেখাচ্ছিল। রাতের গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে মতিঝিল এলাকা এক রহস্যময় নিস্তব্ধতায় ডুবে যেতে লাগল। লাখো মানুষের জিকির আর কান্নায় ঢাকার আকাশ-বাতাস তখন ভারী।

কিন্তু রাত যখন দুইটার কাঁটা ছুঁই ছুঁই, তখনই গুরু হলো এক নারকীয় তাণ্ডব। হঠাৎ করেই দিগন্ত টিভির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। স্ক্রিন জুড়ে শুধুই ঝিরঝির শব্দ। মুজাহিদ অবাক হয়ে রিমোট টিপে ইসলামিক টিভিতে গেল, সেখানেও একই অবস্থা! সাদা পর্দা। আসলে সেই রাতে সরকারি আদেশে এই দুই সাহসী চ্যানেলের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। স্টুডিওতে ঢুকে তাদের সম্প্রচার যন্ত্র আর মেশিনপত্র জব্দ করা হয়েছিল, যাতে অন্ধকারের সুযোগে চলা সেই অভিযানের বীভৎসতা বাইরের কেউ দেখতে না পারে। মিডিয়ায় বাতি নিভিয়ে দিয়ে মতিঝিলের সেই সাদা কাপড়ের মানুষগুলোর ওপর নামিয়ে আনা হলো টিয়ারশেল, সাউন্ড থ্রেনেড আর বুলেটের বৃষ্টি। মারিয়া জাহান আত্ননাদ করে উঠলেন, “ওরা টিভি বন্ধ করে দিল কেন মুজাহিদ? নিশ্চয়ই ভেতরে খুব খারাপ কিছু ঘটছে, যা ওরা আমাদের দেখতে দিতে চায় না!” সাউন্ড থ্রেনেডের বিকট শব্দে ঢাকা শহরের ঘুমন্ত পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছিল। আর মারিয়া জাহান জায়ন-মাজে সিঁজদাবনত হয়ে কাঁদছিলেন এক অজানা আশঙ্কায়।

পরদিন ৬ই মে। সকালের সূর্যটা যেন রক্তের লাল রং মেখে উদ্ভিত হলো। সারা রাত মুজাহিদের আব্বুর খবর নেই। পুরো ঢাকা শহর থমথমে, কিন্তু কিছুই যেন হয়নি! সকাল দশটার দিকে একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল মুজাহিদদের বাসার গেটের সামনে। প্রতিবেশীদের ভিড় ঠেলে মুজাহিদ দৌড়ে সামনে গেল। সাদা কাফনে মোড়ানো এক নিখর দেহ বের করে আনা হলো। লাশের মুখটি খুলতেই মুজাহিদের শরীর হিম হয়ে গেল। ওরা আব্বু যেন পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। তার চেহারা ভয়ের কোনো ছাপ নেই, বরং এক স্নিগ্ধ মুচকি হাসির আভা যেন পুরো শরীরকে উজ্জ্বল করে দিচ্ছে।

মারিয়া জাহান পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তার



মনোজগত

আশরাফ আহমেদ

নিরব পর্যবেক্ষণে কবি বিভোরচিত্ত, দেখেন কি মমতায় বৃক্ষ আশ্রয় দেয় প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন চক্র বিবর্তনের। উন্মোচন করেন মানুষের বিচিত্র জীবনের গোপন সত্তা, অহমিকার স্বরূপ চিহ্নের। কদর্য ক্ষুদ্রস্বার্থ জর্জরিত লোভাতুর জীবনের কামার্ত লোলুপতার নিষিদ্ধ জীবনকুঠিরের। সাবওয়তে কালো চশমায় মানুষের মুখ দেখেন অন্তর্মুখিতা, বাহারি স্বরূপ বাস্তবে চলার পথে। কৃষ্ণ রূপে রাধাপ্রেম, চন্দ্রাবলি আর ষোড়শ গোপিনী একাকার তার অব্যাহত অব্যবহিত দ্যোতনায়, সৃষ্টিসুখে কবির মনোজগৎ বিচিত্র, চিত্র সদাই তপ্ত পরিশুদ্ধ।

শেষ হাওলাত

সোহেল মাহমুদ

পাকা শস্যের খোলসের মত শেষ হয়ে গেছে যৌবনের গরিম। মাসের ভেতরে লাল রক্তের ব্রত আচমকা ছিঁড়ে ফেলে ধমনির সীমা। আয়ুর বয়স মাপে পায়ের আঙুল চোখ ছেড়ে চলে গেছে নাদান খোয়াব গুনে গুনে সঞ্চিত অপক্লপ ভুল সিন্দুকে তুলে রাখা আছে সব পাপ। শব্দ ললাটে লেখা বিধির বিধান বকলম বলে আজও পড়া হয় নাই মানুষের কান্না ও পাখিদের গান অরণ্যে গুয়ে আছে বিষন্নতায়। দৌলত দূরের কথা, চাই অপঘাত এখন মৃত্যু চাই- শেষ হাওলাত।

দূরত্ব

দেওয়ান নাসের রাজা

আমার আকাশে চাঁদ উঠেছে অরণ্যে ব্যাপক জ্যোৎস্নাধারা ঝরে সারারাত পাখিদের গান, হান্সাহেনার সৌরভ – ঝিরঝিরি হাওয়া সমুদ্রের তীরে। দূরবর্তী গ্রামে কে ডাক দেয় মনের ভেতর পাহাড়ি বর্ণায় মেঘ ঝরে পড়ে প্লাবনে প্লাবনে জল উপচে-পাড় ডুবে যায়। আমাকে ডেকো না তুমি দূরবর্তী কোথাও আমি চলে যাব নায়াথার পাড়ে সেখানেও অকস্মাৎ চাঁদ ওঠে তুমি নেই বলে থাকবে বাফেলোর বিষন্ন আকাশ। অন্ধকার চিরে কুয়াশায় চাঁদ উঠলে পরে রাত জেগে তোমাকে ভাবব জোছনায়।

রোদের কারুকাজ

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

হৃদয়ের ক্যানভাস জুড়ে তুমি এক অবিনশ্বর জলছাপ, চৈত্র-দুপুরে ফোটা তৃষ্ণার্ত রক্তিম পলাশ। তোমার দুচোখে যে নীহারিকার বসতি, সেখানে থমকে থাকে বসন্তের দীর্ঘশ্বাস। বিরহ কোনো বিচ্ছেদ নয়, অজানা প্রার্থনা যেখানে স্মৃতির কফিনে প্রাণ পায় মৃত ঘাস; শূন্যতায় যে সুর লীন হয় গোখুলির মেঘে যেখানে লেখা থাকে মহাকালের উপাখ্যান। আমরা শুধুই ছায়ার পিছু হেঁটে হেঁটে প্রতিদিন রোদের কারুকাজ খুঁজি, অথচ বিচ্ছেদে নীল হয় অনুরাগের বাঁশি।

ভোর আসবেই

কাজী জহিরুল ইসলাম

কৃষ্ণপক্ষ আধারের কাল শেষ হবে একদিন। টানেলের শেষে উজ্জ্বল ভোর – কথাটি জনশ্রুত। এ-মাটি কখনো হতাশ করেনি, রাখিনি রক্ত-ঋণ, কান পেতে শোনো হয়ত ঘটনা ঘটে যাবে খুব দ্রুত। হাতে হাত ধরে মানব-শেকল বেঁধে বেঁধে চলো হাটি, লক্ষ্যে অটুট কণ্ঠে স্লোগান নৈতিক প্রতিবাদ শত শহীদদের উষ্ণ রক্তে উর্বরা এই মাটি ঘোষিত হবেই মহাকাব্যিক বিজয়ের সংবাদ। এখন নিশ্চয় আধারের পথে ঐক্যটা দরকার, বন্ধুর হাত কখনো ছেঁড়া না কাঁধে কাঁধ বেঁধে থাকো। সত্যের পথে মুক্তির গানে ছিন্ন অন্ধকার দৃঢ় বিশ্বাসে দৃষ্ট দুপায়ে বিজয়ের রেখা আঁকো। যে-মাটি জন্ম দেয় বিপ্লবী বীর ওসমান হাদী সে-মাটির শিশু, নারী, যুবা, বুড়ো চিরকাল প্রতিবাদী।

মহাকাল

তানিরা চৌধুরী স্নিগ্ধা

অন্ধকারে কেটে গেছে অগণন মহাকাল সেই অসংখ্য মহাকালের শেষে এসেছে রাঙা প্রভাত! কত আলোয় আলোয় ভরে গেছে পৃথিবী – আলোতে মিলিয়ে যাবে আধারের সব স্মৃতি! সোনালি রোদের রূপালি ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো ঘাসের শিশিরকণা গুলো-অমূল্য মানিক মনে হল। আজ দেখবো এই পৃথিবীর রূপ – জানি তো মিটেবে না এই মনের স্বাদ! আলোকিত আকাশ, জল, স্থল সমুদ্রে অতল গভীরতা ভাসবো বর্ণা ধারায় – দেখব পৃথিবীর রূপ – প্রাণ ভরে দেখব। মহাসুখে হাসবো ড় কখনো কাঁদবো।

সে এক অন্য অনুভূতি

মাসুম মোরশেদ

উড়লে ঘুড়ি তোমার কথা ভাবি মাঝের কামান সে এক আজব খেয়াল ভাঁজের কামান যেন খাচ্ছিখাবি লেজের মতো ওড়না তোমার বেহাল। আকাশ যেন তোমার বাড়ির কান্ধা চিল আর শকুন ঠোঁকর মারে ঘুড়ি লাটাই হাতে আমার মনোবাঞ্ছা, বাপ-মা তোমায় কেন করবে বুড়ি? বিনি সুতোয় মাঞ্জা মাখি কত নাকোয়ান দিই শক্ত করে জোড়া আমরা হবো জিগার আঠার মতো নামাই ঘুড়ি গামছাতে তা মোড়া।

জীবন

মান্নান নূর

বৈরাগীর ভিতায় ধান লাড়ে মৌসুমি। মোল্লা বাড়ির ধান, বিশাল ধানের কলায় তার মতো আরও ক’জন কেটে খাওয়া মাইয়ার যৌবন শুকায়। রোদে পুইড়া পুইড়া চেহারার লগে স্বপ্নও ভাজা ভাজা। চৌদ্দ মাসের বাচ্চা কোলে লইয়া তপ্ত রোদে, পায়ের সাথে ধানের যুদ্ধ দেখে আসমান কাঁদে, পায়ের কদর্যতাড়ুপুরের বিচ্ছেদ। মেয়েরা নরম মাটির গোলাস কিংবা নাম না জানা ফুলের সৌন্দর্যের বাহার, আমৃত্যু শোভা-বর্ধনজাতডু দক্ষিণ পাড়ার সুরমা বাবার হাল ধরতে গার্মেন্টেস-এ। “বাবা! চিন্তা করো না, এই তো কয়দিন, ঋণ থাকবো না।” সুরমাদের ঋণের বোঝা এখন পাহাড়সমান, বন্যায় তলিয়ে যাওয়া ফসলের মতো তাদের জীবন। বাবার উদাস দৃষ্টি পশ্চিমের সন্ধ্যার মেঘকে বারবার রক্তাক্ত করে।



মারিয়া জাহানের বুকটা কঁপে উঠল। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করলেন না। অস্ফুট স্বরে বললেন, “আল্লাহর পথে বের হলে ভয় কিসের রে পাগল? যা, মাদ্রাসার ভ্যান চলে এসেছে, ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। দেরি হয়ে যাবে।”

মাদ্রাসার ক্লাসরুমে আজ মাওলানা সাইফুল ইসলাম সাহেবের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সমসাময়িক বিষয়ের সবকিছু দিচ্ছিলেন। এক কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরছিলেন ছাত্রদের সামনে। হঠাৎ এক সময় মুজাহিদ দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, “মুহতারাম, শাপলা চত্বরে তো আমার আব্বুও গেছেন। আমার খুব ভয় করছে। যদি পুলিশ গুলি করে দেয়, আমার আব্বু মারা যান? তাহলে কি হবে?”

মাওলানা সাহেব গভীর মুখে বললেন, “মুজাহিদ, শাপলা চত্বরে আজ আমাদের ঈমান রক্ষার দুর্গ। ১৩ দফা দাবি হলো আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। আমাদের আদর্শকে মুছে ফেলার যে চক্রান্ত চলছে, তার বিরুদ্ধে এই জনস্রোত এক জীবন্ত প্রতিরোধ। মনে রেখো, সত্যের পথে এই যে সংগ্রাম, এতে যদি কারো মৃত্যু হয়, তবে তিনি সরাসরি শহিদ। আর শহিদের সম্মান যে কত বিশাল, তা কেবল ঈমানদাররাই অনুভব করতে পারে। জািল শাহীর গোলাম পুলিশ বাহিনী তো গুলি করতেই পারে। যদি পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়, তাহলে তিনি শহীদ হবেন। তোমরা তো শহীদদের গুরুত্ব মর্যাদা সবই জানো, তাই না? কুরআনের ভাষায় শহীদরা মৃত নয়, বরং জীবিত!” ক্লাসের সবাই সমস্বরে বলল, “জি মুহতারাম।” দুপুরবেলা ক্লাস ছুটির ঘন্টা বাজল। ছুটি শেষে মুজাহিদ যখন বাড়ি ফিরল, দেখল সারা

চোখের জল শুকিয়ে গেছে তপ্ত মরুভূমির মতো। প্রবীণ আলেম ড. মাওলানা শামিম ওসমান মুজাহিদের মাথায় হাত রেখে ধীর কণ্ঠে বললেন, “বাবা মুজাহিদ, আপনি ও আপনার মা কাঁদছেন কেন? আপনারা তো এক অকুতোভয় শহিদের পরিবার! ৫ই মে-র এই কালো রাতে যারা কেবল আল্লাহর দ্বীনের দাবিতে রাজপথে জীবন দিয়েছে, তারা কখনো মরে না। মুজাহিদ, আপনার আব্বু আজ বিজয়ী। তিনি বাতিলের কাছে মাথা নত করেননি বলেই আজ তার কপালে শহিদি তিলক। এই সৌভাগ্য সবার হয় না।” লাশ দাফনের আগে জানাজার মাঠে যখন হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলো, মুজাহিদ তার আব্বুর চেহারা দিকে শেষবার তাকাল। তার মনে পড়ে গেল বাবাকে নিয়ে হাজারো স্মৃতির মুহূর্ত। জানাজা শেষে মুজাহিদ আকাশের দিকে হাত তুলল। তার ছোট ছোট হাত দুটো আজ আর কাঁপছে না। সে মোনাজাত করল: “হে রাব্বুল আলামিন! তুমি আমার আব্বুকে শাপলা চত্বরের শহিদ হিসেবে কবুল করো। যারা এই রাতে সত্যের কণ্ঠরোধ করতে দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দিয়েছিল, যারা শাপলার চত্বরকে রক্তে রঞ্জিত করেছে, তাদের বিচার তুমি করো। আমার আব্বু যে ১৩ দফা দাবির জন্য জীবন দিয়েছেন, সেই দাবি যেন এই জমিনে সফল হয়। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শহিদ মৃত্যু দাও।” পেছন থেকে হাজারো মানুষের কণ্ঠে বজ্রের মতো ধ্বনিত হলোড় ‘আ-মি-ন’। মুজাহিদ অনুভব করল, তার আব্বু মরে যাননি, তিনি এক অবিনাশী প্রেরণা হয়ে কোটি মানুষের হৃদয়ে জেগে উঠেছেন।

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসের (আরএসএফ) সূচকে এই তথ্য উঠে এসেছে। এবারের সূচকে তিন ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮০ দেশের মধ্যে ১৫২তম। গত বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৯। স্কোরের ভিত্তিতে দেশগুলোকে 'ভালো' থেকে 'খুবই গুরুতর' শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশ এবার 'খুবই গুরুতর' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরএসএফের সূচকে একটি দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নির্ধারণে পাঁচটি সূচকজ্ঞানৈতিক প্রেক্ষাপট, আইনি কাঠামো, অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক গতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষণ করা হয়। তবে এবারের সূচকে পাকিস্তানের চেয়ে এক ধাপ এবং ভারতের চেয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে আছে বাংলাদেশ; যদিও প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে। নেপাল বাংলাদেশের চেয়ে ৬৫ ধাপ এগিয়ে, শ্রীলঙ্কা ১৮ ধাপ ও ভুটান দুই ধাপ এগিয়ে। আরএসএফের মতে,

বিশ্বে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন



২০০২ সালে সূচক চালু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এত নাজুক পরিস্থিতি দেখা গেছে। মাত্র সাতটি দেশ, যার বেশির ভাগই নরডিক অঞ্চলভুক্ত, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। শীর্ষ তিনে রয়েছে নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস ও এস্টোনিয়া। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রান্স এই সূচকে ২৫তম স্থানে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ৬৪তম স্থানে নেমে গেছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়কালে দেশটি সূচকে সাত ধাপ পিছিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। আরএসএফ অভিযোগ

করে, ট্রাম্প প্রশাসন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণকে নীতিগত অবস্থানে পরিণত করেছে। এতে সাংবাদিক গ্রেপ্তার, নির্বাসন এবং সরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগের ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, লাতিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে সাংবাদিকদের জন্য পরিস্থিতি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে রাশিয়া (১৭২তম) ও ইরান (১৭৭তম) বিশ্বের সবচেয়ে নিচের দিকের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে। প্রতিবেদনে গাজা যুদ্ধকে সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতার বড় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরএসএফ দাবি করেছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ২২০ জনেরও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, যাদের অনেকেই কর্মরত অবস্থায় মারা যান। আরএসএফ আরো জানিয়েছে, বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ দেশ সাংবাদিকদের কোনো না কোনোভাবে অপরাধমূলক আইনের আওতায় আনছে। এর মধ্যে ভারত, মিসর, তুরস্ক, জর্জিয়া ও হংকংয়ের মতো দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র : আল জাজিরা

মর্টগেজ

নিয়ে আপনি কি বাড়ি কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Direct Lender

আমরা ফি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম

★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ি কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন প্রেমেন্ট

★ যারা হোম কেয়ারের কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল

- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ফাস্ট ক্লোজি

- ইনভেস্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

📍 139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

RED COW MILK IS BETTER

COW GUARAN

START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH

NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE

RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate

RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE

RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE

RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER

PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED

PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.

RED COW MILK IS THE BEST.

Why is RED COW milk the BEST?

1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers. 3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.

100% PURE & NATURAL BUTTER

100% PURE & NATURAL MILK

SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE

Everyday COW GHEE

100% PURE & NATURAL COW GHEE

RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS

Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882

WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR & YOU WILL KNOW WHY.

100% PURE & NATURAL CANE SUGAR



এশিয়ান ট্রেইলব্লেজার্স তালিকায় জেমি কাজী ও এরাম হানিফ

(শেষ পাতার পর)

ও এরাম হানিফ। “নিউইয়র্ক সিটি এবং নিউইয়র্ক স্টেটের বার্ষিক এশিয়ান ট্রেইলব্লেজার্স উচ্চ পর্যায়ের এশিয়ান আমেরিকান কমিউনিটির শীর্ষ ৫০ জনকে নির্বাচন করেছে, যারা নিউইয়র্কে উদীয়মান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এ তালিকায় তারাই অন্তর্ভুক্ত, যারা পর্দার আড়ালে থেকে রাজনৈতিক পরামর্শ দান করেন এবং নীতি কুশলী হিসেবে কাজ করেন। তারা নিউইয়র্কের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করছেন এবং যারা এশিয়ান আমেরিকান কমিউনিটির এবং সকল নিউইয়র্কবাসীর দৈনন্দিন জীবন উন্নত করার কাজে নিয়োজিত আছেন, তাদের সহায়তা দান করছেন। দুই নির্বাচিত বাংলাদেশি-আমেরিকানের মধ্যে জেমি কাজী 32BJ SEIU এর স্টেট এন্ড ফেডারেল কোঅর্ডিনেটর। গতবছর 32BJ SEIU-তে যোগ দেওয়ার আগে জেমি কাজী নিউইয়র্কের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার সাথে কাজ করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামসের আইন প্রণয়ন সমন্বয়কারী ছিলেন, স্টেট অ্যাসেম্বলি ডেভিড ওয়েথ্রিন এবং ক্যাটালিনা ক্রুজের আইন প্রণয়ন পরিচালক ছিলেন এবং কুইন্সে একটি স্টেট কমিটির

সদস্য ছিলেন। ক্যাটালিনা ক্রুজের সাথে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি “ওয়েজ থেফট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট” এবং “ক্রিন স্ট্রেট অ্যাক্ট” এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন। জেমি কাজী বর্তমানে 32BJ SEIU-এর অনেক এনডোর্সমেন্ট এর তদারকি করছেন, যার মধ্যে অ্যাসেম্বলিওম্যান ডায়ানা মোরেনোর জন্য এনডোর্সমেন্ট এবং স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোসের বিরুদ্ধে অ্যাসেম্বলিওম্যান জেসিকা গনজালেস-রোজাসের চ্যালেঞ্জের এনডোর্সমেন্টও অন্তর্ভুক্ত। এরাম হানিফ ‘আপনা কমিউনিটি সার্ভিসেস’ নামে একটি নন-প্রফিট প্রতিষ্ঠানের সিইও। তার প্রতিষ্ঠান গত দুই দশক ধরে ব্রুকলিনের দক্ষিণাঞ্চলে স্বল্প আয়সম্পন্ন ইমিগ্রান্টদের সহায়তা দিচ্ছে। প্রথমে তিনি একটি অ্যাডাল্ট ডে-কেয়ার সার্ভিসে ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। কমিউনিটিতে আরো সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তিনি ২০১৭ সালে ‘আপনা কমিউনিটি সার্ভিসেস’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরাম হানিফ ইতিপূর্বে আমেরিকান কাউন্সিল ফর মাইনরিটি ওম্যান, নিউ আমেরিকান লিডার্স এবং ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ নিউইয়র্কের সাথে কাজ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে কোরআন হিফজে শিশুদের অংশগ্রহণ বাড়ছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : আধুনিক ও দ্রুতগতির মার্কিন সমাজে ধর্মীয় স্বকীয়তা ও নৈতিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে বর্তমানে দেশটির ৩৫ লক্ষাধিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্তানদের পবিত্র কোরআনের হাফেজ বানানোর প্রবণতা বেড়েছে। টেক্সাস ও মিনেসোটাসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের ইসলামিক স্কুল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর সহায়তায় নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই হিফজ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিকূল পরিবেশে পরবর্তী প্রজন্মের ইম্যানি চেতনা ও সুশৃঙ্খল জীবন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই অভিভাবকরা এই বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা এখন প্রায় ৩৫ লক্ষাধিক। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অভিভাবকরা মনে করছেন, বহুজাতিক ও বহু সাংস্কৃতিক পরিবেশে সন্তানদের বড় করার ক্ষেত্রে কোরআনের শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। কোরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে শিশুরা শৈশব থেকেই তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে পারছে, যা তাদের প্রতিদিনের জীবনে নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। অনেক পরিবারই এখন কোরআন শিক্ষা বা হিফজকে তাদের সন্তানদের জন্য অপরিহার্য মনে করেন। দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে, বিশেষ করে টেক্সাসে এখন এমন অনেক ইসলামিক স্কুল গড়ে উঠেছে, যেখানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি হিফজের জন্য সুশৃঙ্খল পাঠ্যক্রম রয়েছে। গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজির মতো বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের মুখস্থ, তাজবিদ সংশোধন ও নিয়মিত রিভিশন সেশনে অংশ নেয়। মিনেসোটার মতো এলাকায় জাতীয় পর্যায়ে কোরআন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের সাফল্য এই আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে কোরআন আয়ত্ত করতে পারছে। এই পরিবর্তনের পেছনে অনলাইন শিক্ষার বড় ভূমিকা রয়েছে। অনেক পরিবার এখন মসজিদের কাছাকাছি না থাকলেও বাসায় বসে যোগ্য শিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

নিউট্রন গবেষণায় বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পুরস্কার জিতলেন সামিন নূর

বাংলাদেশ ডেস্ক : চট্টগ্রামের এক তরুণ গবেষক যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। নিউট্রন ইমেজিং গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মোহাম্মদ সামিন নূর চৌধুরী অর্জন করেছেন ২০২৬ সালের ‘উৎকৃষ্ট শিক্ষার্থী গবেষণা পুরস্কার’, যা প্রদান করছে নিউট্রন স্ক্যাটারিং সোসাইটি অব আমেরিকা। বর্তমানে পারডু বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ডক্টরাল গবেষণায় নিয়োজিত সামিন নূরের এই অর্জন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়— প্রবাসে বাংলাদেশের মেধা ও সম্ভাবনার এক শক্তিশালী স্বাক্ষর। পরিবার সূত্রে জানা যায়, হাইপারস্পেক্ট্রাল নিউট্রন টোমোগ্রাফি (নিউট্রন সিটি) প্রযুক্তিকে দ্রুততর পরিসংখ্যানভিত্তিক অ্যালগরিদম এবং ত্রিমাত্রিক স্টেইন ম্যাপিংয়ের নতুন পদ্ধতি। এর ফলে নিউট্রনভিত্তিক স্ক্যান থেকে আরো সূক্ষ্ম, নির্ভুল এবং বিশদ চিত্র পাওয়া সম্ভব হচ্ছে— যা পদার্থের অভ্যন্তরীণ গঠন ও চাপজনিত আচরণ বিশ্লেষণে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিউট্রন ইমেজিং এমন এক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে বস্তুর ভেতরের গঠন এমনভাবে দেখা যায়, যা প্রচলিত ইমেজিং পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে সামিন নূরের কাজ প্রযুক্তিকে আরো দ্রুত, কার্যকর ও নির্ভুল করে তুলেছে— যা

উন্নত উৎপাদন, প্রকৌশল এবং পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। নিজের প্রতিক্রিয়ায় সামিন নূর বলেন, এই স্বীকৃতি তার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি এমন একটি গবেষণাকে সম্মানিত করেছে, যার বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে। তিনি তার উপদেষ্টা চার্লস বোম্যান, হ্রেগরি বাজার্ড এবং ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয় আমেরিকার কনফারেন্স অন নিউট্রন স্ক্যাটারিং ২০২৬-এর অংশ হিসেবে, যা আগামী ১২ থেকে ১৬ জুলাই ডেউয়েটে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার গ্রহণ করবেন সামিন নূর এবং একটি বক্তব্যও রাখবেন। পুরস্কার হিসেবে তিনি পাবেন ১,০০০ মার্কিন ডলার, একটি

স্মারক ফলক এবং সমপরিমাণ ভ্রমণ অনুদান। তিনি চট্টগ্রামের এই কৃতী সন্তান। তার বাবা ডা. মো. নুরুল আমিন চৌধুরী একজন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মা তাহমিনা পারভিন। শিক্ষাজীবনে তিনি ইম্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি, চিটাগাং কলেজ থেকে এইচএসসি এবং পরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তার এই অর্জন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়— বাংলাদেশের তরুণ গবেষকদের জন্য এক অনুপ্রেরণার গল্প, যা দেখায়, মেধা ও অধ্যবসায় থাকলে বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নেয়া সম্ভব।



WWW.MOINLAW.COM



LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

**এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেস্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ**

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং

ক্রায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি • IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.



অঙ্গন পার্টি হল

জ্যামাইকায় ৬ হাজার স্কয়ার ফিটের
সুবিশাল পার্টি সেন্টার



ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street (CF2)
Jamaica NY 11432



- বিয়ে
- জন্মদিন
- আকিকা
- বেবি সাওয়ার
- বিবাহ বার্ষিকী
- সভা-সেমিনার



এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়

যোগাযোগ



347-440-2317



কালেকটিভ একাডেমি

টিউটোরিং মেন্টার

স্টুডেন্টদের একাডেমিক সাফল্যের জন্য আমাদের খুবই দক্ষ ও মেধাবী সার্টিফাইড শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন।

যোগাযোগ

40-04 73rd Street
Roosevelt Avenue
Jackson Heights
NY 11377

718-200-6084

৫০%
ডিসকাউন্ট

3rd থেকে 12th গ্রেড
স্টুডেন্টদের টিউটোরিং

(ইংলিশ, ম্যাথ, সাইন্স, সোশ্যাল স্টাডিস)

- হোমওয়ার্ক হেল্প
- স্টেট টেস্ট প্রেপ
- রিজেন্ট প্রেপ
- এসএইচএসএটি (SHSAT) প্রেপ
- এসএটি (SAT) প্রেপ

আমরাই সেরা

- আইভি লিগ ও স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির সর্বোচ্চ সাফল্যের রেকর্ড
- ওয়ান-অন-ওয়ান এটেনশন
- সর্বনিম্ন খরচে পড়ানো হয়

শিক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য
গভর্নমেন্ট এওয়ার্ডস প্রাপ্ত



মোহাম্মদ রহমান (রাফি)

পরিচালক, কালেকটিভ একাডেমি

হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি ও

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির রিসার্চার

718-200-6084

ডা. এম শমশের আলী : শ্বাসকষ্টের রোগীরা প্রায়ই একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন, উনি কোন ধরনের চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণ করবেন, বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ না হার্ট স্পেশালিস্ট। সাধারণভাবে চিন্তা করলে এটাই সঠিক মনে হয় যে, শ্বাসকষ্ট যেহেতু ফুসফুসের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাই বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলেই ভালো হবে। তবে একথা সত্য, সাধারণভাবে যেসব শ্বাসকষ্ট হয় তার বেশির ভাগই হার্টের অসুস্থতার জন্য হয়ে থাকে এবং বাচ্চাদের বেলায় এবং শেষ বয়সে ফুসফুসের সমস্যা বেশি দেখা যায়। আমরা প্রায় সবাই গরু-ছাগলের ফেপরা বা ফুসফুস দেখেছি এক একটি স্পঞ্জের মতো বস্তু, যার মধ্যে অনেক ফাঁপা অংশ থাকে এর একটি কিন্তু চুপসে যায় না যদি সিদ্ধ বা রান্নাও করা হয় তবুও কিন্তু ফেপরা চুপসে যায় না, এর প্রধান কারণ হলো ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুভর্তি ছোট ছোট বেলুনের মতো জায়গা থাকে, এদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এলভিওলি বলা হয়। মানুষ শ্বাসকার্যের মাধ্যমে যখন বাতাস গ্রহণ করে তখন এসব বেলুন স্ফীত হয় বা বড় আকার ধারণ করে মানে, এতে বেশি পরিমাণ বাতাস ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু একইভাবে যখন মানুষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বা বাতাস বের করে দেয় তখন বেলুনগুলো থেকে বাতাস বেরিয়ে যায়। ফলে বেলুনের আকার ছোট হয়ে যায়। এলভিওলিগুলোতে বাতাস ঢোকা এবং বের হওয়ার জন্য একটি নালি থাকে যার মাধ্যমে প্রতিবার নিঃশ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সময় বাতাস আসা যাওয়া করে এই বায়ু নালিগুলো একটি আর একটির সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হতে হতে এক সময় একটি বড় শ্বাসনালিতে পরিণত হয়, যাকে আমরা গলার সামনের অংশে শ্বাসনালি হিসাবে চিনে থাকি। এলভিওলিগুলোর বাইরের দিকে এবং এর দেয়ালে প্রচুর পরিমাণ রক্তনালি বিদ্যমান থাকে এতবেশি রক্তনালি দ্বারা এলভিওলি আরও থেকে থাকে আমরা বলতে পারি যে, এলভিওলি রক্তের সাগরে ডুবে আছে।

এইসব এলভিওলির মাধ্যমে রক্ত থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস বেলুনের (এলভিওলির) বাতাসে প্রবেশ করে শরীর থেকে দূষিত গ্যাস শ্বাসকার্যের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। অপর দিকে বেলুনের বাতাসে থাকা অক্সিজেন রক্তে মিশে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বাতাস থেকে রক্তের মাধ্যমে শ্বাস শরীরে সরবরাহ হয়ে থাকে মানব দেহে ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে রক্ত কিন্তু সদাসর্বদাই চলমান থাকে এবং একটি হার্ট দ্বারা প্রতিনিয়ত রক্ত পাম্পের মাধ্যমে করে থাকে, মজার ব্যাপার হলো যেহেতু ফুসফুস একটি আবদ্ধ জায়গার মধ্যে বাতাস থাকে এবং রক্তের সাগর থাকে তাই প্রায়ই ফুসফুসের জায়গা দখলের জন্য রক্ত এবং বাতাসের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। শ্বাসকার্য সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য ফুসফুসে রক্ত এবং বাতাস একটা অনুপাত রক্ষা করে চলে। যদি কোনো



শ্বাসকষ্ট : ফুসফুসের না হার্টের সমস্যা

কারণে এই অনুপাত নষ্ট হয়ে যায় মানে যদি বাতাস বেশি এবং রক্ত কমে যায় অথবা রক্ত বেশি এবং বাতাস কমে যায় তবে শ্বাসকার্য ব্যাহত হবে এবং ব্যক্তি শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হবে। ফুসফুসে বাতাস কিন্তু একই নালি দিয়ে আশা যাওয়া করে থাকে অপর দিকে রক্ত এর পাশ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং অন্য পাশ দিয়ে ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায়।

এখানে হার্টের ডান পাশ সারা শরীর থেকে দূষিত রক্ত সংগ্রহ করে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে প্রেরণ করে এবং ফুসফুসে পরিশোধিত রক্ত হার্টের বাম পাশের মাধ্যমে সারা শরীরে সরবরাহ করে থাকে। ফুসফুসের যেসব সমস্যার জন্য শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফুসফুসে বায়ুনালি চেপে যাওয়া। যার ফলে ফুসফুসে বায়ু চলাচল ব্যাহত হয়, যাকে আমরা সাধারণভাবে অ্যাজমা বলে থাকি। যা অনেক সময়ই বংশগত প্রবণতা থেকে হয়ে থাকে। ব্যক্তি প্রায় সময়ই ছোটবেলা থেকেই এ ধরনের শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকেন। এলাজির কারণে বা জীবাণু সংক্রমণের জন্য অ্যাজমার শ্বাসকষ্ট মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সালবিউটামল বা অনুরূপ অন্যান্য ওষুধ মুখে খেলে বা ইনহেলারের মাধ্যমে গ্রহণ করলে বায়ুনালি প্রসারিত হয়ে শ্বাসকষ্ট কমে যায়।

ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ও সিওপিডিতে আক্রান্ত ব্যক্তি শ্বাস ও বায়ুনালিতে প্রদাহ হওয়ার জন্য ফুসফুসে বায়ু চলাচল ব্যাহত হয়ে, শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়ে থাকে এক্ষেত্রেও জী-বাণুর সংক্রমণ অসুস্থতার মাত্রা বৃদ্ধি করে শ্বাসকষ্ট তীব্র আকার ধারণ করতে পারে এ ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রিবায়েটিক এবং সালবিউটামল জাতীয় ওষুধ বেশ কার্যকরী। অনেক সময় ফুসফুসে জীবাণু সংক্রমণের জন্য এলভিওলিতে পুঁজ জাতীয় জমা হয়ে এলভিওলি ভর্তি হয়ে যায় এবং বাতাস প্রবেশ করতে না পারায় কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। জীবাণু সংক্রমণের জন্য কাশি ও জ্বর হয়ে থাকে এবং ফুসফুসের গ্যাস অদল বদল হতে না পারায় শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, এই অসুস্থতাকে নিউমোনিয়া বলা হয়। শিশু ও বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। উপরে উল্লেখিত অসুস্থতাগুলো যেহেতু জীবাণু সংক্রমণের মাধ্যমে ঘটে থাকে তাই কাশি এবং জ্বর প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে। হার্টে যেহেতু তার মাংসপেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত পাম্প করে শরীরের প্রতিটি কোনায় রক্ত প্রবাহ (সরবরাহ) নিশ্চিত করে, তাই হার্টের যে কোনো ধরনের অসুস্থতা রক্ত সরবরাহের সমস্যা দেখা দেয়। হার্টে ভল্ভের সমস্যা হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফুসফুসে রক্ত সরবরাহ

কমে যাওয়ায় শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় আর কোনো ক্ষেত্রে ফুসফুসে অধিক রক্ত সরবরাহের ফলে ফুসফুসের বায়ু-প্রবাহ কমে গিয়ে শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়ে থাকে। পূর্বে আলোচনা করেছি, রক্ত এবং বাতাসের মধ্যে সব সময় একটা প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ছোট বাচ্চাদের বেলায় যাদের হার্টে জন্মগত সমস্যা থাকে তাদেরও ফুসফুসে রক্ত সরবরাহ কখনো প্রয়োজনের চেয়ে কম এবং কখনো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হওয়ায় দুই ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যেসব ব্যক্তির হার্ট দুর্বল হতে হতে এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, হার্ট প্রয়োজনীয় পরিমাণ রক্ত পাম্প করতে অপারগ হয়ে পড়ে ফলশ্রুতিতে হার্ট পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত পাম্পের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রেরণ করতে না পারায় ফুসফুসে রক্ত সরবরাহ কমে যায়। যার ফলে সারা শরীরে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হতে থাকে। এ অবস্থায়ও রোগী সারাক্ষণ শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকে।

যারা উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেসারে ভুগছেন তাদের হার্ট বাম পাশে ঠিকমতো কাজ না করতে পারায় ফুসফুস থেকে রক্ত অল্প মাত্রায় বেড় হয়ে হার্টে বাম পাশে প্রবেশ করায় ফুসফুসে অধিক পরিমাণে রক্ত জমা হতে থাকে ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে প্রাণঘাতী রোগ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা হার্টের রক্তনালিতে ব্লক হওয়ার ফলে হার্টের পাম্পিং পাওয়ার কমে যায় বিশেষ করে বাম পাশে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই হার্টের ডান পাশের পাম্পিং পাওয়ার ঠিক থাকে। এই কারণে ফুসফুসে রক্ত প্রবেশ ঠিক থাকে কিন্তু বাম পাশে কার্যকারিতা কমে যাওয়ায় রক্ত অধিক পরিমাণে জমা হয়ে শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। হার্ট ব্লকের রোগীরা যখন বিশ্রামে থাকেন, তখন সাধারণত শ্বাসকষ্ট থাকে না কিন্তু রোগী যখনই কোনো কাজ যেমন হাঁটাইটি সিঁড়িতে উপরে উঠা ও শক্তি প্রয়োগের কোনো কাজ করতে যান তখনই শরীরে অক্সিজেনের প্রয়োজন বেশি হয় এবং রোগী বুকব্যথা, বুকচেপে আসা, শরীরে ঘাম সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন এবং রোগী বিশ্রাম গ্রহণ করলে শরীরে অক্সিজেন চাহিদা কমে যায় এবং তার সঙ্গে শারীরিক অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি কষ্ট ও দ্রুতভূত হয়ে যায়। পরিশেষে এটা বলা যায়, ফুসফুসজনিত কারণে বাচ্চা এবং বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তির বেশির ভাগ সময় শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন এর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সময়ই জ্বর-কাশি বিদ্যমান থাকে। হার্টজনিত কারণে সাধারণত মাঝবয়সী ব্যক্তি ও প্রবীণরা শ্বাসকষ্টে বেশি আক্রান্ত হন এবং তাদের জ্বর থাকে না খুব বেশি, কাশিতেও আক্রান্ত হতে দেখা যায় না কারও কারও শুকনা কাশি থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই হার্টজনিত শ্বাসকষ্ট পরিশ্রমকালীন দেখা দেয় এবং বিশ্রাম গ্রহণে নিবারণ হয়ে যায়।

লেখক : চিফ কনসালটেন্ট শমশের হার্ট কেয়ার, শ্যামলী, ঢাকা।

বাংলাদেশ ডেস্ক : শরীরে অতিরিক্ত ওজন থাকলেই বিপদ! এতে দেহে বাসা বাঁধতে পারে বিভিন্ন ধরনের জটিল ও কঠিন রোগ। দেহে চেপে বসতে পারে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল ও হাইপ্রেশারের মতো নীরব ভয়াবহ অসুখ। শরীরে অতিরিক্ত ওজন থাকার কারণে আশঙ্কা বাড়ছে ক্যানসারেও। তাই যেভাবেই হোক অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। কিন্তু বললেই তো আর ওজন কমবে না। আপনাকে মসলাদার সব খাবার পরিহার করতে হবে। খেতে হবে ঘরে তৈরি খাবার। আর আপনার ডায়েটে জায়গা দিন ফুলকপি, পালংশাক, বাঁধাকপি, ব্রকলি ও শিম। এতেই মিলবে অতিরিক্ত ওজন কমানোর ওষুধ।

ফুলকপি : জনপ্রিয় শীতকালীন পুষ্টিকর সবজি ফুলকপিতে পানি থাকে ৮৫ শতাংশ, অল্প পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন থাকে। কম ক্যালোরির এই সবজিতে ভিটামিন-এ, সি ও ক্যালসিয়াম, মিনারেল, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অন্য ফাইটোকেমিক্যালও থাকে। এর অন্যতম গুণ হলো অতিরিক্ত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা। যারা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছেন, তারা নিয়মিত খাবার তালিকায় ফুলকপি রাখতে পারেন। এ সবজি আপনার শরীরের বাড়তি মেদ কমিয়ে শরীরকে সুন্দর গঠনে আনতে সাহায্য করবে।

পালংশাক : পুষ্টিগুণে ভরপুর এই শাক। এই শাককে সুপারফুড বলা হয়। পালংশাক পর্যাপ্ত আয়রন ও ক্লোরোফিলসমৃদ্ধ, এই শাক পেটের চর্বি দ্রুত কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অস্ত্রের

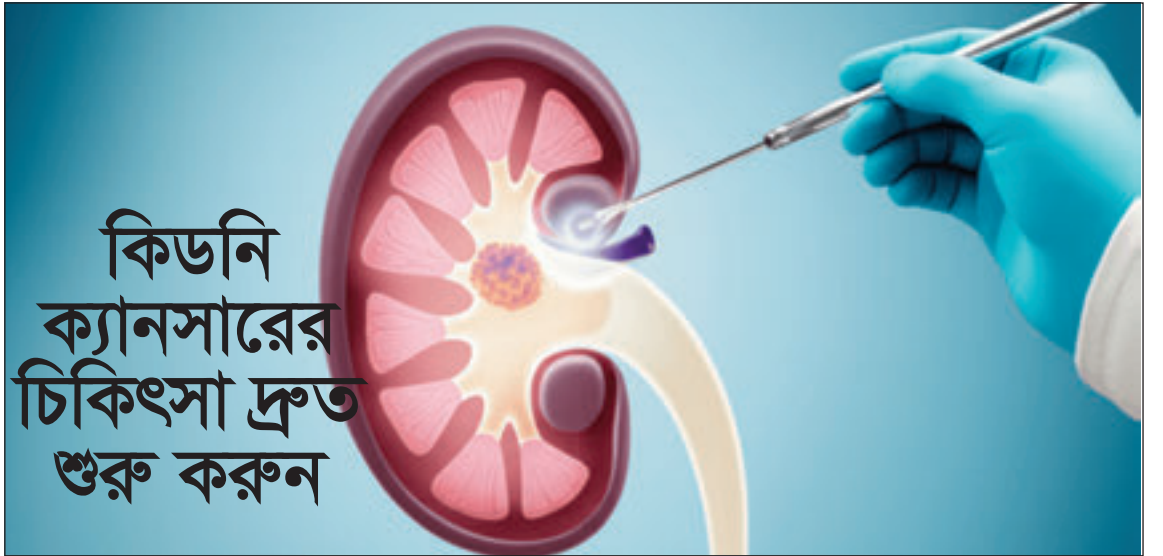
ভেতর জমে থাকা মল সহজে বের করে দিতে সহায়তা করে। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ক্যানসার প্রতিরোধী। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীদের জন্য খুব উপকারী এই শাক।

বাঁধাকপি : শীতকালীন এই সবজির প্রতি ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে রয়েছে ১ দশমিক ৩ গ্রাম প্রোটিন, ৪ দশমিক ৭ গ্রাম শর্করা, শূন্য দশমিক ৬ মিলিগ্রাম

ভিটামিন-সি, শূন্য দশমিক শূন্য ৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন-বি। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম শূন্য দশমিক ৮ মিলিগ্রাম, লৌহ ৬০০ মাইক্রোগ্রাম, ক্যারোটিন ও ২৬ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি থাকে। পুষ্টি চাহিদা পূরণে ও অতিরিক্ত ওজন কমাতে এ সবজি নিয়মিত খাবার তালিকায় রাখতে পারেন।

ব্রকলি : ব্রকলিতে থাকা খনিজ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও পুষ্টির বৈশিষ্ট্যের জন্য একে ক্যানসারবিরোধী অন্যতম শক্তিশালী খাদ্য বলা যেতে পারে। এতে থাকা গ্লুকোরাফানিন বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের টিস্যু মেরামত করে এবং ত্বক উন্নত করে। এতে থাকা পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ভালো। এতে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার আছে, যা শরীর থেকে কোলেস্টেরল বের করে দেয়। এটি একটি প্রাকৃতিক ডেটক্স, যা পেট ও পাচনতন্ত্র পরিষ্কার রাখে এবং অতিরিক্ত ওজন কমাতে সহায়তা করে।

শিম : শিমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত স্টার্চ, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও উজ্জ্বল প্রোটিন। রক্তে চিনির মাত্রা কমাতে ও অস্ত্র পরিষ্কারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ওজন কমাতে সহায়তা করে এ সবজি।



অধ্যাপক ডা. মো. সেতাবুর রহমান : কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তা শামস রুমি। সবসময় হাসিখুশী, আনন্দে থাকেন। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে তার আত্মবিশ্বাস ব্যাপক। অফিসের বার্ষিক হেলথ চেকআপে হঠাৎ করেই ধরা পড়ল কিডনির ক্যানসার। একটি কিডনি বাদ দিয়ে আপাতত স্বাভাবিক আছেন। চিকিৎসকরা বলেছেন, আর কিছু দিন পরে ধরা পড়লে একটা বড়সড় অঘটন ঘটে যেতে পারত! মূলত কিডনি ক্যানসার বলতে বোঝায়, কিডনি কোষের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া। প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত রেনাল টিউবিউলে স্ট্র রেনাল সেল কার্সিনোমা নামক এক ধরনের কিডনির ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। সার্জারির মাধ্যমে এ রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। রেডিয়েশন থেরাপি ও কেমোথেরাপির মাধ্যমে রেনাল সেল কার্সিনোমার চিকিৎসা সম্ভব নয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে ইমিউনো থেরাপি কাজ করতে পারে। বংশে কিডনির ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতি, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, অতিরিক্ত ওজন ও

ডায়ালিসিসযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ কিডনির ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। শিশুরা সাধারণত উইলমা টিউমার নামক এক ধরনের কিডনির ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। রেনাল সেল কার্সিনোমার কারণ স্পষ্ট নয়। তবে কিছু কিডনির কোষের ডিএনএ (উঘঅ)-তে রূপান্তর (মিউটেশন) ঘটলে কিডনির ক্যানসার হয়ে থাকে। এ মিউটেশন কোষগুলো দ্রুত বৃদ্ধি ও বিভক্ত হওয়ার জন্য সংকেত প্রদান করে। এ অস্বাভাবিক কোষগুলো টিউমারের সৃষ্টি করে, যা কিডনির বাইরেও প্রসারিত হতে পারে। এটির মধ্যে কিছু কোষ বিস্তৃত হয় এবং শরীরের দূরবর্তী অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ রোগে আক্রান্তের মধ্যে কিডনি ফুলে যাওয়া, প্রস্রাব আটকে যাওয়া, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া, প্রস্টেটের বিভিন্ন সমস্যা, রাতে অতিরিক্ত প্রস্রাব আসা, বারবার প্রস্রাব আসা, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, গলা দিয়ে তরল পদার্থ নির্গত হওয়া, কুঁচকি ফুলে যাওয়া, মল দেখতে অস্বাভাবিক লাগা, বিছানায় প্রস্রাব করা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

এ রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের পাশাপাশি রোগ নির্ণয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনে অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে। কিডনির ক্যানসারের ক্ষেত্রে বেশ ঝুঁকির ব্যাপার রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো হলো- বয়স বাড়লে কিডনি ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। অধূমপায়ীরা তুলনায় ধূমপায়ীরা কিডনি ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। শরীরের ওজন অতিরিক্ত হলে কিডনির ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেশ বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপ কিডনির ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়া কিডনি ফেইলিউরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ডায়ালিসিস করা হলেও কিডনির ক্যানসার হতে পারে। বংশগতভাবে পরিবারের কারও ক্যানসারের ইতিহাস থেকে অন্যদের ক্ষেত্রে কিডনির ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাই ক্যানসার হওয়ার মতো লক্ষণ থাকলে শুরুতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন এবং উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ ও ভালো থাকুন।



ছেলেকে ড্রাম শেখাচ্ছেন জেমস, ভাইরাল ভিডিও

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে নগরবাউল জেমসের একটি পারিবারিক মুহূর্তের ভিডিও। সেখানে দেখা যায়, ছোট্ট পুত্রসন্তান জিবরান আনামকে ড্রামস বাজানোর খুঁটিনাটি শেখাচ্ছেন তিনি। ভিডিওটি প্র্যাকটিস প্যাডে ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সেখানে নগরবাউল জেমস ছেলেকে ড্রাম স্টিক ধরার সঠিক পদ্ধতি ও ড্রাম বাজানোর মৌলিক কৌশল দেখাচ্ছেন। অগ্রহ নিয়ে বাবার শেখানো বিষয়গুলো অনুসরণ করছে ছোট্ট জিবরানও। ড্রামসকে যেন খেলনার মতোই উপভোগ করতে দেখা যায় তাকে। ভিডিওটি প্রকাশের পর থেকেই নেটদুনিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই মন্তব্য করছেন, “এ যেন রক্তের টান”, কেউ লিখেছেন, “রকের উত্তরাধিকার যেন আগেই তৈরি হয়ে গেছে।” আবার কেউ কেউ বলেছেন, “রকস্টারের ছেলে বলেই ড্রামস তার কাছে খেলনার মতো।” উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ অক্টোবর গণমাধ্যমে বিয়ে ও বাবা হওয়ার খবর প্রকাশ করেন জেমস। সে সময় তিনি জানান, বাবা হওয়ার অনুভূতি তার কাছে অসাধারণ এবং সুস্থ সন্তান পাওয়ায় তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। ২০২৪ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নামিয়া আমিনকে বিয়ে করেন জেমস। পরবর্তীতে নামিয়ার নামের সঙ্গে “আনাম” যুক্ত করা হয়। ২০২৫ সালের ৮ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের হান্টিংটন হাসপাতালে তাদের ঘর আলো করে আসে পুত্রসন্তান জিবরান আনাম।

আবারও এক হচ্ছেন টম ক্রুজ-নিকোল কিডম্যান!

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের একসময়ের সবচেয়ে আলোচিত দম্পতি টম ক্রুজ এবং নিকোল কিডম্যান দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় পর আবারও একে অপরের সংস্পর্শে এসেছেন। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রেক্ষাপটে তাদের মধ্যে পুনরায় যোগাযোগ শুরু হওয়ার খবরটি বিশ্বজুড়ে বিনোদনপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, টম ও নিকোলের এই নতুন করে কাছাকাছি আসার পেছনে রয়েছে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দম্পতি রব রেইনার ও মিশেল রেইনারের মর্মান্তিক মৃত্যু। ২০২৫ সালের শেষভাগে রেইনার দম্পতির মৃত্যু হলিউড পাড়ায় শোকের ছায়া ফেলেছিল। এই শোকের সময় টম ক্রুজ নিকোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দুজনে তাদের স্মৃতিচারণ ও একে অপরের প্রতি সমবেদনা জানান। সূত্র মতে, শোকাভূত এই পরিস্থিতি তাদের মধ্যকার পুরনো তিক্ততা দূর করতে সহায়তা করেছে। দীর্ঘদিনের দূরত্ব ঘুচিয়ে তারা এখন নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং বর্তমান কঠিন সময়ে একে অপরের মানসিক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। টম ক্রুজ (৬৩) এবং নিকোল কিডম্যান (৫৮) ১৯৯০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিবাহিত ছিলেন। এই দম্পতির দুই সন্তান ইসাবেলা এবং কনর-এর ইচ্ছা তাদের বাবা-মাকে আবার এক টেবিলে দেখা। একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, সন্তানরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাবা-মাকে একসঙ্গে দেখার অপেক্ষায় ছিল। নিকোল এবং টম দুজনেই এখন সন্তানদের এই ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করছেন।



সুস্থ জীবনে ফিরতে মরিয়া ব্রিটনি

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ তিন সপ্তাহের চিকিৎসা শেষে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র (রিহাব) থেকে ছাড়া পেয়েছেন পপ কুইন ব্রিটনি স্পিয়ার্স। সম্প্রতি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগ এবং নানা ব্যক্তিগত টানা পোড়েনের পর ৪৪ বছর বয়সী এই তারকা এখন সুস্থ জীবনে ফিরতে মরিয়া বলে জানা গেছে। সূত্রমতে, ৪৪ বছর বয়সী এই গায়িকা বর্তমানে বেশ ‘ইতিবাচক মান-সিকতায়’ রয়েছেন। রিহাব থেকে ফেরার পর তিনি নিজের জীবনকে নতুন করে গুছিয়ে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। গায়িকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, ব্রিটনি এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করছেন এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে তিনি বেশ আশাবাদী। নিয়মিত কাউন্সিলিং সেশনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এ মুহূর্তে ব্রিটনির কাছে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হলো তার দুই সন্তান ডু শন প্রেস্টন এবং জাইডেন জেমস। সাবেক স্বামী কেভিন ফেডারলাইনের সঙ্গে থাকা সন্তানদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা তার মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সন্তানদের কথা চিন্তা করেই তিনি নিজের জীবন-যাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনছেন বলে জানা যায়। আইনি জটিলতা ও ডিইউআই মামলা : চলতি বছরের শুরুর দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার ভেনচুরা কাউন্টিতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছিলেন ব্রিটনি। সেই ঘটনার

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর এপ্রিলের শুরুতে তিনি রিহাবে ভর্তি হন। সোমবার (৪ মে) ভেনচুরা কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্টে এ মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করা হবে এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন : রিহাবে থাকাকালীন ব্রিটনি নিয়মিত ‘অ্যালকোহলিকস অ্যানোনিমাস’ মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন। সেখানে উপস্থিত থাকা ব্যক্তিদের মতে, ব্রিটনি তার জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে সেখানে খোলা মেলা আলাচনী করেছেন, যা তাকে মানসিকভাবে হালকা হতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে তিনি অ্যালকোহল থেকে পুরোপুরি দূরে থাকছেন বলেও জানা গেছে। ঘনিষ্ঠরা মজার ছলে আরও জানিয়েছেন, এখন তার একমাত্র বিলাসিতা হলো ‘ফ্যান্সি কফি’। সন্তানদের পাশে থাকার তীব্র ইচ্ছাই তাকে এ কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলতে সাহায্য করছে। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ : আইনি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তারকা হিসেবে জনসাধারণের বাড়তি নজর থাকলেও ব্রিটনি যদি আদালতের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং সুস্থতার এ ধারা বজায় রাখেন, তবে আইনি জটিলতা কাটিয়ে ওঠা তার জন্য সহজ হবে। বর্তমানে তার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ব্রিটনি পুরোপুরি আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলবেন এবং নিজেকে এগিয়ে নিতে সব ধরনের সহায়তা গ্রহণ করবেন। সূত্র : মার্কী



আরও এক নতুন পরিচয়ে জয়া

বিনোদন ডেস্ক : এবার নতুনভাবে ভক্তদের সামনে হাজির হলেন অভিনেত্রী জয়া আহসান। অভিনয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল দুনিয়ায় নিজের উপস্থিতি আরও জোরালো করতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছেন নিজের ইউটিউব চ্যানেল। ভক্তদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং নিজের সৃজনশীল কাজের অন্দরমহলের গল্প তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন জয়া। তার ভাষ্য অনুযায়ী, পর্দায় যে চরিত্রগুলো দর্শক দেখেন, তার পেছনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি এবং নানা অজানা মুহূর্ত দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্যই এই নতুন প্ল্যাটফর্ম। নতুন এই ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত প্রকাশিত হবে তার অভিনয় জীবনের নেপথ্যের দৃশ্য, শুটিং সেটের অভিজ্ঞতা এবং কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে গল্প। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার কিছু বিশেষ দিকও উঠে আসবে ভিডিওতে, যা এতদিন ভক্তদের কাছে অজানাই ছিল। প্রকৃতিপ্রেমী হিসেবে পরিচিত এই অভিনেত্রী তার ভ্রমণ, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং দৈনন্দিন জীবনের শান্ত মুহূর্তগুলোও তুলে ধরবেন এই চ্যানেলে। জয়া আহসান জানিয়েছেন, অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মতো ইউটিউবেও তিনি ভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন। দর্শকদের ভালোবাসা, মতামত এবং গঠনমূলক মন্তব্য তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি। এসব প্রতিক্রিয়াই তাকে নতুন কনটেন্ট তৈরিতে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে বিশ্বাস তার।



জাহ্নবীর অন্ধকার অধ্যায়



পারেন অভিনেত্রী। মদপানের ফলে তার শরীরে নানা পরিবর্তন আসে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যে অস্বস্তি হতো, তা তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেন। এমনকি তার শরীরের গন্ধও বদলে গিয়েছিল বলে জানান জাহ্নবী কাপুর। অভিনেত্রী বলেন, আমার শরীরের গন্ধে আমি এমন একজনের আভাস পেতাম, যাকে আমি ভালোবাসতাম এবং যে নিজেও মদপানের নেশায় আসক্ত ছিল। সেই গন্ধটাই আমার কাছে একটা সিগন্যাল ছিল যে, দিনটা ভালো যাবে না। জাহ্নবী কাপুর বলেন, সেই চরম বাস্তবতা থেকেই নিজেকে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এরপর টানা দেড় বছর তিনি মদের গ্রাস ছুঁয়েও দেখেননি। বর্তমানে তিনি মদপানের নেশা থেকে মুক্তির বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করছেন। একটি মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। নেশার কবলে না পড়ে নিজের শরীরের কথা শোনা উচিত বলে জানান অভিনেত্রী। জাহ্নবীর অকপট স্বীকারোক্তি ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে তার ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে। গ্ল্যামার জগতের বাইরেও যে তারকাদের লড়তে হয়, জাহ্নবীর কাপুরের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাই তারই প্রমাণ।



মৃত্যুর গুজব, ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রুনা লায়লা

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লাকে ঘিরে হঠাৎ করে সামাজিক মাধ্যমে মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এ খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন স্বয়ং শিল্পী। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন এবং ভারতের দিল্লিতে একটি সম্মাননা অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। গত ৪ মে সন্ধ্যায় দিল্লিতে ‘মিনার-ই-দিল্লি’ পুরস্কার গ্রহণের পরপরই ঘটনার সূত্রপাত হয়। এর কিছুক্ষণ পরই সামাজিক মাধ্যমে তার মৃত্যুর ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে দেশ-বিদেশে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি তৈরি করে। পরবর্তীতে ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে গুজবটি নাকচ করেন রুনা লায়লা। তিনি জানান, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য শেয়ার না করার জন্য ভক্তদের প্রতি অনুরোধ জানান। মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে দিল্লি থেকে সংবাদমাধ্যমে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায়ও তিনি এ গুজব নিয়ে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রুনা লায়লা বলেন, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে পরিচিতজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর খোঁজ নিচ্ছিলেন। এটি একদিকে যেমন বিবর্তকর, তেমনি পরিবারের জন্যও কষ্টদায়ক। তিনি বলেন, এ ধরনের ভুয়া খবর ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো হয়ে থাকতে পারে এবং এর পেছনে সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বহীনভাবে তথ্য ছড়ানো এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ব্যক্তি ও তার পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শেষে ভক্তদের ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান এই সংগীতশিল্পী।



ঈদে পূজা চেরির ‘নাকফুলের কাব্য’

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড অভিনেত্রী পূজা চেরি ও অভিনেতা আদর আজাদ জুটির প্রথম সিনেমা ‘নাকফুলের কাব্য’ ঈদুল আজহায় মুক্তি পেতে যাচ্ছে। দুই বছর আগে শুরু হওয়া এই সিনেমাটি ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বর ছাড়পত্র পেলেও এতদিন মুক্তি পায়নি। আগামী ঈদে এ সিনেমাটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড। যদিও পূজা চেরি ও আদর আজাদ জুটির অভিনীত ‘লিপস্টিক’ ও ‘টগর’ সিনেমা দুটি ইতোমধ্যে মুক্তি পেয়ে দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। অথচ এ তারকা জুটির প্রথম কাজ ছিল ‘নাকফুলের কাব্য’। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে মুক্তির মিছিলে নাম লিখিয়েছে আলোক হাসান পরিচালিত সিনেমা ‘নাকফুলের কাব্য’। সিনেমাটির নাম শুরুতে ‘নাকফুল’ রাখা হলেও সেপ্টেম্বর বোর্ডের আপত্তির কারণে পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘নাকফুলের কাব্য’। এর আগে ‘নাকফুল’ নামে একটি সিনেমা নিবন্ধিত থাকার কারণে তাদের সিনেমার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানায় সেপ্টেম্বর বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

টার্গেট এবার স্থানীয় নির্বাচন

ঢাকা : স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা না এলেও সম্ভাব্য প্রার্থীরা এরই মধ্যে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন। এ নির্বাচন ঘিরে সরকারি দল বিএনপি এবং বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আইন সংশোধন হওয়ায় এবার দলীয় প্রতীকে ভোট না হলেও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতারা এই নির্বাচনে অংশ নেবেন। ফলে বিএনপি, জামায়াত এবং জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় প্রার্থীর অন্যতম শরিক এনসিপির নেতারা নির্বাচনি মাঠে সক্রিয় হয়ে পড়েছেন। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা এবং ইউ-নিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি ঘরানার সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা দলীয় সমর্থন পেতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, অনেকে স্থানেই দলটির একাধিক প্রার্থী মাঠে থাকবেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে তাদের জন্য 'দ্বিতীয় লড়াই' হিসেবে গণ্য করছে। দ্রুত স্থানীয় নির্বাচন দেওয়ার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে তারা। পাশাপাশি এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। এরই মধ্যে সারা দেশের নেতা-কর্মীদের নির্বাচনি প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে জাতীয় সংসদে যেমন বিএন-পির সঙ্গে জামায়াত ও এনসিপির লড়াই হচ্ছে, অনুরূপভাবে স্থানীয় নির্বাচনেও ভোটের মাঠে তাদের লড়াই হতে পারে। জামায়াত ও এন-সিপি চায় সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যন্ত স্থানে স্থানে তাদের প্রতিনিধিকে বিজয়ী করতে। স্থানীয় পর্যায়ের দলের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করে আগামী জাতীয় নির্বাচনের মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তি এখান থেকেই রচনা করতে চায়। জাতীয় নির্বাচনের পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রত্যাশা করছে। এরই মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদে প্রশাসক হিসেবে বিএনপির দলীয় প্রতিনিধি বসানো হলে এ নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি নির্বাচনের আওয়াজ তুলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। কোনো কোনো দল

বিভিন্ন সিটি করপোরেশনের জন্য দলীয় প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছে। তৃণমূল পর্যায়েও কাজ শুরু করেছেন বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৭ এপ্রিল জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও বিএনপি মহা-সচিব মিজা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কে জানতে চান স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। জবাবে মন্ত্রী জানান, এই নির্বাচনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষে দ্রুত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। মাঠে বিএনপির একাধিক প্রার্থী : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর এবার বিএনপির নজর স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। দলটির সম্ভাব্য প্রার্থীরা এলাকায় গণসংযোগ শুরু করেছেন। ঢাকাসহ অন্যান্য সিটি করপোরেশন, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্ভাব্য প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অনেকেই। কেউ কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন। পোস্টার, ফেস্টুন ও ব্যানারে সয়লাব হাট-বাজার, গুরুত্বপূর্ণ সড়কের অলিগলি ও জনসমাগমস্থল। নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরতে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন তারা। ভোটদানের মনোযোগ টানতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও জোর দিচ্ছেন। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি। বিএনপি সূত্র জানায়, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মন্ত্রী মিজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তাদের আলোচনা সাপেক্ষে উপযুক্ত সময় বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী বলেন, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর দলীয় পূর্ণ শক্তি নিয়ে নেতা-কর্মী ভোটের মাঠে নামবে। সরকারের কার্যক্রমের সফলতায় জাতীয় নির্বাচনের সাফল্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও পড়বে বলে মনে করেন বিএনপির এ সিনিয়র নেতা। একক প্রার্থী নিশ্চিত করছে জামায়াত ও এন-সিপি : দলের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কৌশল হিসেবে আপাতত

এককভাবে লড়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াত ইসলামী ও এনসিপি। তবে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই দুই দলের পক্ষ থেকে অধিকাংশ স্থানেই একক প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হতে পারে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নিজস্ব শক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এরই মধ্যে মাঠপর্যায়ে প্রার্থী বাছাইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে দলটি। জামায়াতের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা জানিয়েছেন, চলতি মাসেই প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান এরই মধ্যে সারা দেশের দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্বাচনি প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং দলীয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মাওলানা আবদুল হালিম বলেছেন, আমরা সারা দেশে পুরোদমে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। স্থানীয় পর্যায়ে আমাদের পূর্বপ্রস্তুতি রয়েছে। এখন সেটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে সবখানে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভালো ফল অর্জন করা সম্ভব হয়। জোট প্রসঙ্গে জামায়াত নেতারা জানান, অন্য দলগুলো এরই মধ্যে নিজস্ব প্রার্থীর নাম ঘোষণা শুরু করেছে। তাই জামায়াতও আর জোটের অপেক্ষায় না থেকে এককভাবে মাঠ গোছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র থেকে প্রার্থীদের সবুজ সংকেত দেওয়া হলে পবিত্র ঈদুল আজহার পর থেকেই প্রার্থীরা পুরোদমে প্রচারে নামবেন। তারা বলছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট ৭৭টি আসনে জয়লাভ করেছে। এর মধ্যে এককভাবে জামায়াত পায় ৬৮টি আসন। জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের হার এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করতে চায় দলটি। অন্যতম নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আমরা আমাদের মতো করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। সংশোধিত আইনের আলোকে বিধি পরিবর্তন হবে। সেগুলো নিয়ে ইসির সংশ্লিষ্ট শাখায় কাজ চলছে। সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে যথাসম্ভব সময়ে নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পরবর্তী কমিশন সভায় এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।



ঢাকা দক্ষিণের নগরপিতা হতে চান যারা

ঢাকা : সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গণে চলছে ব্যাপক আলোচনা। এরই মধ্যে জামায়াত ও এনসিপি তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। কেউ কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েও লড়াইয়ে নামে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে এবারের সিটি নির্বাচনে সবার নজর কেন ঢাকা দক্ষিণে এ নিয়েও চলছে নানা গুঞ্জন। পল্টন, মতিবিল, সবুজবাগ, খিলগাঁও, মুগদা, শাহ-জাহানপুর, শ্যামপুর, যাত্রাবাড়ী, ডেরা, কদমতলী, গোভারিয়া, ওয়ারী, রমনা, নিউমার্কেট, শাহবাগ, ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, কলাবাগান, চকবাজার এবং কামরাঙ্গীরচর এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। এই সিটিতে ঘিরে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রার্থীর নাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন: এনসিপির আসিফ মাহমুদ, জামায়াতে ইসলামীর সাদিক কায়ুম এবং ইনকিলাব মফের আব্দুল্লাহ আল জাবের। এ ছাড়াও নারী প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন, মেঘনা আলম ও নীলা ইসরাফিল। গত ২৯ মার্চ দলীয় কার্যালয়ে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশনসহ দেশের পাঁচ সিটির আগামী নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে ঢাকা দক্ষিণে প্রার্থী হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব হুঁইয়ার নাম ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে জামায়াত-এনসিপি নির্বাচন করলেও সিটি করপোরেশন নির্বাচনে তাদের আলাদাভাবে প্রার্থী দিতে দেখা গেছে। গত শুক্রবার (১ মে) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ডাকসুর বর্তমান ভিপি সাদিক কায়ুমকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে গণঅধিকার পরিষদও। এই দল মেয়র প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে আলোচিত জকসুর ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিবকে।

গত শুক্রবার (১ মে) দলটি তার নাম ঘোষণা করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে একেএম রাকিব এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সিটি নির্বাচন করতে চান ইনকিলাব মফের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবেরও। তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি থেকেই নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি নিজেই মেয়র প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন। এ ছাড়াও এই সিটিতে নির্বাচন করবেন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য ইশরাক হোসেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে তিনি এ ঘোষণা দেন। এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামানত বাতিলের পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানিয়েছেন আলোচিত মডেল মেঘনা আলম। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান। ঢাকা দক্ষিণেই নির্বাচন করতে চান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাবেক নেত্রী নীলা ইসরাফিল। মঙ্গলবার (৬ মে) রাতে তিনি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ছবি সংবলিত একটি পোস্টের শেয়ার করে এ ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, সিটি নির্বাচন এলেই আলোচনায় আসে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তরের নাম। তবে এই দুই সিটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় দক্ষিণকে নিয়ে। ২০১১ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু হয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের। প্রথম নির্বাচন হয় ২০১৫ সালে। তখন থেকেই নির্বাচন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। প্রথম নির্বাচনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সজিদ খোকন নির্বাচিত হন। এরপর ২০২০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকেই নির্বাচিত হন শেখ ফজলে নূর তাপস।



আবু হক

(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিস্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া
আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable,
Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরনের ইস্যুরেঙ্গ গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center

আপনাদের সেবায়
এখন জ্যামাইকা এস্টেটে



- * আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
- * ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
- * আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
- * আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
- * আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধূমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
- * সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
- * পালমোনারী ফাংশন টেস্ট, এলার্জি স্ক্রীন টেস্ট ও কনসাল্ট।



Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল হুসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave.)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights

70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি



ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center



Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM

রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432

P: 718-874-0076, F: 718-841-7499

E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com



FAMILY CARE RX PHARMACY



একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- ✚ Metro Plus
- ✚ Fidelis Care
- ✚ Wellcare
- ✚ Health First
- ✚ Affinity
- ✚ Health Plus

- ✚ Hip
- ✚ All Private Insurance
- ✚ Express Scripts
- ✚ Magna Care
- ✚ Optumrx
- ✚ United Health Care



মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

অভিবাসন ব্যয়ে নিঃস্ব বিদেশগামীরা

ঢাকা : বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বি-পুলসংখ্যক নারী-পুরুষ কর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। কিন্তু এই যাত্রা অনেকের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে পরিণত হচ্ছে দুঃস্বপ্নে। অভিযোগ রয়েছে, সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের কয়েকগুণ বেশি অর্থ খরচ করে বিদেশে যেতে হচ্ছে বেশির ভাগ শ্রমিককে। ফলে বিদেশে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেও অনেকে ২ থেকে ৩ বছর সময় নিচ্ছেন শুধু নিজের বিনিয়োগ করা পুঁজি ফেরত তুলতে। এর মধ্যে আবার অনেকেই নানা প্রতারণা ও জটিলতায় পড়ে নিঃস্ব হয়ে দেশে ফিরছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, বিদেশগামী শ্রমিকদের বড় একটি অংশ দালালচক্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে বিদেশে যাচ্ছেন। বিদেশে যাওয়ার পরও তাদের অনেকেই পড়ছেন আকামা বা



ভিসা জটিলতা, নবায়ন সমস্যা, চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন না পাওয়া, এমনকি আইনি ঝামেলার মতো নানা সঙ্কটে। এসব জটিলতা সামাল দিতে না পেরে অনেক শ্রমিক 'কারণে-অকারণে' স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধোঁকা খেয়ে কারাগারেও যাচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, এসব ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনেকেই প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাচ্ছেন না দূতাবাস থেকে, ফলে তাদের কারাগারের ভেতরে মানবের জীবন কাটাতে হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত (দুবাই), জর্ডান ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইউরোপের ইতালিসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমানো কর্মীদের বড় অংশই অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়ের শিকার হচ্ছেন। সংশ্লিষ্টরা বলেন, এই অতিরিক্ত ব্যয়ের পেছনে বড় কারণ হচ্ছে সিভিকিট এবং দালালনির্ভর নিয়োগ প্রক্রিয়া। অভিবাসন খাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা জানান, বিদেশে কর্মী পাঠাতে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সরাসরি সুযোগ সীমিত। ফলে দালালদের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে, যা শেষ পর্যন্ত বাড়তি ব্যয়ের বোঝা চাপাচ্ছে শ্রমিকদের ওপর। এই পরিস্থিতিতে বিদেশে গিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেও অনেকে তাদের

বিনিয়োগের টাকা তুলতে পারছেন না, যা তাদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। ভুক্তভোগী শ্রমিক ও অভিবাসন সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রতিবেশী দেশ নেপাল, শ্রীলঙ্কা কিংবা ফিলিপাইন থেকে যে খরচে একজন কর্মী বিদেশে যেতে পারেন, একই দেশে যেতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের কয়েকগুণ বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে। এ বৈষম্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও কার্যকর সমাধান দেখা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্টদের দাবি, সিভিকিটমুক্ত এবং স্বল্প ব্যয়ে কর্মী পাঠানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি রাস্তায়ও প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলের মাধ্যমে যেসব শ্রমিক বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের প্রকৃত ব্যয় কত হচ্ছে তা কঠোরভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন। অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত খরচের চেয়ে বহু গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেও শ্রমিকরা বিদেশে যাচ্ছেন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং বায়রা সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সরকার বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দিষ্ট অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য এবং মালয়েশিয়ায় যেতে নির্ধারিত ব্যয় দেড় লাখ টাকার বেশি নয়। অথচ বাস্তবে এসব দেশে যেতে শ্রমিকদের চার থেকে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে হচ্ছে। কুয়েতে যেতে লাগছে প্রায় ৯ লাখ টাকা। মালয়েশিয়ায় সিভিকিটের মাধ্যমে যেতে সর্বোচ্চ ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত লেগেছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে একপর্যায়ে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়া বন্ধ করে দেয়। অন্য দিকে, সিঙ্গাপুরে যেতে একজন শ্রমিককে প্রায় ১৪ লাখ টাকা, জাপানে যেতে কমপক্ষে ১২ লাখ টাকা এবং ইতালিতে যেতে ১৭ থেকে ১৮ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে হচ্ছে। এই বিপুল অর্থের জোগান দিতে অনেকেই ঋণ নিচ্ছেন, জমি বিক্রি করছেন বা ধারদেনা করছেন। কিন্তু বিদেশে গিয়ে প্রতারণার শিকার হলে সেই ঋণের বোঝা তাদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট তৈরি করছে। এ দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিদিনই সৌদি আরব, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রত্যাগমন করে ফিরে আসছেন ফিরছেন অনেক শ্রমিক। দেশে ফিরেই কেউ ক্ষোভে পাসপোর্ট ছিড়ে ফেলছেন, কেউ আবার বিদেশে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তাদের অভিযোগ- বিদেশে গিয়ে প্রত্যাশিত কাজ পাননি, বেতন পাননি, এমনকি আইনি সহ-যাতাও পাননি। সৌদি আরব থেকে সম্প্রতি দেশে ফেরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক শ্রমিক বলেন, “পাঁচ লাখ ৩০ হাজার টাকা খরচ করে গিয়েছিলাম। দালাল একমাস রাখার পর আকামা না দিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেয়। পাঁচ মাস ঘুরে কাজ করেছি, কিন্তু এক টাকাও বাড়িতে পাঠাতে পারিনি। পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খেটে দেশে ফিরেছি।” মালয়েশিয়া থেকে ফেরত আসা এক যুবক জানান, দালালের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে নানা জটিলতায় পড়ে অবশেষে ট্রাভেল পাসে দেশে ফিরতে হয়েছে তাকে। ফেরত আসা শ্রমিকদের অনেকে জানান, ৫-৬ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে গিয়েও ২-৩ বছর কাজ করে পুঁজি তুলতে পারছেন না। এর মধ্যে অনেকেই নানা সমস্যায় পড়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। তাদের মতে, সরকারের উচিত স্বল্প ব্যয়ে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দালালচক্র নির্মূল করা। অভিবাসন খাতের একাধিক ব্যবসায়ীও একই মত পোষণ করেছেন। তাদের ভাষ্য, শ্রমবাজার ধ্বংস করছে দু'টি প্রধান শক্তি-সিভিকিট এবং গ্রামভিত্তিক দালালচক্র। এই দুই পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে অভিবাসন ব্যয় কমানো সম্ভব নয়। বিদেশে অবস্থানরত এক অভিবাসন ব্যবসায়ী জানান, নেপাল থেকে এখনো স্বল্প খরচে মালয়েশিয়ায় কর্মী যাচ্ছে, অথচ বাংলাদেশ থেকে একই দেশে যেতে কয়েকগুণ বেশি ব্যয় হচ্ছে। তিনি বলেন, “এই বৈষম্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।” রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের দাবি, নতুন সরকারের

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক

জ্যামাইকা ফার্মেসী

আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি

Now we accept **CVS CAREMARK**

✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓ OTC Card

আমরা সব রকমের
ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ
করে থাকি

We accept
all private
Insurances

ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়

JAMAICA PHARMACY

Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432
Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ এ
আপনার পথ ও
প্রতিষ্ঠানের
বিজ্ঞাপন দিন

১০ ডলার ও সমতুল্য ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

সরকার গঠনের ৪৫ দিনেই বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য জমি দেবে বিজেপি



কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ দেবে গেরুয়া শিবির। দীর্ঘ সময় ধরে বুলে থাকা এই সমস্যার দ্রুত সমাধানে মোদি সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানা গেছে। বিজেপির শীর্ষ নেতাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ শূন্যে নামিয়ে আনাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, এতদিন জমি সংকটের কারণে সীমান্তের অনেক জায়গায় বেড়া দেওয়ার কাজ থমকে ছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মধ্যেই সেই প্রশাসনিক জটিলতা

ঢাকা : পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এবার সীমান্ত সুরক্ষায় বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে নবগঠিত বিজেপি সরকার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, সরকার গঠনের মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ক-

কাটিয়ে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। বিগত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের সঙ্গে একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের সংঘাত তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে ২০২১ সালে বিএসএফের কার্যপরিধি ১৫

কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করার প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সরকার একে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ দাবি করে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সীমান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি বাড়ানোর বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নিরাপত্তা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। অতীতে খাগড়াগড় ও ভূপতিনগর বিক্ষোভের মতো স্পর্শকাতর ঘটনার তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তবে বিজেপি নেতারা স্পষ্ট করেছেন,

এখন থেকে বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে কাজ করবে এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে তদন্ত করার পূর্ণ সুযোগ পাবে। পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া বাড়ার জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে লেখেন, বাংলায় প্রথমবারের মতো ফুটেছে পদ্ম। এই জয়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঠেকানো এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথে সব বাধা দূর হবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ৪৫ দিনের মধ্যে জমি বরাদ্দের এই সিদ্ধান্ত সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই প্রথম ধাপ।

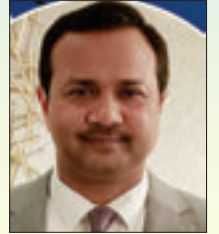
জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস



GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262



ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসপি

বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- * জেনারেল চেকআপ
- * ডায়াবেটিস
- * হাই ব্লাড প্রেসার
- * হাই কোলেস্টেরল।
- * অ্যাজমা
- * আর্থরাইটিস
- * জব ফিজিক্যাল
- * টিএলসি
- * ইকেজি
- * ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, থ্রোগেনেসি

আমরা প্রায় সকল
প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ
করে থাকি।



আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED, MD, FACP

INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office

170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax: 718-205-4815

Jackson Heights Office

35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam



পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare,
Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218

Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461

Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416

Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)

Fax : (646) 845-1861



ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এটেডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- হাই কোলেস্টেরল এজমা
- TLC/Motor Vehicle Exam
- শারীরিক পরীক্ষা
- ইকেজি
- ডায়াবেটিস
- বয়স্ক ভেরিফিকেশন
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
- হাইপারটেনশন
- ব্লাড টেস্ট

আমাদের অফিসে
বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ
ডাক্তার বসেন

We accept
most of the
Insurances

Haque Medical Office, PC

540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218

"F" Train and Bus B35, B67

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

Office Hours

Tuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

**Just...
Smile...**



A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- ▶ General Dentistry
- ▶ Nitrous Oxide
- ▶ Crown & Bridges
- ▶ Dentures
- ▶ Extractions
- ▶ Cosmetic Dentistry
- ▶ Veneers
- ▶ Bonding

**IMPLANT &
COSMETIC DENTISTRY**

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

**WE ACCTP MAJOR
CREDIT CARDS**



**IMPLANT
CONSULTATION**



Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.

256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.

167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

বাংলাদেশ ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ওপার বাংলার প্রভাবশালী দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার একটি বিশ্লেষণে মোট আটটি প্রধান কারণ তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো তৃণমূলের দুর্বলতার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

১. প্রতিষ্ঠান বা ক্ষমতার বিরোধিতা : একটানা ১৫ বছর সরকারে থাকা একটি দলের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিতভাবেই প্রতিষ্ঠান বা স্থিতিবস্থা বিরোধিতা তৈরি হয়েছিল। দলের নিচুতলার নেতাদের ‘সৌজন্য’ তা অনেক এলাকায় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কোথাও ‘সিডিকেট’ চালানো নেতাদের মাতব্বরির, কোথাও শাসকনেতা বা জনপ্রতিনিধির সম্পত্তি-সমৃদ্ধির চমকপ্রদ বাড়বাড়ন্ত, কোথাও সরকারি সুবিধার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে ভারসাম্যহীনতা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কেও জনতা খুব একটা শ্রদ্ধাশীল ছিল না। তবে সেসব অসন্তোষ ২০২১ সালেও কম ছিল না। সে কারণেই অনেকে মনে করেছিলেন, তখনই সরকার বদলে যাবে। তবে তৃণমূল আগের চেয়েও বেশি আসন নিয়ে ২০২১ সালে ক্ষমতায় ফিরেছিল। জিতে ফেরার পরে সংশোধনমূলক পদক্ষেপের অবকাশ ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে। তারা জনতার অসন্তোষের নিরসন ঘটাতে পারলেন। কিন্তু তা তারা করেননি। ফলে গত পাঁচ বছরে আরো বেড়েছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া।

২. আর্থিক দুর্নীতি : তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকালে সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতির। ক্ষমতায় আসার পরেই টিটফান্ড কাণ্ডের কালি লেগেছিল তৃণমূল নেতৃত্বের গায়ে। পরে নারদকাণ্ডে নগদে ঘুষ নেওয়ার ভিডিও হাইচই ফেলে দেয়। শেষ পাঁচ বছরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পুর নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, কয়লা-গরু-বালি-পাথর পাচার, চোরালান, তোলাবাজি-সহ গুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে ধরেছিল তৃণমূলকে। নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, গরু ও কয়লা পাচারে একের পর এক তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধি গ্রেপ্তার হতে থাকেন। সাধারণ জনতার কাছে মমতার ভাবমূর্তি বড়সড় ধাক্কা খায়। তবে এর আগে তার কোনো আঁচ সরকারের উপর পড়েনি। ২০১৬ সালের ভোটার অব্যবহিত আগে নারদ কাণ্ড ঘটলেও মমতা বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছিলেন। ২০২১ সালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে ২০২১ সালের ভোটার পর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়। সেই টাকার পাহাড়ের ছবি ছড়িয়ে পড়ায় ঘোর বিড়ম্বনা পড়েছিল মমতা-সহ দলের শীর্ষনেতৃত্ব। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়া পার্থকে তড়িঘড়ি মন্ত্রিত্ব থেকে সরানো হয়। তার দলীয় পদও কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তার পরে রেশন দুর্নীতিতে জেলে যেতে হয় মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন দলের বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা-রা। যদিও তার পরেও গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল আসন বাড়িয়েছিল। পক্ষান্তরে, বিরোধী বিজেপির আসন কমেছিল বেশ কয়েকটি। কিন্তু অনেকে বলেন, সেই লোকসভা ভোটার সঙ্গে এই বিধানসভা ভোটার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্যের নাম এসআইআর।

৩. এসআইআর : অনেকের মতে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) তৃণমূলের জন্য ধাক্কা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৮ কারণে মমতার পতন



প্রথমত, এসআইআর-এ সে সব নাম তালিকা থেকে ঝেড়েপুঁছে বাদ গেছে, যে ভোটারেরা অস্তিত্বহীন, ভুয়া, মৃত, স্থানান্তরিত বা একাধিক স্থানে ভোটার হিসাবে নথিভুক্ত। ভোটার তালিকায় থেকে যাওয়া এই সব ভুয়া নাম দেখিয়ে শাসকদল যে ভুয়া ভোট দিয়ে থাকে, তা পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো নির্বাচনে বহু বছরের বাস্তবতা। এই প্রক্রিয়া চালু করেছিল সিপএম। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে সেই পরিকল্পনাকে আরো সজ্জ্বত করেছিল। সেই তৃণমূলে ‘ভোটে ম্যানেজার’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিলেন মুকুল রায়। কিন্তু এ বছরে এসআইআর প্রক্রিয়ার ফলে ভুয়ো নামগুলি তালিকা থেকে বাদ পড়ায় ‘ভূতভূত’ ভোটারদের সহায়তা নেওয়ার অবকাশ তৃণমূলের ছিল না। নথি সংক্রান্ত অসঙ্গতির কারণে যাদের নাম বাদ গিয়েছিল, তাদের বড় অংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। যে সম্প্রদায় তৃণমূলের ‘বাঁধা ভোটব্যাঙ্ক’। মহিলা এবং মুসলিম ভোটে পুঁজি করেই যে মমতা বছরের পর বছর ভোটে জিতেছেন, সে সত্য সারা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে সর্বজনবিদিত। এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রথম পর্যায়ে বেশি হিন্দু নাম বাদ গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে প্রচুর মুসলিম নামও বাদ পড়েছিল। যা নিয়ে উদ্বেগ ছিল তৃণমূল।

৪. তোষণের অভিযোগ : তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক তোষণের অভিযোগে লাগাতার সরব ছিল বিজেপি। গত পাঁচ বছরে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না-হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ সংখ্যাগুরু জনতার উপর প্রভাব ফেলেছিল। মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসের হত্যাকাণ্ড সে প্রভাব আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিবেশী বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাও পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব ফেলেছিল বলে অনেকের অভিমত। বিজেপি-আরএসএস প্রচার শুরু করে, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে পশ্চিমবঙ্গেও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা। ভোটার ফলাফল বলছে, বিজেপি-আরএসএসের সেই প্রচার জমি পেয়েছিল। তৃণমূল তার পাল্টা ভাষ্য তৈরি করতে পারেনি।

৫. হাতছাড়া প্রশাসন : নির্বাচন কমিশন সুকৌশলে এসআইআর পর্ব থেকেই রাজ্যের প্রশাসনে তাদের ‘প্রভাব’ তৈরি করতে শুরু করেছিল। তা ঠেকাতে তৃণমূল তথা রাজ্য

সরকার বার বার উচ্চ থেকে উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হতে থাকে। কিন্তু একের পর এক মামলা করেও এসআইআর প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ তৃণমূল তথা মমতার সরকার হাতে নিতে পারেনি। উল্টে সেই প্রক্রিয়ায় বিচার-বিভাগের হস্তক্ষেপের পরিসর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই মনে করেন, তার ফলে রাজ্যের প্রশাসনে তৃণমূলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ কমতে শুরু করেছিল। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেই নির্বাচন কমিশন রাতারাতি ব্যাপক রদবদল শুরু করেছিল রাজ্যের প্রশাসনে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব বা ডিজি, কমিশনার স্তর থেকে শুরু করে এসডিও, বিডিও বা আইসি, ওসি স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা শুরু হয়। প্রয়োজনমতো বেশ কিছু সরকারি কর্মী এবং প্রশাসনিক কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করাও শুরু হয়। ফলে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এতটাই যে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে গিয়ে প্রকাশ্যেই বলে ফেলেন, মুখ্যসচিব এবং ডিজি তাঁর ফোনও ধরছেন না!

৬. ‘সন্ত্রাস’ প্রতিরোধ : পুলিশ-প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে এবং বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে ভোটার আবহে কমিশন ‘মৌলিক বদল’ এনেছিল। বামফ্রন্ট জমানা হোক বা তৃণমূল যুগ, এ রাজ্যের ভোটে শাসকদল বরাবর বিরোধী পক্ষকে দমিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত। সে অভ্যাস থেকেই ‘সন্ত্রাস’-এর আবহ তৈরি হয়। এ বার ভোটার অনেক আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, তাদের নিয়মিত টহলদারি নিশ্চিত করা, রাস্তায় রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ির দাপট, হিংসার আঁচ পেলেই বাহিনীর রুদ্রমূর্তি শাসকদলকে প্রথম থেকেই খানিকটা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। হুমকি দেওয়ার বদলে নিজেদেরই যে পাল্টা হুমকির মুখে পড়তে হবে, সেটা তৃণমূল নেতৃত্ব ভাবেননি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ‘অত্যাচার’-এর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রচার শুরু করেছিল বটে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে দলেরই একাংশ মনে করেন। ওই অংশ আরও মনে করেন, এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় জন্য দল আগে থেকে প্রস্তুত ছিল না। ফলে প্রচার এবং জনসংযোগ পর্বে বিরোধীদের বাধা দেওয়া বা দমিয়ে রাখা তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদেরও ‘অভয়’ দিতে শুরু করে ধারাবাহিক ভাবে। ফলে ‘সন্ত্রাস’-এর আবহ এ বার ছিল না। ভোটারেরা

তাঁদের নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পেরেছেন।

৭. নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ : গত ১৫ বছরে যে রাজ্য ছাঁদফা, সাতদফা বা আটদফায় ভোটগ্রহণ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গে দু’দফায় ভোট নিলে ভোটগ্রহণ আদৌ নির্বিঘ্ন হবে কি না, তা নিয়ে অনেকেই সংশয় ছিল। কিন্তু রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে মসৃণ সমন্বয় রেখে নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণ করিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটদানের হারের সমস্ত অতীতে রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। প্রচারপর্বে তো বটেই, ভোটগ্রহণের দিনও কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। এমনকি, গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনাও ঘটেনি। শান্তিপূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রিত আবহে সেই ভোটে ছাপা ভোট, বুথ জ্যাম বা ভয় দেখিয়ে বিরোধী ভোটারদের বুথে পৌঁছাতে না-দেওয়ার পরম্পরাও ছিল না। তাতে এক দিকে যেমন বিরোধী দলের ভোট বেড়েছে, তেমনিই শাসকের ‘ভোটদখল’-ও আটকে গিয়েছে।

৮. আইপ্যাক কাণ্ড : ভোটার মুখে বেকায়দায় পড়েছিল তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক। একটা সময়ে ওই সংস্থাকে নিয়ে দলের প্রবীণ নেতাদের একাংশের আপত্তি থাকলেও কালক্রমে পুরো দলই আই-প্যাকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভোটার অব্যবহিত আগে আই-প্যাক ঘোষণা করে, তারা পশ্চিমবঙ্গে তাদের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রাখছে। তৃণমূল দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল বটে। কিন্তু আই-প্যাকের কাজ বন্ধ করার বিষয়টি দলের উপর একটি ‘ধারণাগত ছাপ’ যে ফেলেছিল, তা তৃণমূলের একাধিক নেতা একান্ত আলোচনায় মেনে নিয়েছিলেন। কারণ, অভিষেক দলে যে ভাবে ‘কর্পোরেট’ সংস্কৃতি আমদানি করেছিলেন, তাতে আই-প্যাক প্রায় তৃণমূলের ‘মেরুদণ্ড’ হয়ে উঠেছিল। সূত্রের দাবি, গোটা রাজ্যে প্রায় ৪১ হাজার কর্মী নিয়োগ করেছিল আই-প্যাক। সাংগঠনিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ থেকে ভাষানির্মাণ, প্রচার কৌশল স্থির করা থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণও সব কিছুই সামলাত তারা। পরামর্শদাতা সংস্থার কর্মীরা যেমন মাঠে-ময়দানে ঘুরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে নজরদারি চালাতেন, তেমনিই দলের নেতাদের কার্যকলাপও পর্যবেক্ষণ করতেন। সেই অনুযায়ী নেতৃত্বকে রিপোর্টও দিতেন। তৃণমূলে অনেকের দাবি, আই-প্যাক দলের অন্তরে এমন ‘সর্বশক্তিমান’ হয়ে ওঠায় নেতা-কর্মীদের ভূমিকা খর্ব হয়েছিল। এলাকায় এলাকায় তৃণমূল নেতারা এক সময়ে যে স্বকীয়তা নিয়ে কাজ করতেন, তা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ভোটার মুখে আই-প্যাকের ঘরে ইডি ঢুকে পড়ায় সংস্থাটি বেকায়দায় পড়ে। তাদের সঙ্গেই বেকায়দায় পড়ে তৃণমূলও। দিল্লিতে আই-প্যাকের এক ডিরেক্টরকে গ্রেপ্তার করে ইডি। বিনেশ চান্দেল নামের সেই কর্মীকে রাতারাতি আদালত বসিয়ে হেফাজতে নেয় তারা। তৃণমূলের অনেকের বক্তব্য, তার পরেই আই-প্যাকের যে সমস্ত কর্মী তখনও কাজ করছিলেন, তারাও গুটিয়ে যান। বস্তুত, আই-প্যাকের কাজ বন্ধ করে দেওয়া এবং বিনেশের গ্রেপ্তারি বিজেপির জন্য এই নির্বাচনে একটি ‘সন্ধিক্ষণ’ হিসাবে কাজ করেছিল বলে অনেকেরই অভিমত।



বিশ্বের ১০০ তরুণ নেতার তালিকায় জাবির মুনিয়া

ঢাকা : ব্রিটেনভিত্তিক কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয় কমনওয়েলথ ট্রাস্ট (কিউইসিটি) কর্তৃক ‘বিশ্বের ১০০ জন তরুণ নেতা’ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ফার্মেসি বিভাগের ৩৯তম ব্যাচের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মুনিয়া ইসলাম মজুমদার। তিনি বর্তমানে ‘টিচ ফর বাংলাদেশ’-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক অভিনন্দন বার্তায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান এ অর্জনের জন্য তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন বার্তায় উপাচার্য বলেন, মুনিয়ার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরবের।

তার নেতৃত্ব, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দেশের শিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যা এই স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে এ ধরনের অর্জন শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। উপাচার্য মুনিয়া ইসলাম মজুমদারের ভবিষ্যৎ সাফল্য ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।

২০৮ প্রবাসী জুলাইযোদ্ধাকে ২৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে রুল

ঢাকা : জুলাই আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারণে প্রবাসে কারাভোগ করে দেশে ফিরে আসা ২০৮ প্রবাসী জুলাইযোদ্ধার প্রত্যেককে কেন ২৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সোমবার (৪ মে) বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি এএফএম সাইফুল করিমের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এইচএম সানজিদ সিদ্দিকী। পরে ব্যারিস্টার এইচএম সানজিদ সিদ্দিকী বলেন, ২০৮ জনের মধ্যে জুলাই আন্দোলনের সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। এই ৫৭ জনসহ ২০৮ জনকে সরকার জুলাইযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ♦ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ♦ বিটিটি এবং কসমেটিক্স। ♦ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।

আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।

আমরা Medicaide, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স গ্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY

168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432

Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY

71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372

Ph: 718-779-1444

e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com

www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS

30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106

Ph: 718-392-8049

e-mail: licchem@yahoo.com

www.drugcabinet.com

OPEN

10 am - 10 pm

Monday to Friday

Saturday

10 am - 5 pm

ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিক্ষোভ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের আইন পাশের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বিক্ষোভ সমাবেশের পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে মঙ্গলবার ৩০ এপ্রিল) অপরাহ্নে এই কর্মসূচী পালিত হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ছাড়াও স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগ, সেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ এবং মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা 'জয়বাংলা, জয়বাংলা' সহ ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেন। সমাবেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এর প্রতিনিধির হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। এসময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ তার সাথে ছিলেন। সমাবেশ থেকে ফেরার পর 'জাতীয় নির্বাচনকে অসাংবিধানিক এবং পাতানোর নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ এবং আওয়ামী লীগের

উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার দাবী জানানো হয়। সমাবেশ শেষে দলীয় নেতা-কর্মীরা স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে মিলিত হয়ে দোয়া মাহফিলে শরীক হন। দোয়া মাহফিলে দলীয় সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্থাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। সমাবেশে ভারতের দিল্লীতে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত সাবেক প্রেসমিনিস্টার শাবান মাহমুদ সহ উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন, ডা. মাসুদুর রহমান, সোলায়মান আলী, দুলাল মিয়া (হাজী নোম), আব্দুল হামিদ, শাহানা রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ নেতা আজমল হোসেন শাহীন, শেখ আতিক, এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু, নিউইয়র্ক মহানগর নেতা রফিকুর রহমান, ইমদাদ চৌধুরী, ইকবাল হোসেন, সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, শেখ শফিকুর রহমান, যুবলীগ নেতা তারিকুল হায়দার চৌধুরী, আব্দুল মুহিত, আমিনুল হোসেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী মহিলা লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ, ছাত্রলীগ নেতা হুদয় মিয়া, রায়হান মুহিত, ভার্জেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জি আই রাসেল প্রমুখ অংশ নেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিবন্ধিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.



মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিউনোলজি

N Kumar M. D.
Allergy & Immunology

Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma,
Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল
প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ
করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন:

Tel: 718-657-8525

**168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432**

* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আর্থরাইটিস

আমাদের সেবাসমূহ

* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন,
প্রোগনেসি এবং
এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| □ শারীরিক চেকআপ | □ স্কুল ও জব ফিজিক্যাল |
| □ টিএলসি টেস্ট | □ স্কুল ফর্ম পূরণ |
| □ DMV-ভিশন টেস্ট | □ WIC ফর্ম |
| □ ডায়াবেটিস পরীক্ষা | □ PAP Smear পরীক্ষা |
| □ উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা | □ প্রেগন্যান্সি টেস্ট |
| □ হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা | □ ড্রাগ টেস্ট |
| □ হজ্জ ও ওমরাহ টিকা | □ ভ্যাক্সিন প্রদান |

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়



আমরা সকল প্রকার
ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
Help with insurance
problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্রাস
পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি



জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights

63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400

In the Same have a Texas Chicken, Then you can see
a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica

171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681

সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office

1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা



প্যাট্রিয়টস অফ বাংলাদেশ'র সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গত ২৬ এপ্রিল রোববার বিকেলে 'প্যাট্রিয়টস অফ বাংলাদেশ' ও শ 'জাস্টিস ফর জুলাই মুভমেন্ট' এর যৌথ উদ্যোগে নিউইয়র্কে দেশপ্রেমিক জনতার সমাবেশে গণতন্ত্রের রায় বাস্তবায়ন ও রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্য বন্ধের দাবি, জুলাই আন্দোলনের শহীদ ও আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, গণতন্ত্রের রায় বাস্তবায়ন, দমন-পীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়, অধিকার, গণতন্ত্র ও মর্যাদার সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

এ আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আজ ঐক্যবদ্ধ। তাদের আহ্বান ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার এবং জনগণের রায়ের প্রতি পূর্ণ সম্মান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকারকর্মী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত থাকবেন। আয়োজক সংগঠনদ্বয় এই ঐতিহাসিক সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সকল গণতন্ত্রপ্রেমী, মানবাধিকারকর্মী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করছে। সমাবেশে বক্তব্য দেন মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, মোঃ হাসিব উদ্দিন, মোঃ শিফাত আহমেদ, মোঃ হালিম তালুকদার, মোঃ রহমত-ল্লাহ, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ জাবেদ উদ্দিন, মোঃ জাহিদ হোসেন, মোঃ দীপন গাজী, মোঃ রেজাউল করিম, মোঃ আহমেদ, মীর মাসুম আলী, মিসেস সাহানা মাসুম, মোঃ জাহেদ আহমেদ, মোঃ রকিব মিয়া, মোঃ রনি চৌধুরী, আফরোজা বেগম, মোঃ লিটন মজুমদার, মোঃ জুবায়ের হোসেন, এমদাদ দিপু, মোঃ আব্দুল কাদির, হাজি আনোয়ার হোসাইন লিটন প্রমুখ।

করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। এ সময় প্রধান পৃষ্ঠপোষক শফিকুল আলম, অভিনয় শিল্পী লুৎফুল্লাহর লতা সহ ফোবানার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, এবারের ফোবানা সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান তুলে ধরতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও মিলনমেলার আয়োজন থাকবে। সুধী সমাবেশে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, মানবাধিকার ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কবি, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী ও কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে তিন দিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলন ৪ সেপ্টেম্বর

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে তিন দিনব্যাপী ৪০তম ফোবানা সম্মেলন শুরু হচ্ছে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর। সম্মেলন চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে ১ মে শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের এআর ব্যান্ডেট হলে এক সুধী সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়। এনআরবি অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে পূর্ণাঙ্গ হোস্ট কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সুধী সমাবেশে ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী এবং হোস্ট কমিটির আহ্বায়ক নুরুল আমিন বাবু সম্মেলন সফল করতে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা

বন্ধ হয়ে গেলো 'স্পিরিট এয়ারলাইনস'

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরান যুদ্ধের জেরে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি এবং বড় লোকসানের মুখে বন্ধ হয়ে গেল আমেরিকার জনপ্রিয় সাশ্রয়ী বিমান সংস্থা 'স্পিরিট এয়ারলাইনস'। শনিবার (২ মে) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সংস্থাটি তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। স্বল্পমূল্যে বিমান পরিষেবার পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত এই সংস্থাটির বিদায় মার্কিন অভিয়েশন শিল্পে বড় ধরনের ধাক্কা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। স্পিরিট এয়ারলাইনস জানায়, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দুবার দেউলিয়া সুরক্ষার আবেদন জানিয়েও শেষ রক্ষা হলো না। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক হারে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সংস্থাটি আর কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারছে না। বর্তমানে সংস্থাটির সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং যাত্রীদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভ ডেভিস এক বিবৃতিতে বলেন, 'ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে কয়েকশ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা আমরা যোগাড় করতে পারিনি।' হরমুজ প্রণালি ইরানের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার ফলে বিশ্বের ২০ শতাংশ তেল সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে স্পিরিট এয়ারলাইনসের জ্বালানি ব্যয়ের ওপর। জেপি মরগানের বিশ্লেষকদের মতে,

তেলের দাম এভাবে বাড়তে থাকলে চলতি বছর শেষে সংস্থাটির খরচ আরও ৩৬০ মিলিয়ন ডলার বেড়ে য়েত। এদিকে ফ্লোরিডাভিত্তিক এই সংস্থাটিকে রক্ষায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫০০ মিলিয়ন ডলারের একটি 'বেইল-আউট'-এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকি প্রয়োজনে সরকার সংস্থাটির ৯০ শতাংশ মালিকানা নেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছিল। তবে বড়হস্তারদের সঙ্গে ঋণ পুনর্গঠন চুক্তিতে পৌছাতে ব্যর্থ হওয়ায় সেই পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখেনি। অন্যদিকে, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ইরান যুদ্ধের চেয়েও বাইডেন প্রশাসনের ভুল নীতিকে দায়ী করেছেন মার্কিন পরিবহন মন্ত্রী শন ডাফি। তিনি জানান, ২০২৩ সালে জেটব্লক'র সঙ্গে স্পিরিট এয়ারলাইনসের একীভূত হওয়ার প্রস্তাব বাইডেন প্রশাসন আইনি মারপ্যাঁচে আটকে না দিলে আজ এই পরিণতি হতো না। স্পিরিট এয়ারলাইনস বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় ১৪ হাজার কর্মী বেকার হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, এর প্রভাব পড়ছে বৈশ্বিক অভিয়েশন খাতেও। তথ্য বলছে, যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া ইতোমধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ারল্যান্ডের রায়ানএয়ার এবং এশিয়ার ভিয়েতনাম এয়ারলাইনসের মতো সংস্থাগুলোও এখন তাদের রুট কমিয়ে আনার কথা ভাবছে।

সূত্র: টাইম



কেরালায় বাম দুর্গে ইতিহাস গড়া কে এই মুসলিম তরুণী

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতের কেরালার রাজনীতিতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল)-এর নেত্রী ফাতেমা তাহলিয়া। সোমবার (৪ মে) ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফলে সিপিআই(এম)-এর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কোঝিকোড় জেলার পেরামব্রা আসনে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) কনভেনার টি পি রামকৃষ্ণনকে পরাজিত করে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। এ জয়ের মাধ্যমে তাহলিয়া আইইউএমএল-এর ইতিহাসে প্রথম নারী বিধায়ক হিসেবে অনন্য এক কীর্তি গড়লেন। ফাতেমা তাহলিয়া পেশায় একজন আইনজীবী এবং কোঝিকোড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। তার এই ঐতিহাসিক জয়কে 'জায়ান্ট কিলিং' হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ ১৯৮০ সাল থেকে পেরামব্রা আসনটি টানা সিপিআই(এম)-এর দখলে ছিল। দীর্ঘ চার দশকের সেই আধিপত্য ভেঙে দিয়ে তাহলিয়া ইউডিএফ (ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) শিবিরে আনন্দের জোয়ার এনেছেন। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ইউডিএফ অভিযোগ করেছিল, তাহলিয়ার বিরুদ্ধে এলডিএফ সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছে। এমনকি এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল।

লিঙ্গ সমতা ও রাজনৈতিক লড়াই : আইইউএমএল এবার মোট ২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র দুই জন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছিল, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাহলিয়া। এর আগে দলটির ইতিহাসেই মাত্র দুই জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কেউ জয়ী হতে পারেননি। উল্লেখ্য, তাহলিয়া কেবল বিরোধী পক্ষের সঙ্গেই লড়াই করেননি, বরং দলের ভেতরেও সংস্কারবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০২২ সালে তিনি দলের অভ্যন্তরে নারী অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ব্যাপক আলোচনায় আসেন। তিনি মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (এমএসএফ) নারী শাখা 'হারিতা'-র প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সভাপতি ছিলেন। দলে নারী অধিকার প্রসঙ্গে ফাহিমা তাহলিয়া বলেন, 'এটি দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না, বরং রাজনীতিতে নারীদের মর্যাদা ও স্থান নিশ্চিত করার লড়াই ছিল।' অবশ্য তাহলিয়ার রাজনৈতিক জীবন অতটা সহজও ছিল না। এমএসএফ-এর সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলায় এবং সেই বিষয়ে মুখ খোলায় তাকে এমএসএফ-এর জাতীয় সহ-সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং 'হারিতা' কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তবুও তিনি পিছু হটেননি। বর্তমানে তিনি মুসলিম ইয়ুথ লিগের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাহলিয়ার এই বিজয় কেরালার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। একজন তরুণ, সুবক্তা এবং নির্ভীক নেত্রী হিসেবে তার উত্থান আইইউএমএল-এর ভেতরে নারী প্রতিনিধিত্ব ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রশ্নে বড় ধরনের পরিবর্তনের সংকেত দিচ্ছে। সূত্র : দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

নিউইয়র্কে প্রবাহের সাহিত্য সভা

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম সাহিত্য সভা। ২৭ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় জ্যাকসন হাইটসের গ্রীন টাচে এ সাহিত্য আসরের আয়োজন করা হয়। স্বল্প সময়ের নোটিশ সত্ত্বেও কবি, সাহিত্যিক ও আবৃত্তিকারদের আন্তরিক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। সোহেল হামিদের উপস্থাপনায় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী কে. এম. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন সভাপতি। তিনি নতুন বাংলা বছরে সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি ও সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে জমে ওঠে পুরো আয়োজন। বৈশাখকে ঘিরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সোহেল হামিদ। আবৃত্তিকার এম. এ. সাদেক ও জি. এম. ফারুক খান দুটি করে কবিতা আবৃত্তি করেন। নাসিরুল আলম পাছ একটি ছড়া ও একটি কবিতা পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট গায়ক ও কবি নজরুল ইসলাম দুটি স্বরচিত কবিতা পাঠের পাশাপাশি একটি গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক (সাদিদ) সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এ সাহিত্য সভায় সাহিত্যপ্রেমী ও সাহিত্যসেবী মো. শাহ আলম প্রবাহের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে বাচিক শিল্পী জি. এম. ফারুক খান বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক একটি বিশেষ পর্ব উপস্থাপন করেন, যা উপস্থিত সবার প্রশংসা কুড়ায়।



জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ী টিটু মিয়ার ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক : সিলেটের ছাতকের সন্তান এবং জ্যাকসন হাইটসের তাহা'স কর্নার ডেলির স্বত্বাধিকারী টিটু মিয়া (৫৮) গত ২ মে শনিবার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরণব্যাপি ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ার চার মাসের মাথায় নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুম টিটু মিয়ার গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। সপরিবারে তিনি নিউইয়র্কের কুইপে বসবাস করতেন।

টিটু মিয়ার প্রথম জানাজার নামাজ ৩ মে রোববার জোহরের নামাজের পর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন এবং মরহমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

পরবর্তীতে জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ স্ট্রিটে (৭৩ স্ট্রিট) মরহমের দ্বিতীয় জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের (জেবিবিএ) নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও শুভাকাজক্ষীরা অংশ নেন এবং মরহমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর মরহম টিটু মিয়াকে নিউজার্সি লরেল গ্রোভ মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

জুন মাসের মধ্যে ব্যারাকে ফিরবেন মাঠের সব সেনা সদস্য

ঢাকা : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ আমলে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে মাঠে নেমেছিলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা, অন্তর্বর্তী সরকারের পুরোটা সময়জুড়েই মাঠে ছিলেন তারা। নির্বাচিত সরকার আসার পর প্রায় দুই বছর বাদে এখন তারা ব্যারাকে ফিরে যাবেন। আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ৬ জুন থেকে সেনাসদস্যদের চূড়ান্ত প্রত্যাহার শুরু হবে। দূরবর্তী জেলা থেকে প্রথমে প্রত্যাহার হবে, পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে বিভাগীয় শহর এবং বড় জেলা থেকে তুলে আনা হবে। জুন মাসের মধ্যেই সেনাবাহিনীর সব সদস্যকে মাঠপর্যায় থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি সরকার গঠনের পর মঙ্গলবার (৫ মে) কোর কমিটি প্রথম সভায় বসে। আইনশৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য গত ২১ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে সভাপতি করে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার, বিজিবি মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই সভায় মাঠ থেকে চূড়ান্তভাবে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সারা দেশের চাঁদাবাজি, পুলিশের পোশাক পরিবর্তনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন থেকে পরিস্থিতি সহিংস হয়ে উঠলে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী নামিয়েছিল স্বরাষ্ট্রের আওয়ামী লীগ সরকার। প্রবল আন্দোলনে ওই বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পুলিশ বাহিনী ভেঙে পড়ায় সেনা-বাহিনী মাঠেই থেকে যায়। অন্তর্বর্তী সরকার ওই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর সেনা-বাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়।

জাপা নেতা বুলুর মৃত্যুবার্ষিকী ও মে দিবস পালন যুক্তরাষ্ট্র জাপার

নিউইয়র্ক : গত ১ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি মাহাবুব আলী বুলু ৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন এবং জাতীয় শ্রমিক দিবস পালন করে। সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। আলোচনা করেন জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট হারিসউদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি শফিউল আলম, সহ-সভাপতি আবুল কাসেম, মহিলা সম্পাদক জেসমিন আকন্দ চৌধুরী, সদস্য সোহেল মাহমুদ, মোহাম্মদ আউল মুন্না। তারা মরহুম মাহাবুব আলী বুলুর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তারা বলেন, বুলু ভাই একজন দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন।

এছাড়া ১ মে জাতীয় শ্রমিক দিবসে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, আজ দেশে বা বিদেশে শ্রমিক অবহেলিত, তারা ন্যায়বিচার বা ন্যায় মজুরী থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা ১২ ঘণ্টা নিরলস কাজ করেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের অনুপাতে মালিকরা ন্যায় বেতন পরিশোধ করেন না। এমনকি তাদের যে মজুরী দেওয়া হয় তা দিয়ে তারা চলতে পারে না। আমরা দেশ-বিদেশের সকল শ্রমিককে সম্মান দেব।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

পরামর্শের জন্য
কোন ফি লাগে না

অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্নী

কেবল মাত্র কেইসে
সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।

প্রয়োজনে আমরাই
পৌছে যাব আপনার কাছে



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেক ইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়বিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা

- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেভ পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- মেডিক্যাল ম্যালপ্রাকটিস



Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368

The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C

32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

SELL YOUR PROPERTY
FASTER WITH TOP \$\$\$

Residential, Commercial, Foreclosure
HUD Sale, Short Sale Specialist.



BUY - SELL - RENT



আপনার বাড়ীর

Free Market Analysis
and Consultation এর জন্য

যোগাযোগ করুনঃ

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

Lic. Real Estate Sales Person

আমরা বাংলায় কথা বলি

ফোনঃ 929-393-7331



Mohammad Salim Reza (MBA)

NYC Licensed Realtor,
Professional/ Couteous!

Tel. 929-393-7331

Email: mrezarealtor@gmail.com



EXIT REALTY PRIME

189-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11423
Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254



NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: aziz@nyhcs.org

www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও
ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

**We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES**

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার
অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ
মেডিকেইড বহন করবে
এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি
অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office

37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:

168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718) 874-0047

Sutphin Branch

Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office

7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office

720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718) 874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:

584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office

2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:

1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office

114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061



M AZIZ
CEO & President

NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

TITLE SPONSOR



GOLDEN AGE
HOME CARE

PRESENTS



All County Health Care
REFERRAL SERVICES UP NEW YORK
NYS Licensed Home Care Agency
Abdul Kadar
CEO 646-444-2266

MANAGING PARTNER

POWERED BY

ঠিকানা

DIAMOND SPONSOR



BANGLADESH DAY PARADE 2026

SUN, MAY 17TH 2026 | @9AM TO 2PM

PLACE: 37 AVE BETWEEN 69TH ST TO 87TH ST JACKSON HEIGHTS

ORGANIZED BY:



SPECIAL SUPPORTED BY



GRAND MARSHAL

M AZIZ & M M SHAHIN

CONVENER
GIASH AHMED
917-744-7308

CHAIRMAN
MOIN CHOUDHURY, ESQ.
917-282-9256

MEMBER SECRETARY
FAHAD SOLAIMAN
347-939-8504

CHIEF EVENT COORDINATOR
FEMD ROCKY
917-664-1405

CHIEF COORDINATOR
ABDUL KADAR
646-444-2266

SPECIAL THANKS



PARADE COORDINATOR
ABDUS SOBHAN
646-371-3614

MANAGING EVENT PARTNER
FAISAL AZIZ
929-398-0682

MEDIA PARTNER



SUPPORTED BY:





সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরণ (শেষ পাতার পর)

ঐতিহ্যের প্রতীক। নতুন বছরের শুরুতে নতুন করে জীবনকে সাজিয়ে নেওয়ারও এক অনন্য উপলক্ষ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরণ ১৪৩৩। “এক্যের সুতায় নকশী গাঁথুন, নতুন বছরে আনন্দে বাঁচুন”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে জাহাঙ্গীরনগর অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা (JAAA) উদ্যোগে গত ৩ মে রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আয়োজন করা হয় এই বর্ণাঢ্য

অনুষ্ঠানের। অংশ নেয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। এবারই প্রথমবারের মতো অংশ নেয় বুয়েট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। দুপুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই পরিবারের আয়োজনে বাহারি ভর্তা-ভাজি ও ইলিশের সমাহারে পরিবেশিত হয় ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার। ঢোলের তালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

করেন উৎসবের আত্মীয়ক মেঘনা পাল ও সদস্য সচিব প্রশান্ত মল্লিক অয়ন। এ সময় অংশগ্রহণকারী অ্যালামনাইদের উপস্থিতিতে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের লাল ইট যেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুইন্স সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টারের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক এবং অল কাউন্টি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান শিফা আমিন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই “আইলো আইলো আইলো রে, রঙ্গে ভরা বৈশাখ আবার আইলো রে” গানের সঙ্গে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন জাহাঙ্গীরনগর অ্যালামনাই ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আত্মীয়ক মেঘনা পাল, সদস্য সচিব প্রশান্ত মল্লিক অয়ন এবং যুগ্ম আত্মীয়করা। তারা হলেন—এম এস আলম (চাবি), ফতেম্মুর আলম বাবু (রাবি), সাবিনা শারমিন নিহার (চবি), বেলায়েত চৌধুরী (সাস্ট), এম এ রশিদ (শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং রাজ্জাক চৌকদার। এই আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নববর্ষ সম্মাননা প্রদান। এবারের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান করা হয় প্রখ্যাত কবি, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক ও শব্দ-কারিগর শামস



আল মমীনকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে শামস আল মমীন দীর্ঘদিন ধরে কবিতা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁর লেখনীতে উঠে আসে মানুষের অনুভূতি, প্রবাসজীবনের গল্প এবং দেশাভাবোধের গভীর টান, যা পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আবেদন তৈরি করেছে। সাংস্কৃতিক পর্বে প্রথমে দলীয় পরিবেশনা নিয়ে হাজির হয় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। এরপর

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অ্যালামনাই সদস্যরা সমবেত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। পরে একে একে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে। সবশেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রেশমী মির্জা। পুরো অনুষ্ঠানের মিডিয়া পাটনার ছিল চ্যানেল ফোরটিন।



প্রোহেলথ হোমকেয়ার

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম
অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন
হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।



মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914



প্রোহেলথ হোমকেয়ার ProHealth Home Care, Inc.

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Phone: 718-633-1112

Fax: 718-633-1117



যুক্তরাষ্ট্রে ফুলব্রাইট ফরেন স্কলারশিপে, আইইএলটিএসে ৭ স্কোরে আবেদন

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে আর্থিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে স্কলারশিপ। তেমনি একটি স্কলারশিপ ফুলব্রাইট ফরেন স্কলারশিপ। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ স্কলারশিপ দেয়। এই স্কলারশিপের নাম ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম। ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্বের ১৬০টি দেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভের সুযোগ পান। ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রামে ভিসা সহায়তা, বিমানে যাতায়াতের খরচ, টিউশন ফি, আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য মাসিক উপবৃত্তি, বইপত্র কেনাসহ নানা সুবিধা পাবেন শিক্ষার্থীরা। বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম ২০২৭-২৮ সেশনের আবেদন শুরু হয়েছে। এ শিক্ষা কার্যক্রমে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীরা বিনা খরচে দেশটির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কনিষ্ঠ অনুষদ সদস্য সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কনিষ্ঠ থেকে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তারা। আবেদনের শেষ সময় ১১ জুলাই ২০২৬।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যে দেশটির সরকারের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচি ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, হেলথ অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস, সোশ্যাল সায়েন্সেস, হিউম্যানিটিস, বিজনেস, ইকোনমিকস, পাবলিক পলিসি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, আরবান প্ল্যানিং দ্য আর্টস, সাইকোলজি ও সিকিউরিটি স্টাডিজ বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনে ফুলব্রাইট বৃত্তি দেওয়া হবে।

কারা আবেদন করতে পারবেন : বাংলাদেশের স্বীকৃত সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। আগে কোনো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেননি কিংবা বর্তমানে আমেরিকায়

কোনো শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি নন। বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশ থেকে আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেননি (তবে যারা বাংলাদেশ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন, তাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন)। যে বিষয়ে পড়তে যেতে ইচ্ছুক, সে বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক/সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম দুই বছরের পূর্ণকালীন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজিতে সাবলীল ও পারদর্শী হতে হবে। ইন্টারনেটভিত্তিক (আইবিটি) টোয়েফলে ন্যূনতম ৯০ কিংবা আইইএলটিএসে ন্যূনতম ৭ স্কোর থাকতে হবে। আবেদনের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে : আবেদনপদ্ধতি : ১. অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। ২. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরবর্তী সময়ে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (শিক্ষা প্রতিলিপি) ও সনদপত্র। ৩. তিনজন সুপারিশকারী পৃথকভাবে অনলাইন আবেদন পোর্টালে সরাসরি তিনটি সুপারিশপত্র আপলোড/উপস্থাপন করবেন। ৪. একাডেমিক রেকর্ডবিষয়ক তথ্যাদির ফরম (অনলাইন আবেদন সাইটে পাওয়া যাবে) ৫. টোয়েফল/আইইএলটিএসের স্কোর। ৬. যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা জিআরই কিংবা জিমাট স্কোরও থাকলেও চলবে। যদি কোনো আবেদনকারী ইতিমধ্যে জিআরই কিংবা জিমাট পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের সেই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসংক্রান্ত তথ্য অনলাইন আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

আবেদনকারী প্রার্থীদের করণীয় : আগামী ১১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত ফরেন ফুলব্রাইট বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা। ওই দিন বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ আছে। অনলাইন আবেদন ফরমসহ আরও জানা যাবে এই <https://apply.iie.org/apply/?sr=a37e5d77-21e2-4453-aab6-8d499eb2cfff> লিংকে।

আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে একটি লগইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে এই <https://bd.usembassy.gov/fulbright-foreign-student-program-announcement/> লিংকে।

86-47 164th St, Jamaica, NY 11432
EFO TRAIN BUS-Q85,Q8,Q83,Q110

সিকিউরিটি লাইসেন্স কোর্স-
-৬-ঘন্টা প্রি-স্ক্রাস
-১৬-ঘন্টা OJT
-৬-ঘন্টা বার্ষিক
-ফিংগারপ্রিন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট

OSHA কোর্স
কন্সট্রাকশন, জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি, মেরিটাইম, ডিসেন্টার সাইট
-OSHA ১০-ঘন্টা
-OSHA ৩০-ঘন্টা

NOTARY PUBLIC

MN SAFETY CONSULTING

আমরা বিভিন্ন এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি।

ড্রাইভিং কোর্স
• ৫-ঘন্টার প্রি-লাইসেন্সিং কোর্স
• ৬-ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং

NYC DOB Training

আমরা নির্মাণ শিল্পের মান অনুসরণ, নিয়ম মেনে চলা এবং নিরাপদে কাজ করার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রশিক্ষণ প্রদান করি-

OSHA • কর্মী ওয়ালেট • ফ্রেমওয়ার্ক ট্রেনিং
SST • সিকিউরিটি লাইসেন্স • এরিয়াল ও সিকার লিফ্ট ট্রেনিং
অ্যাকসেস • Fire Safety S-56 • মাস্টার প্রাসিডিং ও ইলেকট্রিসিয়ান রিসিওয়েল ট্রেনিং

718-535-0336
www.mncnt.com

ACCREDITED IACET PROVIDER

NYC DOB Training

86-47 164th St, Jamaica, NY 11432
EFO TRAIN BUS-Q85,Q8,Q83,Q110

Building For Sale



১০৮-৫৫ সাটফিন বুলেভার্ডে ২ ফ্যামিলি স্টোরফ্রন্ট, ৩টি ইউনিট বিক্রয় হবে। মূল্য: \$985,000

108-55 Sutphin Blvd, 2 Family, Storefront, 3 Units, Asking Price: \$985K

Contact- Phone: 718-298-5885
Email: lewislioni@aol.com

বি-৪৪-৪৮

পারসন্স হালাল মিট এন্ড গ্রোসারি



কোরবানির অর্ডার
নেয়া হচ্ছে

PARSONS HALAL MEAT & GROCERY
83-39 Parsons Blvd. Jamaica, NY-11432
Tel: 347-238-1333



সুষ্ঠু নির্বাচনে সবার সহযোগিতা কামনা

(শেষ পাতার পর)

নির্বাচন উপহার দিতে সবার সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিস চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ আখতার বাবুল,

ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশরাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) এবং কার্যকরী সদস্য হারুন রশিদ (চেয়ারম্যান), জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাসান খান। বোর্ড অব ট্রাস্টিস সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, কাজী আজহারুল হক মিলন, আজিমুর রহমান বোরহান, আব্দুর রহিম হাওলাদার, ডা. এনামুল হক, জুনাইদ চৌধুরী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবীব এবং নাসিম টুটুল। নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, কমিশনার বদরুল এইচ

খান, মিঠু হামিদ এবং মিয়া মোহাম্মদ দুলাল। সভায় শুরুতেই নবগঠিত নির্বাচন কমিশনকে কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিস সদস্যদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। এ সময় কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের হাতে নিয়োগ ও পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়।

পরিচয়পত্র শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের শুভেচ্ছা বক্তব্যে তাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য সদস্যদের মনোনীত করায় সোসাইটির কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র সমুন্নত রেখে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি অবাধ, সুষ্ঠু,

নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপহার দিতে চাই। তবে সবার সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়।” অন্য কমিশনাররাও তাদের বক্তব্যে সোসাইটির কর্মকর্তা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য সদস্যরা নির্বাচন কমিশনকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, নির্বাচন কমিশনকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এদিকে সংগঠনের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা নির্বাচন কমিশনের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানান।



লং আইল্যান্ডে মুনার শিক্ষা বৈঠক

(শেষ পাতার পর)

শিক্ষা বৈঠকে তারা এ তাগিদ করেন। চ্যাপ্টার সভাপতি আ-ফজালুর নূর মুনের সভাপতিত্বে বৈঠক পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নূরুজ্জামান, ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, মজলিশে শুরার সদস্য ও নাজারের চেয়ারম্যান ডা: আতাউল হক ওসমানী, নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল হোসেন। উপস্থিত ছিলেন

মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরা প্রত্যেকটা ঈমানদারের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান সমাজে ধীন কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বস্ত ঈমান আর কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। লং আইল্যান্ডে দাওয়াতে দ্বীনের পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা সময়ের দাবী উল্লেখ করে তারা বলেন, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশে প্রমাণ করতে হবে আমরা দায়ী ইল্লাল্লাহের কাজ করছি।

সমাজের চাহিদা কি তা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। প্রতিবেশীর সাথে রাখতে হবে সুসম্পর্ক, আর এটাই ইসলামের নৈতিক শিক্ষা। ইসলামী আন্দোলনের কাজকে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নৈতিক চরিত্র ও ঐক্যের শক্তি অর্জন করতে হবে। কোন অবস্থাতে ধীন পরিবেশকে নষ্ট করা যাবেনা। সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকদের নিকট দরদ মন নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে। সকল শ্রেণীর লোকদের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী তুলে ধরার গুরুত্বারোপ বক্তারা বলেন “যেখানে মুসলমান সেখানে হালাকাহ”। আর এটাই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার অন্যতম মাধ্যম। মুমিনদের গুণাবলী

তুলে ধরে তারা বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে মুমিন, মুনাফিক, কাফিরদের পরিচয় ও গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। এই তিনটি শ্রেণীর নামে স্বতন্ত্রভাবে তিনটি সূরাও নাযিল করেছেন। আর সূরায় ফুরকানের সর্বশেষ কয়েকটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মুমিনের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এ সকল গুণে গুণবান মুমিনদেরকে ‘ইবাদুর রহমান’ বা আল্লাহর খাস বান্দা বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যক ভাই ও বোনদের উপস্থিতিতে চ্যাপ্টার ও সাব-চ্যাপ্টারে দায়িত্বশীল পরিবর্তন আনা হয়।

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফ্লোরিডায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার দুই বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টিকে ঘিরে শোক ও বেদনার আবহ এখনো কাটেনি। এদিকে দীর্ঘ অপেক্ষার পর বৃষ্টির মরদেহ শনাক্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফ্লোরিডা পুলিশ। একই সঙ্গে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডা (টবাক্স) নিহত এই দুই শিক্ষার্থীকে মরণোত্তর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লিমনের মরদেহ ইতোমধ্যে জামালপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। অন্যদিকে বৃষ্টির মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হত্যাকাণ্ডের শিকার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির মরদেহ শনাক্ত করা হয়েছে। ফ্লোরিডা পুলিশ বিভাগ বৃষ্টির ভাইকে ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে জানা গেছে। ১ মে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় মরদেহটি নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। দূতাবাস আরও জানায়, মিয়ামিতে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে বৃষ্টির মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে একই ঘটনায় নিহত আরেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমনের মরদেহ ২ মে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। দুবাই হয়ে ৪ মে সকালে তার মরদেহ ঢাকায় পৌঁছায়। প্রায় ১০ দিন নিখোঁজ থাকার পর গত ২৪ এপ্রিল লিমনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় ভূগোল, পরিবেশবিজ্ঞান ও নীতি বিষয়ে পিএইচডি করছিলেন। একই দিনে নিখোঁজ হন নাহিদা সুলতানা বৃষ্টিও। পরে ফ্লোরিডার আই-২৭৫ ও ফোর্থ স্ট্রিট নর্থ সংলগ্ন একটি জলাশয় থেকে তার মরদেহের অংশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। অন্যদিকে, ৪ মে সোমবার মারগরিবের পর জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার কড়ইচুড়া ইউনিয়নের লালডোবা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জামিল আহমেদ লিমনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে নিজ বাড়ির পাশে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেন। জানাজায় ইমামতি করেন নিহত লিমনের ফুফাতো ভাই হাফেজ মাওলানা সাইদুর রহমান। এতে জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ বিন রশিদ, মাদারগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমন চৌধুরী, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব লুৎফর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন।

জানাজার আগে কান্নাজড়িত কণ্ঠে লিমনের বাবা জহুরুল হক বলেন, “আমার ছেলেকে আমি কোনো দিন কষ্ট দেইনি। শুধু মুখে শাসন করেছি। আমার একটাই প্রশ্ন আমার ছেলেকে এত কষ্ট দিয়ে কে মারল? যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, আমি তাদের বিচার চাই।” লিমনের ছোট ভাই জুবায়ের হোসেনও সবার কাছে তার ভাইয়ের জন্য দোয়া কামনা করেন। এ সময় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লিমনের বাবা জহুরুল হক ১৯৯৪ সালে পরিবার নিয়ে ঢাকায় চলে যান। তিনি সেখানে একটি টেক্সটাইল কারখানায় চাকরি করতেন। মাঝেমাঝে পরিবারের সদস্যরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। জামিল আহমেদ লিমন ২০১৪ সালে গাজীপুরের মাওনা মডেল হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ২০১৬ সালে বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় পিএইচডি করতে যুক্তরাষ্ট্রে যান।

এদিকে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে নিহত জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টিকে মরণোত্তর ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডা কর্তৃপক্ষ। আগামী ৮ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে তাদের সম্মাননা প্রদান করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বের শুরুতে লিমন ও

দেশে যাচ্ছে নিহত বৃষ্টির মরদেহ : লিমনের দাফন সম্পন্ন দুজনকে মরণোত্তর ডক্টরেট দিচ্ছে ইউএসএফ



বৃষ্টির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। এছাড়া ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে তাদের সম্মানে রেগালিয়াসহ দুটি খালি চেয়ার রাখা হবে। ৫ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিয়ামির বাংলাদেশ কনস্যুলেটকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে এসব তথ্য জানায় এবং নিহত দুই

পরিবারের পক্ষে একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থেকে সম্মাননা গ্রহণের অনুরোধ জানায়। এদিকে বুধবার (৬ মে) দুপুর ২টায় টাম্পায় নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৭ মে বৃহস্পতিবার তার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হবে। দুবাই হয়ে ৯ মে সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে

GLOBAL
Tours & Travel

WORLD
Tours & Travel

নিরাপদে ভ্রমণকরুন টার্কিশ এয়ারলাইন্সে

TURKISH AIRLINES
SPECIAL SALE

Round Trip from
NEW YORK → DHAKA

\$899+

INCLUDES
3 PIECES
 LUGGAGE

Taxes may apply. Limited-time offer.

BOOK ONLINE

CALL TO BOOK

718-406-9745

USA Office
 37-12 75th St,
 2nd floor Suite # 206.
 Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
 78/E (3rd Floor),
 Purana Paltan Line,
 Bijoy Nagar, Dhaka-1000



নিউইয়র্কে মালানা ভাসানী সম্মেলন ১৯ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

কমিটি (আইএফসি)'র যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে ফারাক্কা সমস্যার সমাধানের জন্য বিএনপি সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার দাবী জানানো হয়। বুধবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁতে অনুষ্ঠিত সংগঠন দুটির যৌথ সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ও দাবী জানানো হয়। উল্লেখ্য, আগামী ১৭ নভেম্বর মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী। তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যেই 'ভাসানী সম্মেলন' আয়োজন করা হবে। যৌথসভার প্রথম পর্বে ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম। ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের সঞ্চালনায় সভায় আইএফসি'র চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান ও মহাসচিব মোহাম্মদ হোসেন খান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সংগঠনের উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি ও ভাসানী সম্মেলন আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান

গিয়াস আহমেদ সহ অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন কাজী আজহারুল হক মিলন, সাঈদ তারেক, খন্দকার ফরহাদ, এডভোকেট মজিবুর রহমান, আব্দুর রহীম হাওলাদার, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, এস এম ফেরদৌস, রিমন ইসলাম, হাকিকুল ইসলাম খোকন, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, সালাহ আহমেদ মানিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা মাওলানা ভাসানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি বাংলাদেশের একমাত্র সর্বজনীন নেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রত্নপতি জিয়াউর রহমান সহ দলমত নির্বিশেষে সকল নেতা-কর্মী তাঁকে সম্মান করতেন, ভালবাসতেন। বক্তারা সম্মিলিতভাবে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এমন সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে ভাসানী সম্পর্কে জানানোর পাশাপাশি বিশ্ব দরবারে ভাসানীকে তুলে ধরার সুযোগ হবে। সভায় কোন কোন বক্তা মাওলানা ভাসানীর উপর ডকুমেন্টারী তৈরী ও প্রচারের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। সভায় ফাউন্ডেশনের

সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের জানান, ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন সফল করতে ইতিপূর্বে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ-কে চেয়ারম্যান ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অচিরেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। তিনি আরো জানান, ফাউন্ডেশনের প্রচার সম্পাদক আজিজুল হক মুন্না সক্রিয় না থাকায় এবং কার্যকরী সদস্য পারভেজ সাজ্জাদ ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে সক্রিয় থাকা সম্ভব নয় বলে, উভয়কে স্ব স্ব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং তাদের স্থলে এম এ বাসেত ও বেলাল চৌধুরী-কে কো-অস্ট করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, আসন্ন সম্মেলনে ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে। সভাপতির বক্তব্যে আলী ইমাম বলেন, মাওলানা ভাসানী আমাদের সবার নেতা এবং শ্রদ্ধার মানুষ। আজকের সভার উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে, দেশের মানুষের মতো প্রবাসীরাও গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলেই ভাসানী সম্মেলন সফল করবো। এজন্য তিনি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভার দ্বিতীয় পর্যায়ে

অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)'র সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান। এই পর্ব পরিচালনা করেন আইএফসি'র মহাসচিব মোহাম্মদ হোসেন খান। এসময় সৈয়দ টিপু সুলতান সম্প্রতি তার বাংলাদেশ সফর ও আইএফসি'র কর্মসূচী নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা ও বিএনপি নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বৈঠক, সভা-সমাবেশের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের সাহায্য ছাড়া ফারাক্কা সমস্যার সম্ভব নয়, তাই তিনি জাতিসংঘের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিএনপি সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার দাবী জানান। যৌথ সভায় গভীর শ্রদ্ধার সাথে আইএফসি'র সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আতিকুর রহমান সালুকে স্মরণ করা হয়। সভায় সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ সহ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, এম এ বাসেত, শ্যামল সরকার, মোহাম্মদ সাদেক, আহ-সান হাবীব, মাহমুদুল হক দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ই-বাইকের নিরাপদ পার্কিং আনছে নিউইয়র্ক

(শেষ পাতার পর)

নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে নিউইয়র্ক সিটির পরিবহন বিভাগ (DOT)। বিশেষ করে ছোট অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারী ই-বাইক ও কার্গো বাইক ব্যবহারকারীদের জন্য এই উদ্যোগ স্বস্তি এনে দেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। নিরাপদ পার্কিং সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে বাইক চুরি কমানো, পরিবেশবান্ধব যাতায়াত উৎসাহিত করা এবং শহরের কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। নিউইয়র্ক সিটির পরিবহন বিভাগের কমিশনার মাইক ফ্লিন গত ৪ মে সোমবার 'নিরাপদ বাইক পার্কিং কর্মসূচি' ঘোষণা করেন। এর আওতায় চলতি বছরের শেষ নাগাদ শহরের পাঁচটি বরোতে ৫০০টি নিরাপদ বাইক পার্কিং পয়েন্টের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাইকেল মালিকানার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বড় বাধাগুলো দূর করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে যেসব নিউইয়র্কবাসী ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন এবং ই-বাইক বা কার্গো বাইক ঘরের ভেতর রাখার পর্যাণ্ড জায়গা পান না, তারা শিগিরাই রাস্তায় নিরাপদে বাইক রাখার সুযোগ পাবেন। এই পার্কিং ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ছাউনিযুক্ত বা ঢাকা কাঠামো। পরিবহন বিভাগ জানিয়েছে, এসব ইউনিট আবাসিক এলাকার রাস্তার ধারের কার্ব লেনে স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের মধ্যে ছোট আকারের ইউনিটের পাশাপাশি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন পার্কিং ব্যবস্থাও থাকবে। নিরাপদ যাতায়াতের পর নিরাপদ বাইক পার্কিংয়ের অভাবই নিউইয়র্কবাসীদের সাইকেল ব্যবহার না করার দ্বিতীয় প্রধান কারণ বলে জানিয়েছেন পরিবহন বিষয়ক অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ট্রান্সপোর্টেশন অল্টারনেটিভস-এর নির্বাহী পরিচালক বেন ফার্নাস। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির প্রায় ২৬ শতাংশ পরিবার কোনো না কোনো সময় বাইক চুরির শিকার হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, নিরাপদ পার্কিং সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে আরও বেশি মানুষ সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত হবে, যা শহরের কার্বন নিঃসরণ কমাতে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

নিউইয়র্কবাসী এখন nycdotprojects.info অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বাইক পার্কিং হাবগুলোর অবস্থান সম্পর্কে মতামত জানাতে পারবেন। সেখানে তারা কোন ধরনের বাইক রাখতে চান-যেমন সাধারণ বাইক, ই-বাইক, কার্গো বাইক বা অ্যাডাপ্টিভ বাইক-এবং কত সময়ের জন্য রাখতে চান, সে তথ্যও দিতে পারবেন। একটি সদস্যপদ কর্মসূচির আওতায় নাগরিকরা এসব পার্কিং স্পেস ব্যবহার করতে পারবেন। এতে বার্ষিক দীর্ঘমেয়াদী ফি, ঘণ্টাভিত্তিক ভাড়া এবং বিশেষ ছাড়ে সদস্য হওয়ার সুযোগও রাখা হবে।

লন্ডনের এক সিটির কাউন্সিলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ২৯৭ প্রার্থী ভোটযুদ্ধে

ঢাকা : পূর্ব লন্ডনের বহুজাতিক জনপদে আবারও গণতান্ত্রিক উৎসবের আবহ। টাওয়ার হ্যামলেটস, নিউহাম, রেডব্রিজ ও বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামডুই চার বরোকে ঘিরে আসন্ন ৭ মে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুধু একটি নিয়মিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশের এক তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্চ। এই নির্বাচন সামনে রেখে প্রার্থীদের বহুমাত্রিক উপস্থিতি এরই মধ্যে নির্বাচনী সমীকরণ জটিল ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পরিসংখ্যান বলছে, চারটি বরোর ৮৫টি ওয়ার্ডে ২২৫টি কাউন্সিলর পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রায় এক হাজার প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে ২৯৭ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। টাওয়ার হ্যামলেটস বরাবরের মতোই এই প্রবণতার কেন্দ্রস্থল। ২০টি ওয়ার্ডে ৪৫টি আসনের বিপরীতে ১২১ জন বাংলাদেশি প্রার্থীর অংশগ্রহণ এখানকার জনমিতিক বাস্তবতাই প্রতিফলিত করে। নিউহামেও একই চিত্রের প্রতিফলন, যদিও সেখানে প্রতিযোগিতার রূপ কিছুটা ভিন্ন। ২৪টি ওয়ার্ডে ৬৬টি আসনের জন্য লড়াইল ৮৭ জন বাংলাদেশি প্রার্থী। রেডব্রিজে নির্বাচনী লড়াই আরো বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে। ২২টি ওয়ার্ডে ৬৩টি আসনের বিপরীতে প্রায় ৩০০ প্রার্থীর মধ্যে ৫৫ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামে তুলনামূলকভাবে ছোট পরিসরের মধ্যেও বাংলাদেশি প্রার্থীদের সক্রিয়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ১৯টি ওয়ার্ডে ৫১টি আসনের জন্য প্রায় ২০০ প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ জন বাংলাদেশি রয়েছেন। এটি শুধু একটি সংখ্যাগত উপস্থিতি নয়, বরং একটি ক্রমবিকাশমান রাজনৈতিক সত্তার ইঙ্গিত। মূলধ-

রার রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি স্থানীয় প্ল্যাটফর্ম, আঞ্চলিক উদ্যোগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থিতার বিস্তার এই নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে প্রথাগত দলীয় সমীকরণের বাইরে গিয়ে ভোটারদের সামনে তৈরি হয়েছে বহুবিকল্পের এক প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় বাস্তবতা। টাওয়ার হ্যামলেটস বরাবরের মতোই এই প্রবণতার কেন্দ্রস্থল। এখানে বর্তমানে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের নেতৃত্বে



তু, অ্যাসপায়ার পার্টি ও টাওয়ার হ্যামলেটস ইনডিপেন্ডেন্টের সক্রিয়তা এবং লেবার পার্টির পক্ষ থেকে সিরাজুল ইসলামসহ মেয়র ও কাউন্সিলর পদে অসংখ্য বাংলাদেশি প্রার্থীর মনোনয়নও সব মিলিয়ে এই বরোতে বাংলাদেশি রাজনৈতিক উপস্থিতি এক সুসংহত রূপ পেয়েছে। একই সঙ্গে সংসদ সদস্য রুশনারা আলী

ও আপসানা বেগমের মতো নেতৃস্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে এই ধারাবাহিকতার যোগসূত্র স্থাপন করেছে। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী, এখানকার মোট জনসংখ্যার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ বাংলাদেশি, যা নির্বাচনী প্রভাবের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারক উপাদান। নিউহামে লেবার, কনজারভেটিভ ও গ্রিন পার্টির পাশাপাশি 'নিউহাম ইনডিপেন্ডেন্ট' ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য

উপস্থিতি এখানে রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে আরো দৃশ্যমান করেছে। মেয়র পদে ফরহাদ হোসেন ও আরিক চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই বৈচিত্র্যেরই প্রতীক। প্রায় সাড়ে তিন লাখ জনসংখ্যার এই বরোতে ৪০ থেকে ৫০ হাজার বাংলাদেশি বসবাস। প্রায় দুই লাখ ভোটারের সমীকরণে তাঁদের অবস্থান নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী।

রেডব্রিজে লেবার ও কনজারভেটিভ পার্টির মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের পাশাপাশি গ্রিন পার্টি ও বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম থেকেও অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। তিন লাখের বেশি মানুষের এই বরোতে প্রায় ৩৫ হাজার বাংলাদেশি উপস্থিতি এবং বিশেষ করে ইলফোর্ড অঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উত্থান নির্বাচনী ভারসাম্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অন্যদিকে বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামে লেবার, কনজারভেটিভ ও গ্রিন পার্টির প্রার্থীদের মধ্যেই তাঁদের উপস্থিতি বেশি। প্রায় দুই লাখ ১৫ হাজার মানুষের এই বরোতে ২০ থেকে ২৫ হাজার বাংলাদেশি বসবাস; এবং সাবেক মেয়র মঈন কাদরীর দলবদল করে গ্রিন পার্টির হয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক আলোচনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, চারটি বরোতেই লেবার পার্টি প্রধান শক্তি হিসেবে অবস্থান ধরে রাখলেও কনজারভেটিভ, গ্রিন, লিবারেল ডেমোক্র্যাটিকস এবং বিভিন্ন স্বতন্ত্র ও স্থানীয় প্ল্যাটফর্মের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বহুমাত্রিক করে তুলেছেন। বিশেষত টাওয়ার হ্যামলেটস ও নিউহামে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আর্থিক নির্বাচনের প্রচলিত হিসাব-নিকাশকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে, এই নির্বাচন শুধু কাউন্সিলর নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক পরিপক্বতা ও আত্মপ্রত্যয়ের এক সুস্পষ্ট প্রতিফলন। প্রার্থীর সংখ্যাগত আধিকার পাশাপাশি ভোটার হিসেবে তাঁদের প্রভাবও ক্রমেই নির্ণায়ক হয়ে উঠছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে স্থানীয় রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়েও নতুন নেতৃত্বের উত্থান অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে।

জাতিসংঘে অভিবাসী কল্যাণ নিশ্চিত করার আহ্বান প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর



(শেষ পাতার পর)

তথ্য মোকাবিলায় সমন্বিত ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। গত বুধবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরামের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার রাউন্ড টেবিল-৪ এর সহ-সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, অভিবাসী শ্রমিকদের দব্যবহারযোগ্য শ্রমশক্তি হিসেবে নয়, বরং অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তিনি নির্ভুল, বিশ্লেষণভিত্তিক ও তুলনায়োগ্য অভিবাসন তথ্য সংগ্রহ, জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও মানবাধিকারের সুরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বহুমুখী সেবাকেন্দ্র, ডিজিটাল প্রায়টফর্ম ও কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে অভিবাসনের প্রতিটি পর্যায়ে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গৃহকর্মী, কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের উচ্চ ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে তিনি শোষণ ও অনিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রতিরোধে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি জেনোফোবিয়া ও ভ্রান্ত তথ্যনির্ভর অভিবাসনবিরোধী প্রচারণা মোকাবিলায় জবাবদিহিতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জনআলোচনা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন। দ্বিপাক্ষিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মর্যাদা, সুরক্ষা ও সবার কল্যাণ নিশ্চিত করতে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় “সমগ্র সরকার ও সমগ্র সমাজ” ভিত্তিক সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ অপরিহার্য।

নিউইয়র্কে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসন ফোরামে

অংশ নিতে সফর করছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। সফর উপলক্ষে নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি প্রবাসীদের কল্যাণ, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং অভিবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের নানা উদ্যোগ তুলে ধরেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরাম (আইএমআরএফ)-এ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক সফরে পৌঁছেছেন। গত রোববার তিনি নিউইয়র্কের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মী, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি এবং সিলেটের বিশিষ্টজনেরা তাকে স্বাগত জানান। মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কে এক মতবিনিময় সভা ও ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। সোমবার সন্ধ্যায় কুইন্সের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ও বি-য়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু। সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রবাসীদের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গত আড়াই মাসে সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথাও উল্লেখ করে তিনি প্রবাসীদের

সহযোগিতা কামনা করেন। প্রবাসীদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি কমাতে এবং উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্রবাসীদের জন্য বিশেষ লাউঞ্জ স্থাপনের উদ্যোগও প্রক্রিয়াধীন। তিনি বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি বলেন, প্রবাসীদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি সুরক্ষায় সরকার ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা জোরদার করছে। বিদেশে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসীদের মরদেহ সরকারি খরচে দেশে আনার ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানান তিনি। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখতার আহমেদ। এছাড়া জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী নিউইয়র্কে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজল্যুশন ৭৩/৩২৬ অনুযায়ী ৫ থেকে ৮ মে পর্যন্ত নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই উচ্চপর্যায়ের ফোরাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ‘গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর সেফ, অর্ডারলি অ্যান্ড রেগুলার মাইগ্রেশন’ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসরকারি বৈশ্বিক প্রায়টফর্ম। সফরের প্রথম দুই দিনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল বিভিন্ন রাউন্ডটেবিল বৈঠকে অংশ নেবে। পরবর্তী দিনগুলোতে মূল অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে অভিবাসন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরবেন মন্ত্রী। মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর আগামী ১১ মে ঢাকার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

তরুণ আলোকচিত্রী ওয়াসি ফেরদৌস’র ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর)

পরলোকগমন করেছেন (ইন্সলিগ্নাহেডুজাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৩১ বছর। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিউইয়র্কের সৃজনশীল পরিমন্ডলে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের মাধ্যমে আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন। ডিজিটাল ও স্ট্রিগিজ-দুই মাধ্যমেই সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি প্রায়ট ইনস্টিটিউটে ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেন। তার কাজ প্রদর্শিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অব ফটোগ্রাফিতে এটা তার শিল্পীসত্তার স্বীকৃতি। ২০২০ সাল থেকে তিনি নিয়মিত নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের স্ট্রিট স্টাইল ধারণ করতে শুরু করেন। তার এই কাজই পরবর্তীতে তাকে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন অঙ্গণে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তিনি বিখ্যাত ফ্যাশন হাউস ক্যারোলাইনা হেরেরার ব্যাকস্টেজ ও রানওয়ে ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেন।

ফ্যাশনের পাশাপাশি তিনি ক্রীড়া ও সমসাময়িক ঘটনাবলিও ক্যামেরাবন্দি করেছেন। ইউএস ওপেনের মত বড় ক্রীড়া আসরেও তার উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এছাড়া তিনি জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার সাইরাসের সঙ্গেও কাজ করেছেন। পেশাদার সাফল্যেও পাশাপাশি ওয়াসি ছিলেন একজন সচেতন মানবিক কণ্ঠ। তিনি ফিলিস্তিনি অধিকার রক্ষায় সক্রিয় সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার সহকর্মী ও পরিচিত জনদের ভাষায়, ওয়াসি ছিলেন অত্যন্ত সদয়, নির্ভরযোগ্য এবং সমসাময়িক সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত একজন মানুষ। তিনি ছিলেন তার ক্যারিয়ারের একেবারের সূচনালগ্নে। সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই তার এই প্রয়াণ। তার পিতা ওবাইদুল হক নিউইয়র্ক সিটির এনওয়াইপিডিতে কর্মরত। ওয়াসি ফেরদৌস সম্পর্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডাঃ মুহাম্মদ হামিদুজ্জামান এর ভাষি।

নিউইয়র্কে স্বল্পআয়ের

(শেষ পাতার পর)

ম্যানহাটনের শত শত পরিবার উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সেবার আওতায় আসবে বলে জানিয়েছে সিটি হল। নিউইয়র্ক শহরের স্বল্প আয়ের আবাসিক ভবনগুলোতে দ্রুতগতির বিনামূল্যের ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি। সোমবার ঘোষিত “নেবারহুড ইন্টারনেট প্রোগ্রাম” নামের এই উদ্যোগটি নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন ও নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির যৌথ প্রকল্প। এর আওতায় আগামী দুই বছরে ব্রক্স ও আপার ম্যানহাটনের ৭০০টির বেশি নিম্নআয়ের পরিবারের কাছে বিনামূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া হবে।

মেয়র মামদানি বলেন, বর্তমান সময়ে চাকরি খোঁজা, শিশুদের শিক্ষা ও বিভিন্ন নাগরিক সেবা গ্রহণের জন্য ইন্টারনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখনও অনেক নিউইয়র্কবাসীর জন্য নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সেবা ব্যয়বহুল বা সীমিত। তাই এই ২০ লাখ ডলারের বিনিয়োগ ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি ফেডারেল অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ তহবিল নিশ্চিত করেছেন কংগ্রেসম্যান রিচি টরেন্স। প্রকল্পটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি। রিচি টরেন্স বলেন, “ডিজিটাল বিভাজন এখন আর কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়; এটি দক্ষিণ ব্রক্সসহ বহু পরিবারের জন্য প্রতিদিনের বাস্তবতা। বর্তমান অর্থনীতিতে অনলাইনে সংযুক্ত না থাকলে মানুষ নানা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।” পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ৫০টির বেশি আবাসিক ভবনে ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন করা হবে। এর ফলে হাজারো নিম্নআয়ের পরিবার বিনামূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Immigration Form Fill-up Service

- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

Munir Ahmed EA, MBA

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS

ENROLLED AGENT

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

We Accept

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200



চূড়ান্ত সমঝোতার পথে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

জানিয়েছে মধ্যস্থতায় জড়িত একটি পাকিস্তানি সূত্র। সূত্রটির দাবি, প্রস্তাবিত এই চুক্তিটি একটি এক পাতার নথি হলেও এতে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংঘাত শুরুর পর থেকে এটাই দুই দেশের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর পর্যায়ের সমঝোতা উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সম্ভাব্য এই চুক্তিতে থাকতে পারে: ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে নিদিষ্ট সীমাবদ্ধতা, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল, হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কমানোর উদ্যোগ, আগামী সপ্তাহগুলোতে আরো বিস্তৃত আলোচনার কাঠামো নির্ধারণ। এই পুরো প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা গেছে। দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও আলোচনার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে দেশটি নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এখনো কিছু জটিলতা রয়ে গেছে। বিশেষ করে পারমাণবিক কর্মসূচির সময়সীমা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবুও সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং কূটনৈতিক তৎপরতা ইঙ্গিত দিচ্ছে, দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়।

ইরানে ‘সামরিক অভিযান’ শেষ : রুবিও : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযান শেষ হয়েছে এবং এখন নতুন ধাপে এগোচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’-এ যাওয়ার অর্থই হলো ‘অপারেশন এপিক ফি-উরি’র অধীনে ইরানের ওপর হামলা আনুষ্ঠানিকভাবে ‘শেষ’ হয়েছে।

রুবিও ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’কে ‘ফেভার টু দ্য ওয়ার্ল্ড’ হিসেবে দাবি করে বলেন, এই নতুন উদ্যোগ মূলত বৈশ্বিক মানবিক সহায়তার অংশ। তার ভাষায়, এটি বিশ্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা। তিনি জানান, ইরান হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর উপসাগরীয় অঞ্চলে বহু নাবিক ও বেসামরিক মানুষ আটকা পড়েছিলেন। সেসব আটকে পড়া নাবিকদের উদ্ধারে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সংঘাতের পর প্রায় ৮৭টি দেশের ২৩ হাজারের বেশি মানুষ ওই অঞ্চলে আটকা পড়েছেন এবং ইরান সরকার তাদের কার্যত অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেছিলো। এ সময় ইরান সরকারের সঙ্গে আলোচনার অভিজ্ঞতাকে জটিল ও হতাশাজনক বলেও উল্লেখ করেন এই কূটনীতিক।

সমঝোতায় ইরান পেতে পারে ২ হাজার কোটি ডলার মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত মিলছে। এখন চূড়ান্ত সমঝোতার দরকষাকষিতে রয়েছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র। এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ইরানের ইউরেনিয়াম। সমঝোতার অংশ হিসেবে ইরান তার সমৃদ্ধ করা ইউরেনিয়ামের মজুত ত্যাগ করবে। তার বিনিময়ে ইরানের জন্ম করা দুই হাজার কোটি ডলার ফেরত দেবে যুক্তরাষ্ট্র। এমন চুক্তিই হচ্ছে বলে দুই মার্কিন কর্মকর্তা ও আলোচনার বিষয়ে অবগত আরও দুটি সূত্র জানিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই যুদ্ধে বিরতি চলছে এপ্রিলের শুরু থেকে। তারপর নানা টানা পোড়েনের মধ্যে চলতি সপ্তাহে আলোচনায় বেশ অগ্রগতি হয়; যদিও কিছু বিষয়ে বড় ধরনের মতপার্থক্য এখনো রয়ে গেছে। এখন চুক্তি হলে যুদ্ধের অবসান ঘটবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, চূড়ান্ত আলোচনার জন্য চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে মার্কিন ও ইরানি প্রতিনিধিরা দ্বিতীয় দফার বৈঠকে বসতে পারেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী রোববার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে হতে পারে এই বৈঠক। মিসর ও তুরস্কের সমর্থনে পাকিস্তান এই আলোচনার মধ্যস্থতা করছে। গত ১১ এপ্রিল প্রথম দফার আলোচনাটি ইসলামাবাদেই হয়েছিল। এরপর পাকিস্তানের উদ্যোগ থাকলেও দ্বিতীয় দফা

আলোচনা আর হয়নি। ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হলো ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত নিয়ন্ত্রণ করা। ওয়াশিংটন চায়, মাটির নিচে থাকা প্রায় দুই হাজার কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ইরান যেন ব্যবহার করতে না পারে। বিশেষ করে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করা ৪৫০ কেজি ইউরেনিয়াম নিয়ে তাদের উদ্বেগ বেশি। অন্যদিকে ইরানের এখন অর্থের খুব প্রয়োজন।

ইউরেনিয়ামের মজুত এবং ইরানের জন্ম করা অর্থের পরিমাণ নিয়েই এখন দুই পক্ষের দরকষাকষি চলছে। ইরান ওই অর্থ কোন কোন খাতে খরচ করতে পারবে, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। এল্লিওসে এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ট্রাম্প ‘ট্রিফ শোশ্যাল’ লিখেছেন, ‘কোনো অর্থ লেনদেন হবে না।’ অবশ্য তিনি সরাসরি ইরানের অর্থছাড়ের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। সূত্র জানায়, আলোচনার শুরু দিকে খাদ্য ও গুদাম কেনার জন্য ৬০০ কোটি ডলার ছাড় দিতে রাজি ছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইরান ২ হাজার ৭০০ কোটি ডলার দাবি করে। এখন দুই হাজার কোটি ডলার নিয়ে আলোচনা চলছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব। তবে আরেক কর্মকর্তা বলেন, ইউরেনিয়ামের বদলে ডলার ফেরত দেওয়ার বিষয়টি ‘অনেকগুলো আলোচনার একটি’ মাত্র। আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, ‘ইরান দুই হাজার কোটি ডলারের বেশি অর্থ চায়। তারা নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই মুক্তবাজারের দরে বাজারে তেল বিক্রি করতে চায়। তবে তারা একই সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি এবং হামাসের মতো সন্ত্রাসীদের অর্থায়নও চালিয়ে যেতে চায়। আমরা যা কিছু দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি, সেগুলো পাওয়ার বিনিময়েও তারা এই কর্মকাণ্ড পুরোপুরি ছাড়তে রাজি নয়।’ ওয়াশিংটন চাইছিল, ইরান তাদের সব পারমাণবিক উপাদান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিক। তবে ইরান তাতে রাজি নয়। তারা শুধু নিজ দেশের ভেতরেই সেগুলোর মান কমিয়ে ফেলতে রাজি হয়েছে। এখন একটি আপস-প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। এর আওতায় উচ্চমানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের কিছু অংশ তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো হতে পারে। আর বাকি অংশ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে মান কমিয়ে ফেলা হবে ইরানে রেখেই।

খসড়া সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) তেহরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি স্থগিত রাখার বিষয়টি রয়েছে। প্রথম দফা আলোচনায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ২০ বছরের জন্য স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তখন ইরান পাঁচ বছরের প্রস্তাব দেয়। মধ্যস্থতাকারীরা এখন এই ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করছেন। এই সমঝোতায় চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরির জন্য ইরান পারমাণবিক গবেষণা চুল্লি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। তবে তাদের সব পারমাণবিক স্থাপনা মাটির ওপরে থাকতে হবে। মাটির নিচে থাকা বর্তমান স্থাপনাগুলো একেজো করে রাখা হবে। আরেক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ইরান নমনীয় হয়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। তারা আর কট্টরু এগোয়, তা দেখার বিষয়। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি চলমান আলোচনাকে ‘ফলপ্রসূ’ বলছেন। তবে তিনি সংবাদমাধ্যমে বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, অজ্ঞাতনামা সূত্রগুলো দাবি করছে তারা সংবেদনশীল কূটনৈতিক আলোচনার বিষয়ে জানে। অথচ তারা কী নিয়ে কথা বলছে, সেটি নিয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই। তবে রিপাবলিকান সিনেটর লিভসে গ্রাহাম ফল্ল নিউজকে বলেন, ট্রাম্প সরাসরি ইরানিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সম্প্রতি এক ফোনালাপে দুই পক্ষের মধ্যে বেশ দরকষাকষিও হয়। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র না বানানোর প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হয়েছে। তারা জানিয়েছে, সব সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বা ‘নিউক্লিয়ার ডাস্ট’ যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দেবে। তিনি আরও বলেছিলেন, ‘আমরা চুক্তির খুব কাছাকাছি আছি। চুক্তি না হলে আবার যুদ্ধ শুরু হবে।’ আগামী শুক্রবার তুরস্কে একটি কূটনৈতিক সম্মেলনের ফাঁকে পাকিস্তান, মিসর ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীরা সৌদি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতার কাজটি এগিয়ে নেওয়া হবে এ বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য। তথ্যসূত্র : অ্যান্ড্রিওস

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষে সৌদি

(প্রথম পাতার পর)

প্রবাসী আয়ে দশ নেমেছে চলতি অর্থবছরের ১০ মাস না যেতেই। আর তালিকার চতুর্থ স্থানে থাকা যুক্তরাজ্য থেকে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। দেশের রেমিট্যান্স আসার অন্যতম প্রধান উৎস পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর তালিকায়ও অবস্থান বদল হয়েছে। দুই নম্বর স্থানে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাতকে টপকে শীর্ষে উঠে এসেছে আগের অর্থবছরে তালিকার তৃতীয় স্থানে থাকা সৌদি আরব। একই সঙ্গে দেশটি পেছনে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্রকেও। যেটি নেমে গেছে তালিকার পঞ্চম স্থানে। অপরদিকে যুক্তরাজ্য থেকে বেশি আসতে শুরু করেছে রেমিট্যান্স। এতে আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রকে ডিঙিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চলে এসেছে দেশটি। শীর্ষ পাঁচের তালিকায় থাকা মালয়েশিয়া উঠে এসেছে চতুর্থ স্থানে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল সময়ে টানা বাড়তে থাকা রেমিট্যান্সের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে এ চিত্র। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল ১০ মাসে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় আসে এমন ১০টি উৎস দেশের মধ্যে ৯টি থেকে আয় বেড়েছে; কমেছে কেবল যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই সময়ে বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসীরা মোট ২ হাজার ৯৩৩ কোটি ২০ লাখ (২৯ দশমিক ৩২ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪৭৩ কোটি ৫৬ লাখ ডলার এসেছে সৌদি আরব থেকে, যা এই ১০ মাসের মোট রেমিট্যান্সের ১৬ দশমিক ১৪ শতাংশ। গত অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিলের চেয়ে বেশি এসেছে ৪৫ দশমিক ১৮ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ে দেশটি থেকে এসেছিল ৩২৬ কোটি ১৯ লাখ ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে— ৪০৩ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে বেশি এসেছে ৬৪ দশমিক ০৩ শতাংশ। গত জুলাই-এপ্রিলে এসেছিল ২৪৫ কোটি ৯৬ লাখ ডলার। আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৩৮১ কোটি ৫ লাখ ডলার; বেড়েছে ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৩৬১ কোটি ১৪ লাখ ডলার। মালয়েশিয়া থেকে এসেছে ২৯২ কোটি ২৭ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিলে এসেছিল ২১০ কোটি ৫৫ লাখ ডলার; বেড়েছে ৩৮ দশমিক ৮১ শতাংশ। অপরদিকে গত অর্থবছরের শীর্ষস্থান থেকে এবারের ১০ মাসের হিসাবে পাঁচে নেমে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ২৫২ কোটি ২১ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৪২৭ কোটি ৯ লাখ



ডলার; কমেছে ৪২ শতাংশ।

অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন (৩ হাজার ৩৩ কোটি) ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা; যা ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে। দেশটি সেবার টপকে যায় সংযুক্ত আরব আমিরাতকে। তবে এবার হিসাব আরেকটু গুলট-পালট হয়েছে। উভয় দেশই শীর্ষ দুই স্থান হারিয়েছে; এক ধাক্কায় যুক্তরাষ্ট্র নেমেছে পঞ্চম স্থানে আর আমিরাত তৃতীয় স্থানে। আর আগের দুই অর্থবছরে তৃতীয় স্থানে থাকা সৌদি আরব থেকে এখন বেশি রেমিট্যান্স আসছে। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে যুক্তরাজ্য এবং এক ধাপ উন্নতি হয়ে মালয়েশিয়া রয়েছে পঞ্চম স্থানে। রেমিট্যান্সের উৎসে এমন উত্থান-পতনের পেছনে কী কাজ করছে, তার সুনির্দিষ্ট কারণ বলতে পারছেন না ব্যাংকারসহ সংশ্লিষ্টরা। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর পদ্ধতিগত হিসাবের কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক যা পরে নির্দেশনা দিয়ে পরিবর্তন করেছে। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে উপসাগরীয় ছয় দেশের মধ্যে সৌদি আরবে প্রায় ২০ লাখ, আরব আমিরাতে ১০ লাখ, ওমানে ৭ লাখ, কাতারে ৪ লাখ ৫০ হাজার, বাহরাইনে ১ লাখ ৫০ হাজার এবং কুয়েতে ১ লাখ ৪০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী আছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ৮ লাখের মতো এবং যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত প্রবাসীর সংখ্যা ১০ লাখের মতো। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি সংখ্যা ৫ লাখের বেশি। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ আনুষ্ঠানিক চ্যালেলে সরাসরি ব্যাংক কিংবা এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে দেশে আসে। এক্সচেঞ্জ হাউসের সংগ্রহ করা রেমিট্যান্স ব্যাংকগুলো কিনে নিয়ে সুবিধাভোগীকে টাকা পরিশোধ করে। দেশের মোট রেমিট্যান্সের বেশি অংশ আসে এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে। যেসব দেশের এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বেশি আসে, সেগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও আরব আমিরাতে নিবন্ধিত

কোম্পানি বেশি। ফলে প্রবাসীরা কোন দেশ থেকে অর্থ পাঠাচ্ছেন, তা না দেখিয়ে এক্সচেঞ্জ হাউসের নিবন্ধিত দেশ থেকে দেখানো হচ্ছিল। এ কারণে সৌদি আরব থেকে পাঠানো অর্থও যুক্তরাষ্ট্র ও আমিরাতের নামে আসত।

বিশ্বের শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশ ৯৫তম

(প্রথম পাতার পর)

সিঙ্গাপুর। এই তালিকায় তালানির দিকেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এতে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৫তম। হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই বিশ্বের ১৯২টি দেশ ভ্রমণ করতে পারেন, যা বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ। আর বাংলাদেশিরা ভ্রমণ করতে পারেন মাত্র ৩৬টি দেশে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এর প্রতিটি দেশের নাগরিকরা ১৮৭টি দেশে ভিসা ছাড়াই প্রবেশের সুবিধা পান। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডের মানুষরা ১৮৫টি গন্তব্যে প্রবেশাধিকার নিয়ে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, উন্নত অর্থনীতি ও শক্তিশালী কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে ইউরোপীয় দেশগুলো সম্মিলিতভাবে উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড় ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রায় ১৮৩টি দেশে, যা মালয়েশিয়া ও বৃটেনের সমমানের। এর চেয়েও কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ পাসপোর্টের অবস্থান : এই তালিকায় বাংলাদেশ এখনও নিচের দিকেই অবস্থান করছে। বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা সীমিত সংখ্যক দেশে ভিসামুক্ত বা অন-অ্যারাইভাল সুবিধা পান, যা বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় অনেক কম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের পাসপোর্ট শক্তি নির্ভর করে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং অভিবাসন নীতির ওপর। বাংলাদেশে উচ্চ জনসংখ্যা, অভিবাসনের প্রবণতা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভিসা অপব্যবহারের আশঙ্কা বিদেশি দেশগুলোকে কঠোর নীতি নিতে প্রভাবিত করে। দুর্বল পাসপোর্টের বাস্তবতা : তালিকার নিচের দিকে থাকা দেশগুলোর নাগরিকরা ৫০টিরও কম দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার পান। যেমন সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, ও কম্বো। এসব দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ আন্তর্জাতিক ভ্রমণে বড় বাধা সৃষ্টি করে। বিশ্লেষকদের মতে, পাসপোর্টের এই বৈষম্য কেবল ভ্রমণ সুবিধার পার্থক্য নয়, বরং বৈশ্বিক সুযোগ-সুবিধার একটি প্রতিচ্ছবি। একজন নাগরিক কোথায় জন্মেছেন, সেটিই নির্ধারণ করে তিনি কত সহজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেতে পারবেন।

সোশ্যাল সিকিউরিটি ও মেডিকেলার নিয়ে বিতর্ক

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে সোশ্যাল সিকিউরিটি ও মেডিকেলার সুবিধা থেকে প্রায় ৪ লাখ অনথিভুক্ত অভিবাসীকে বাদ দেয়া হয়েছে— এমন দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ বক্তব্য নতুন করে দেশটির অভিবাসন নীতি ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ককে তীব্র করেছে। গত ১ মে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের বৃহৎ অবসরপ্রাপ্তদের আবাসিক কমিউনিটি দ্য ভিলেজেস-এ এক সমাবেশে তিনি বলেন, তার প্রশাসন ইতোমধ্যে সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্মসূচি থেকে প্রায় ৩ লাখ অনথিভুক্ত অভিবাসীকে সরিয়ে দিয়েছে এবং আরো ১ লাখেরও বেশি ব্যক্তিকে মেডিকেলার সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা থেকে বাদ দিয়েছে। ট্রাম্পের ভাষ্য অনুযায়ী, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার মূলত সোশ্যাল সিকিউরিটি ব্যবস্থাকে ‘জালিয়াতিমুক্ত’ করার চেষ্টা করছে। তিনি অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী সময়ে এই কর্মসূচিতে ব্যাপক অনিয়ম ঢুকে পড়েছিল, যা প্রতিরোধে তার প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এ সময় তিনি কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সঙ্গে সমন্বয়ের কথাও উল্লেখ করেন এবং বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। একই মঞ্চ থেকে তিনি সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধার ওপর কর না নেয়ার হোয়াইট হাউসের নীতিও তুলে ধরেন, যা প্রবীণ ভোটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটদের কড়া সমালোচনা করে ট্রাম্প দাবি করেন, তারা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মনোযোগ মূলত তাকে ঘিরে সমালোচনায় সীমাবদ্ধ, যা তিনি ‘ট্রাম্প ডিরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোম’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, অনথিভুক্ত অভিবাসীরা আদৌ কতটা পরিমাণে সোশ্যাল সিকিউরিটি বা মেডিকেলার সুবিধা ভোগ করেন, সে প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কিত। ফলে ট্রাম্পের এ দাবির বাস্তবতা, এর প্রভাব এবং এর পেছনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ— সবকিছুই এখন রাজনৈতিক ও নীতিগত আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

রাজনীতিতে সংঘাত রক্তপাতের আশঙ্কা



(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছে বিরোধী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও তার শরিকরা। তাদের দাবি, বিএনপি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করে গণভোটের রায় এবং জনআকাজক্ষার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারা বলছে, সরকার গণভোটের রায় উপেক্ষা করে দেশকে নতুন করে রাজনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গণরায় দ্রুত না মানলে পরিস্থিতি বিবেচনায় হরতাল-অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচির দিকে অগ্রসর হবে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে সংস্কারের বিপক্ষে নয় সরকার। ফলে সম্ভাবনা বিবেচনায় এখনই কোনো ধরনের সহিংস আন্দোলনের পক্ষে থাকবে না জনগণ। রাজধানীসহ সারা দেশে প্রচণ্ড ব্যুটি ও প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে জামায়াতসহ ১১-দলীয় জোটের গণমিছিল ও সমাবেশ হচ্ছে। সমাবেশ থেকে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জ্বালানি সংকট নিরসন এবং সংবিধান সংস্কারের দাবি জোরালো হচ্ছে। সমাবেশগুলোতে জোটের নেতাকর্মীরা বলছেন, জনগণের অধিকার আদায় এবং চলমান সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা হবে। দাবি না মানলে আগামীতে আন্দোলন হবে আরও কঠোর। এনসিপি বলছে, সংস্কারের পক্ষে ভোট চেয়ে এখন তা বাস্তবায়ন না করাই মূলত অন্তহীন প্রতারণা। যারা গণভোটে সংস্কারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তার প্রতিফলন না দেখলে তারা চুপ করে বসে থাকবেন না। তারা রাজপথে নেমে আসবেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার সরাসরি সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নয়; বরং ধাপে ধাপে কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফলে সরাসরি সংঘাতমুখী রাজনীতির যৌক্তিকতা নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংঘাত ও সহিংসতার অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ জনগণও তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্বস্তি এবং পূর্বানুমেয় রাজনৈতিক পরিবেশকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে গণআন্দোলনের সম্ভাবনা থাকলেও তা সহিংস রূপ নেবে- এমন সম্ভাবনা সীমিত। একই সঙ্গে বিশ্লেষকরা সতর্ক করছেন, যদি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে প্রতিফলিত না হয়, কিংবা বিরোধী মত দমনের অভিযোগ জোরদার হয়, তা হলে জনঅসন্তোষ দ্রুত তীব্র হতে পারে। সেক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সংঘাতে রূপ নেওয়ার ঝুঁকিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ, সংলাপের পরিবেশ বজায় রাখা এবং জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটানো পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখবে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জনআকাজক্ষার সঙ্গে প্রতারণা করেছে বিএনপি। জুলাই সনদের আড়ালে গণভোটের রায়কে অস্বীকার করা হচ্ছে। এটি কেবল রাজনৈতিক কৌশল নয়, সরাসরি জনগণের ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে অবস্থান। তিনি বলেন, সরকার সচেতনভাবেই জুলাই সনদ এবং গণভোটের রায়- এই দুই বিষয়কে আলাদা করে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। তার দাবি, সরকার ও মন্ত্রীরা সংসদে দাঁড়িয়ে বারবার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও গণভোটে জনগণের দেওয়া সরাসরি রায়ের বিষয়ে নীরবতা বজায় রাখছে। তিনি আরও বলেন, একবারও কোনো মন্ত্রী বলেননি গণভোটের রায় অক্ষরে অক্ষরে মানা হবে। কারণ তারা জানেন, সেটি মানলে তাদের রাজনৈতিক হিসাব ভেঙে পড়বে। গণভোটের আগে দীর্ঘ চার মাস সময় থাকা সত্ত্বেও সরকার বা সংশ্লিষ্টরা কেন কোনো আপত্তি তোলেনি। ১৭ অক্টোবর জুলাই সনদে স্বাক্ষর, ১৩ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ, ২৫ নভেম্বর গণভোটের অধ্যাদেশ, ফেব্রুয়ারিতে ভোট- এই পুরো সময় কেউ বলেননি এসব অসাংবিধানিক। অথচ ক্ষমতায় বসেই সবকিছু অবৈধ বলা হচ্ছে। এটি সুস্পষ্ট দ্বিচারিতা। গোলাম পরওয়ার বলেন, সরকারের বর্তমান অবস্থানে কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা স্পষ্ট। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জনগণের রায়কে অস্বীকার করা হচ্ছে। এটি গণতন্ত্র নয়,

ফ্যাসিবাদের লক্ষণ। তিনি সতর্ক করেন, এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশে আবারও সংঘাত, অস্থিরতা ও রক্তপাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, পার্লামেন্টে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলনের পথেই যেতে বাধ্য হবে সংশ্লিষ্টরা। পাঁচ কোটি মানুষ যে রায় দিয়েছে, তা যদি সংসদে বাস্তবায়ন না হয়, আমরা আবার জনগণের কাছে ফিরে যাব। আন্দোলনই তখন একমাত্র পথ। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এখনো সুযোগ আছে। সংকট এড়াতে হলে জনগণের ম্যানেজমেন্টকে সম্মান করতে হবে। অন্যথায় এর দায় সরকারকেই নিতে হবে। গণভোটের রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাও-লানা আবদুল হালিম বলেন, সরকারকে অনতিবিলম্বে গণভোটের রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আকাজক্ষা পূরণ করতে হবে। কারণ প্রায় ৭০ শতাংশ ভোটার এ রায় প্রদান করেছেন। এ রায় নিয়ে টালবাহানা করলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তুলে গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা হবে। জোটের নেতারা বলেন, দেশ এক সংকটময় সময় অতিক্রম করছে। জনগণের প্রত্যাশা ও গণতান্ত্রিক অধিকার দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং গণভোটের রায় কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি। বৈষম্যহীন, জবাবদিহিমূলক ও গণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের মতামতের প্রতিফলন জরুরি। সরকার যদি জনগণের প্রত্যাশাকে সম্মান না করে, তবে গণআন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের ন্যায় অধিকার আদায় করবে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারকে ‘হুঁশে ফিরে’ এসে সংস্কারে মনোযোগ দিতে হবে। গণভোটের রায় যদি না মানে, তা হলে এই সরকারকে আমরা সেদিন থেকেই অবৈধ সরকার বলা শুরু করব। আমরা এটার জন্য সময় নেব না। আপনারা যেমন আমাদের সব অর্জন ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য সময় নিচ্ছেন না, আমরাও কিন্তু সেটার জন্য সময় নেব না। আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকার শুধু জুলাই সনদ নয়, তাদের নিজেদের ঘোষিত ৩১ দফা রাষ্ট্র মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়নের নীতিও মানছে না। সরকারের প্রাথমিক কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে, তারা ক্রমেই পুরোনো দলীয়করণ নীতির পথে হাঁটছে। সরকার যদি দ্রুতই জনআকাজক্ষা পূরণে উদ্যোগী না হয়, তবে আন্দোলন ছাড়া বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সরকার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, বিএনপি ঐকমত্য কমিশনে থেকে সবকিছুতে স্বাক্ষর করলেও এখন সব অবজ্ঞা করছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের নাজুক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আমরা এখনই হরতাল-অবরোধ না দিয়ে ধাপে ধাপে কর্মসূচি দিচ্ছি। কিন্তু বিএনপি যদি পরিবর্তন না চায় এবং পূর্ববর্তী সরকারের মতো আচরণ করে, তবে জনরোধের মুখে সরকার শাস্তিতে থাকতে পারবে না। গণভোটের রায় কার্যকর ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে নেমেছে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্য। বর্তমানে দেশজুড়ে ‘প্যাকেজ কর্মসূচি’ পালন করা হচ্ছে। এরপরও দাবি আদায়ে কাজ না হলে পর্যায়ক্রমে কঠোর আন্দোলনের কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে এ জোট। এরই মধ্যে সমাবেশ, মহাসমাবেশ, গণমিছিল, সেমিনার, লিফলেট বিতরণ ও দেয়াল লিখনের পর বিভাগীয় শহরগুলোতে সমাবেশ করা হচ্ছে। ১১-দলীয় ঐক্যের শীর্ষ নেতারা বলছেন, রাজপথে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক চাপ বাড়ানো এবং গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা। রায় বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ধাপে ধাপে কর্মসূচির তীব্রতা বাড়ানো হবে। পরিস্থিতি বুঝে হরতাল-অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচির দিকে যাওয়ার বিষয়েও জোটে আলোচনা চলছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

**ATTORNEY
M. MOSTAFA**
(A Full Service Law Firm)
LL.B Honors (1st Class)
LL.M. (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSONAL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS

- Lead Poisoning
- Construction Work
- Sly and Fall
- Medical & Dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Spinal/Neurology Surgery Malpractice
- Deceptive Child Birth
- Nursing Home Neglect and Abuse etc.
- Wrongful Death Claims
- Car and Bi-cycle Accident and Injury
- Test, Bus-Subway and Train Accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Deceptive product and electrical shock

GENERAL PRACTICE AREAS

- Diverse and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Will, Trust and Estate Planning
- Overtime and Wage Issues
- All Criminal Matters

IMMIGRATION MATTERS

- Green Card through "EB-1 to EB-5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration H1B, L1, E2
- Green Card Replacement/Name
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Warrior
- Deportation
- Family Petitions
- Green Card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada & UK

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-487-4873 | Text: 917-285-6247
Email: abmostafa1@gmail.com

**Law Offices of
Nasrin A Moznu**

All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনসুলার প্রসেসিং

এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা,
রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও
বৈষম্যের (Discrimination)
মামলায়ও কল দিতে পারেন।
আমরা আপনাকে সঠিক আইনী
নির্দেশনা দিতে পারি।

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : **718-518-0470 (Office)**
মি. মজুমদার : **917-597-6349**
অ্যাটর্নি নাছরিন: **347-493-9906**
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com



হতাশায় বিএনপির পদপ্রত্যাশীরা

(প্রথম পাতার পর)

মেয়াদোত্তীর্ণ। নিয়মিত কাউন্সিল না হওয়ায় মূল দলসহ ১১টি অঙ্গসংযোগী সংগঠনের মধ্যে ১০টির মেয়াদ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। গঠনতন্ত্রে প্রতি তিন বছর পর নতুন কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও দীর্ঘদিন তা বাস্তবায়ন হয়নি। কোথাও তিন বছর, কোথাও পাঁচ বছর, আবার কোথাও এক যুগ একই কমিটি বহাল রয়েছে। এতে সংগঠনের কার্যক্রমে কার্যত স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। নতুন নেতৃত্ব তৈরির পথও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। মন্ত্রিসভাসহ সংসদে যুক্ত রয়েছেন দলের মূল ও অঙ্গসংগঠনের অনেক নেতা। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তাদের সময় কমে গেছে। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সাংগঠনিক কার্যক্রম। পদপ্রত্যাশী নেতা-কর্মীদের মধ্যেও বাড়ছে হতাশা। বিএনপির সর্বশেষ জাতীয় কাউন্সিল হয়েছিল ২০১৬ সালের মার্চে। এরপর আর কাউন্সিল না হলেও প্রতিনিয়ত দলটির জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে আনা হয়েছে পরিবর্তন-পরিবর্তন। নেওয়া হয়েছে নতুন মুখ। দলের দায়িত্বশীলরা বলছেন, আপাতত সরকারের কার্যক্রম পরিচালনাই শীর্ষ নেতৃত্বের প্রধান অগ্রাধিকার। তাই চলতি বছর জাতীয় কাউন্সিল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। দলটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যদ জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে বেশ কয়েকটি পদ শূন্য রয়েছে। দলের চেয়ারম্যান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯ জন। কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন। সে কারণে তার পদটিও শূন্য। বর্তমানে কমিটির সদস্য রয়েছেন তারেক রহমান (চেয়ারম্যান), ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (মহাসচিব), আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, বেগম সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। বেগম খালেদা জিয়া, মওদুদ আহমদ, তরিকুল ইসলামসহ স্থায়ী কমিটির আরও কয়েক সদস্য গত কয়েক বছরে মারা গেছেন। জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দল, কৃষক দল, তাঁতি দল, মৎস্যজীবী দল, মুক্তিযোদ্ধা দল, জাসাস ও ওলামা দল- এই ৯টি হলো বিএনপির অঙ্গসংগঠন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও শ্রমিক দল বিএনপির সহযোগী সংগঠন। তবে এসব সংগঠনের অধিকাংশেরই পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র নেই। ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের আগে আবদুল মোনামের মূল্যকে সভাপতি এবং নুরুল ইসলাম নয়নকে সাধারণ সম্পাদক করে যুবদলের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। দেড় বছরের বেশি সময় পার হলেও এখনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি দিতে পারেননি তারা। এর মধ্যে সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন ভোলা-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদল, কৃষক দল, মহিলা দল, মুক্তিযোদ্ধা দল, তাঁতিদল, জাসাস, শ্রমিক দল ও মৎস্যজীবী দল এসব সংগঠনেরও কোনো কমিটির মেয়াদ নেই। স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী এবং সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান দুজলই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। রাজীব বর্তমানে সরকারের প্রথমমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে হাসান জাফির তুহিনকে সভাপতি এবং শহিদুল ইসলাম বাবুলকে সাধারণ সম্পাদক করে কৃষক দলের কমিটি গঠন করা হয়। তিন বছর মেয়াদি এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে প্রায় দেড় বছর আগে। সভাপতি তুহিন পরাজিত হলেও বাবুল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্য। ২০২৪ সালের মার্চে রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে সভাপতি ও নাছির উদ্দিন নাছিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। সাম্প্রতিককালে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোতে ছাত্রদলের পরাজয়ের সংগঠনটির অতীত ঐতিহ্য ধুলিসাং করেছে বলে দলটির সাবেক ও বর্তমান নেতা-কর্মীদের মন্তব্য। ফলে সংগঠন-টির পুনর্গঠন ও নতুন গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের দাবি উঠেছে খোদা সংগঠনটির মধ্য থেকেই। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে আফরোজা আব্বাসকে সভাপতি ও সুলতানা আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে মহিলা দলের কমিটি ঘোষণা করা হয়। ১০ বছর একই কমিটি দিয়ে চলছে। এর মধ্যে সুলতানাকে চলতি সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে ইশতিয়াক আজিজ উলফাত মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ও সাদেক খান সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এক যুগের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ও নতুন কমিটি না হওয়ায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। ২০১৪ সালের এপ্রিলে সর্বশেষ জাতীয় কাউন্সিলে আনোয়ার হোসাইন ও নূরুল ইসলাম খান নাসিমের নেতৃত্বে শ্রমিক দলের কমিটি গঠিত হয়। ২০১৬ সালে কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও নতুন করে আর কোনো কাউন্সিল হয়নি। বর্তমানে শীর্ষ দুই নেতাই অসুস্থ। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে রফিকুল ইসলাম মাহতাবকে আস্থায়ক ও ছাত্রদলের সাবেক নেতা আবদুর রহিমকে সদস্য সচিব করে মৎস্যজীবী দলের আস্থায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ২০২৪ সালের আগস্টে মারা যান রফিকুল ইসলাম। পরে ২০২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সংগঠনটির কমিটি বিলুপ্ত করে বিএনপি। এরপর আর কোনো কমিটি হয়নি। জাতীয়তাবাদী তাঁতি দলের ২০১৯ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় আস্থায়ক কমিটিও তামাদি হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিন বছরের মেয়াদ থাকলেও ২০২২ সালে এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। আবুল কালাম আজাদকে আস্থায়ক ও মো. মজিবুর রহমানকে সদস্য সচিব করে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়, যা তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করার কথা ছিল। তবে দীর্ঘ সময় পার হলেও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পুরোনো নেতারা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অভিনেতা হেলাল খানকে আস্থায়ক ও জাকির হোসেন রোকনকে সদস্য সচিব করে ২০২১ সালের নভেম্বরে ৭১ সদস্যবিশিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক (জাসাস) সংস্থার আস্থায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। ওই কমিটি প্রায় ৫ বছর পার করছে। এদিকে, নির্বাচনের পর অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ পদে যেতে আগ্রহীদের দৌড়ঝাঁপ বেড়েছে। পদপ্রত্যাশীরা ইতোমধ্যে লবিং শুরু করেছেন। তাদের মতে, নির্ধারিত সময়ে নতুন কমিটি ঘোষণা না হওয়ায় সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ছে। নতুন নেতৃত্ব তৈরির পথও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলও বাড়ছে। সামগ্রিক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার গঠনের পর ব্যস্ততা বেড়েছে। এর মধ্যে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, ঈদুল আজহার পর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো নতুনভাবে গতি পাবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন। ২৯৩টি আসনের মধ্যে ২০৬টিতে জয় পেয়ে প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বিপরীতে, তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) মাত্র ৮১টি আসনে এগিয়ে আছে। যদিও শুভেন্দু অধিকারী এগিয়ে আছেন, তবুও মুখ্যমন্ত্রী পদের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য ও অগ্নিমিত্রা পালের নামও আলোচনায় রয়েছে। অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোল দক্ষিণ আসন থেকে জয় পেয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী এবার ভবানীপুরে প্রায় ১৫ হাজারের বেশি ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন। এর আগে ২০২১ সালের নির্বাচনে নন্দীগ্রামেও তিনি মমতাকে পরাজিত করেছিলেন। দলীয় নেতাদের মতে, মমতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াইয়ের পুরস্কার হিসেবেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে। উল্লেখ্য, একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন শুভেন্দু। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন, যেখানে তাকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভবানীপুরে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ও অমিত শাহ তার সঙ্গে ছিলেন, যা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আস্থার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে, ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী প্রায় ৭৩ হাজার ভোট পেয়েছেন, যেখানে মমতা পেয়েছেন প্রায় ৫৮ হাজার ভোট। এছাড়া নন্দীগ্রামেও তিনি তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। ফল ঘোষণার পর শুভেন্দু অধিকারী এই জয়কে ‘ঐতিহাসিক’ আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি হিন্দুত্ব, বাংলার মানুষ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জয়ের প্রতিফলন। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অগ্নিমিত্রা পালকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, বিশেষ করে যদি দল নারী মুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দলের এই সাফল্যও তাকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সামনে রেখেছে। খুব শিগগিরই কলকাতায় নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডাকার পরিকল্পনা করছে বিজেপি। তবে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবে হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। দলীয় নেতাদের মতে, গত দুই মাসে শুভেন্দু অধিকারীর জোরালো প্রচার এবং হিন্দু ভোটব্যাংকের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কৌশলই বিজেপির এই সাফল্যের পেছনে বড় কারণ।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির গেম চেক্সার ৬ জন, নেপথ্যে অমিত শাহ : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের পেছনে ছয়জন কেন্দ্রীয় নেতার সমন্বিত কৌশল কাজ করেছে। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যিনি দীর্ঘ সময় রাজ্যে অবস্থান করে পুরো প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারকি করেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার প্রতিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে টানা ১৪ দিন অবস্থান করে নির্বাচনী কৌশল বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন। এই সময় তিনি একাধিক জনসভা, রোডশো এবং সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন। রাত গভীর পর্যন্ত দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সমন্বয় করেন। নির্বাচনী প্রচারে তিনি সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা এবং ‘দুষ্কৃতি ও অনুপ্রবেশকারীদের’ বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অমিত শাহ ছাড়াও আরও পাঁচজন কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচনী কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ধর্মেন্দ্র প্রধান পুরো নির্বাচনী প্রচারের প্রধান কৌশল নির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও রাজ্য ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলেন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সফর পরিকল্পনা তদারকি করেন। ভূপেন্দ্র যাদব বুথ পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আইনি বিষয়গুলো তদারকি করেন। সুনীল বানসাল ‘পল্লী প্রধান’দের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বুথভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন, যা মাঠপর্যায়ে দলের কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করে। শৃঙ্খল প্রিয়ুরার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার চালিয়ে কর্মীদের সক্রিয় রাখেন এবং আক্রমণাত্মক

প্রচার কৌশল গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখেন। ডিজিটাল প্রচারে নেতৃত্ব দেন অমিত মালব্য। তিনি বিভিন্ন ইস্যুকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুলে ধরে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন এবং প্রতিপক্ষের প্রচারণার বিরুদ্ধে পাল্টা বর্ণনা দাঁড় করান। দলগত সাংগঠনিক দক্ষতা, মাঠপর্যায়ের সক্রিয়তা এবং ডিজিটাল প্রচারের সমন্বয়ই বিজেপির এই সাফল্যের পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৫ মন্ত্রীর ২২ জনই হেরেছেন নিজ আসনে, তালিকায় মমতাও : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে বড় ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলটির সরকারে থাকা ৩৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২২ জনই নিজ আসনে পরাজিত হয়েছেন। অর্থাৎ, প্রায় ৬৩ শতাংশ মন্ত্রীই ভোটে জিততে পারেননি। পরাজিতদের তালিকায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। কলকাতার ভবানীপুর আসনে তিনি পরাজিত হয়েছেন। তৃণমূল সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীরাও এ নির্বাচনে হেরেছেন। এর মধ্যে আবাসন ও বিদ্যুৎ, শিক্ষা, শিল্প, পরিবহন, নারী ও শিশুকল্যাণ, তপশিলি ও অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা রয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই ফলাফল রাজ্যে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রাথমিক প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টি-বিজেপির পক্ষে জোরালো হাওয়া তৈরি হয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপরও। পরাজিত মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন- অরুণ বিশ্বাস, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসু, ইন্দ্রনীল সেন, বেচারাম মান্না, স্বপন দেবনাথ, বুলু চিক বরানাইক, প্রদীপ মজুমদার, বীরবাহা হাঁসদা, মানস ভূঁইয়া, মলয় ঘটক, সিদ্ধিকুল্লাহ চৌধুরী, উদয়ন গুহ, সন্ধ্যারানি টুডু, বঙ্কিম হাজরা, উজ্জ্বল বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত মাহাতো ও সত্যজিৎ বর্মাণ। **তারকাদের কে জিতলেন, কে হারলেন :** ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে বিরাজ করে উত্তেজনা। রোববার রাত থেকেই ফলাফলের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে পুরো রাজ্য। সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া ভোট গণনার শুরুতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতের কেন্দ্রের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মধ্যে ব্যবধান কম দেখা যায়। পরে এ ব্যবধান বাড়তে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনে তারকা প্রার্থীদের অংশগ্রহণ এবার ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরা ভোটের লড়াইয়ে নামায় রাজনীতিতে নতুন জোয়ার আসে। ফলে ভোট গণনার প্রাথমিক ধাপে তাদের পারফরম্যান্স নিয়েও ছিল সবার আগ্রহ। সর্বশেষ পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে, সব তারকা প্রার্থী সমান সাফল্য পাননি। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক আসনে তারকা প্রার্থীরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার বরাহনগরে সায়াস্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির সজল ঘোষের তুলনায় পিছিয়ে পড়েন। ব্যারাকপুরে তৃণমূল প্রার্থী ও পরিচালক রাজ চক্রবর্তীও বিজেপির কৌস্তভ বাগচীর কাছে পিছিয়ে পড়েন। যদিও তিনি ২০২১ সালে এই আসনে জয় পেয়েছিলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণে অভিনেত্রীদের লড়াইয়ে বিজেপির রূপা গাঙ্গুলি তৃণমূলের লাভলি মৈত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। কলকাতার মানিকতলা আসনে তৃণমূলের শ্রেয়া পাণ্ডেও বিজেপির তাপস রায়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়েন। অন্যদিকে, করিমপুর আসনে তৃণমূলের সোহম চক্রবর্তী হেরে গেছেন। রাজ-রহাট-গোপালপুরে লোকশিল্পী অদিতি মুন্সী বিজেপির তরুণজ্যোতি তিওয়ারির চেয়ে পিছিয়ে যান। হাওড়ার শিবপুরে বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে যান। এবার পিতৃভূমি থেকে ভোটে লড়েছেন এই অভিনেতা। ২০২১ সালে তিনি ভবানীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন। তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন। দ্বিতীয়বারের লড়াইয়ে ঘরের ছেলেকে নিরাশ করল না শিবপুরের জনতা। তৃণমূল শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক ও বালির বিদ্যায়ী বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়কে ঘরের মাঠে হারালেন ‘রুডি’। তবে শ্যামপুরে অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল প্রার্থীর কাছে পিছিয়ে পড়েছেন। টালিগঞ্জও বিজেপির পার্শ্বা অধিকারী তৃণমূলের অরুণ বিশ্বাসের তুলনায় পিছিয়ে আছেন। তামিলনাড়ুতে পরিস্থিতি ভিন্ন। সেখানে থালাপতি বিজয়ের নতুন দল তামিলগা ভেটরি কাজাগম ভালো ফল করছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। থালাপতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুই আসনেই এগিয়ে আছেন এবং তাঁর দলও বহু আসনে লিড নিয়ে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আসামে আবার অভিনেতা পৃথ্বীরাজ রাভা তেজপুর আসনে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, তারকা পরিচিতি সবসময় ভোটে সাফল্য এনে দেয় না, পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল সেটিই দেখাচ্ছে। তবে তামিলনাড়ুতে তারকা প্রভাব রাজনৈতিক চিত্র বদলানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। চূড়ান্ত ফলাফলই নির্ধারণ করবে এই প্রবণতা কতটা স্থায়ী হয়। সব মিলিয়ে প্রাথমিক গণনায় স্পষ্ট, এবারের নির্বাচনে তারকা প্রার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। কেউ এগিয়ে থাকলেও চূড়ান্ত ফল নির্ভর করছে বাকি রাউন্ডের গণনার ওপর। ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ‘বাংলার মসনদ’ কার দখলে যাচ্ছে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকছেই। তবে শেষ পর্যন্ত কারা জয়ী হন, সেদিকেই এখন নজর সবার।

নিউইয়র্ক সিটির ধনীদের কর বাড়ছে!

(প্রথম পাতার পর)

ধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির জন্য। এ উদ্দেশ্যে তারা বেশ কিছু প্রস্তাবও পেশ করেছেন গভর্নরের কাছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, কর বৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের চেষ্টায় বন্ধুরাও শত্রুতে পরিণত হয়। তবে, এর বিপরীতে ইতিবাচক ফলাফলও আসতে পারে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এবং সিটি কাউন্সিলের স্পিকার জুলি মেনিন গত মঙ্গলবার তাদের মাঝে বিদ্যমান মতপার্থক্য সত্ত্বেও মিলিতভাবে ঘোষণা করেছেন যে তারা মেয়রের নির্বাহী বাজেট উপস্থাপনের সময়সীমা বৃদ্ধি করবেন এবং নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হকুলকে সিটির অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় আরও অর্থ বরাদ্দের জন্য আহ্বান জানাবেন। মামদানি ও স্পিকার জুলির প্রস্তাবের মূল কেন্দ্রে ছিল “পাস থ্রু এন্টিটি ট্যাক্স” নামে ট্যাক্স



কিন্তু সিটি ও স্টেটের বাজেট আলোচনা যে স্থবির অবস্থার মধ্যে পড়েছে সেটি ইঙ্গিত করে স্টেট গভর্নর হকুল সিটির জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যাপারে মেয়র ও স্পিকারের অনুরোধে শীতল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, শিশু পরিচর্যা, নগদ সহায়তা এবং নিউইয়র্ক সিটিতে যারা তাদের দ্বিতীয় বাড়ি ক্রয় করবে তাদের ওপর নতুন করের জন্য স্টেটের পক্ষ থেকে বহু বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমরা সিটিকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়েছি। উল্লেখ্য, স্টেটের বাজেট প্রণয়নে ইতোমধ্যে প্রায় এক মাস বিলম্ব হয়েছে এবং এর ফলে আর্থিক অনিশ্চয়তা এখন নিউইয়র্ক সিটি ছাড়াও স্টেটের অন্যান্য অংশেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। গত মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনে, মেয়র এবং জুলি মেনিন জানান যে, তারা নির্বাহী বাজেট ঘোষণা আগামী ১২ মে পর্যন্ত পিছিয়ে দেবেন। কারণ তারা এখনো আশা করছেন যে, স্টেট গভর্নর আরো উদার হয়ে এ সময়ের মধ্যে সিটির কাঙ্ক্ষিত অর্থ বরাদ্দ করতে সম্মত হবেন।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

তো? জাহাঙ্গীর স্যরের এই প্রশ্নটি আমার মধ্যে যার-পরনাই বিরক্ত সৃষ্টি করে। আমি বলি 'তোরা' মানে কী? তুঁরা মানে তুই, তপন আর যারা এই এলাকা থেকে পরীক্ষা দিচ্ছ তারা।

সবার কথা তো আমি জানি না। আমি শুধু আমার কথা জানি। পাসের হার দিয়ে আমি কী করবো? পাসের হারের ওপর তো নির্ভর করে না কতজন পাস করবে। বরং কতজন পাস করল তার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয় পাসের হার। পাসের হার কম দিচ্ছে এই কথাটার কোনো মূল্য নেই স্যার। আমি শুধু জানি যদি সারা বাংলাদেশ থেকে একজন পাস করে, সেই একজন আমি। যদি আমি পাস না করি তাহলে যিনি আমার খাতা দেখবেন তিনি আমার দিতে ভুল করেছেন। তার বেশি অহঙ্কার। এতো অহঙ্কার ভালো না। এটা অহঙ্কার না স্যার, আত্মবিশ্বাস। আমি তো জানি পরীক্ষার খাতায় আমি কী লিখেছি। মন খারাপ নিয়ে ওদের বাসা থেকে চলে আসি।

আমাদের নৌকাটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে।

সামনের গলুইয়ের দিকটা ফেটে গেছে, তলা দিয়ে পানিও ওঠে। একটা নতুন নৌকা কেনা দরকার। কাল বৃহস্পতিবার, কয়েতপাড়ার হাট। নৌকা কিনতে হাটে যাওয়া যায়। পরদিন সকালে, রোদ-বৃষ্টি ঠেলে, একদল লোকের সঙ্গে আকা, আমি আর বিটন বড়ো একটা ডিঙি নৌকা ভাড়া করে কয়েতপাড়ার হাটে যাই। একটা কোশা নৌকা কিনি। আমি আরো বড়ো একটা নৌকা কিনতে চেয়েছিলাম কিন্তু দামের কারণে আকা ছোটো একটা নৌকা কেনেন। হাট থেকে নানান রকম খাবার কিনে খাই। কয়েতপাড়ার হাট আমাকে নিয়ে যায় দূরের খাগাতুয়া গ্রামে। যেন আমি কোনোঘাটের হাটে বা মাঝিআরার হাটে অথবা শ্রীঘরের হাটে এসেছি। চারদিকে উত্তাল ঢেউ, মাঝখানে এক চিলতে দ্বীপের মত একটা হাট। এখানে নৌকা পাওয়া যায়, বাড়িঘর বানাবার জন্য বাঁশ, কাঠ, টিন পাওয়া যায়, নানান রকম খাবার-দাবার, তরিতরকারি, মাছও পাওয়া যায়। আমরা খেয়ে-দেয়ে ভর দুপুরে নতুন নৌকা পানিতে ভাসিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা করি। যখন আমরা পানিতে আমাদের নতুন নৌকা ভাসাই তখনই

কাছের কোনো মসজিদ থেকে জোহরের আজান ভেসে আসছিল।

ভৌগলিক দিক সম্পর্কে আবার জ্ঞান অসাধারণ। কুল-কিন-রাহীন বিলের মধ্যে দিক নিশানা ঠিক রেখে কীভাবে নৌকা চালিয়ে আমরা তিনজন সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসতে পারলাম তা চিন্তা করে এখনও বিস্মিত হই।

ফিরে এসে শুনি আমাদের এসএসসির রেজাল্ট দিয়েছে। আমাকে সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে। তপনও পাশ করেছে কিন্তু অন্যরা পাস করেনি। লিটনের জন্য আমার খুব মন খারাপ হয়। লিটন খুব ভালো এবং পড়ুয়া ছেলে। কারো সঙ্গে মারামারি করে না, খেলায় না নিলে রাগ করে না, মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখে এবং খুশিতে হাততালি দেয়। লিটনের আম্মা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। ওরা তিন ভাই লিটন, মিলন এবং পান্না। মিলন ছিল নাদুশ-নুদুশ এক শিশু, বিটনের সহপাঠী, পান্না ছিল খুব রোগা, হ্যাংলা-পাতলা এবং অস্থির। সারাদিন শুধু নৌড়া। সবাই বলত, ও মায়ের মত পাগল হয়েছে। তখনকার দিনে মানুষ অটিজম সম্পর্কে কিছুই জানত না, আর এই ধরণের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের যে বিশেষ যত্ন দরকার তা অনুভব করত না। বরং সমাজ এদেরকে নিয়ে

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। লিটনদের নিয়ে সবচেয়ে বড়ো বিদ্রূপ করেন ওর আকা হামিদ সাহেব। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ওদের তিন ভাইসহ ওদের আম্মাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন, দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে পাশেই একটা নতুন জমি কিনে পুনরায় বাড়ি করেন। আগের বাড়িটা তার নামে ছিল, নতুন বাড়িটা শুনেছি তার দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে। এটি তিনি এজন্য করেছেন যেন ওরা তিন ভাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে না পারে। একজন পিতা কী করে এতোটা নিষ্ঠুর হতে পারেন!

নোয়াখালীতে লিটনরা কেমন আছে তা জানার একটা ব্যাকুল আগ্রহ আমি অনুভব করতাম। কিন্তু কখনোই তা জানতে পারতাম না। একদিন খবর আসে অ্যাপেভিস্ত বাস্ট করে, প্রায় চিকিৎসাহীন, লিটন মারা গেছে। এই দুঃসংবাদ আমাকে দুমড়ে মুচড়ে দেয় এবং মনে মনে লিটনের আকাকে খুব অভিষাপ দিই। এরপর বহুদিন আমি ঘুমালেই লিটনকে স্বপ্নে দেখি। হামিদ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে দুটি ছেলে হয়, তারা উচ্চশিক্ষিত হয়েছে, একজন ডাক্তার হয়েছে বলে জেনেছি কিন্তু মিলন এবং পান্নার কী খবর তা জানতে পারিনি। অনুমান করি, যদি বেঁচে থাকে, ওরা খুব মানবের জীবন-যাপন করছে।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters

718-545-2600, 917-834-9269

30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

আমরা
ইমিগ্রেশন
সেবা প্রদান করি

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • Spine • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine • all kind of Medical Services.

হাসপাতালে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি
করে থাকি

LONG ISLAND JEWISH
MEDICAL CENTER
Forest Hills &
New Hyde Park

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

CALL 917 930 1170

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
168-40 Highland Ave., Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী

কৌশলী ইমা

যোগাযোগ

পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (মুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭১৩-১২৮৫
kousholyema@gmail.com

আমাদের মক্কা গ্রাহক ও শ্রদ্ধানুষ্ঠানীদের শুভেচ্ছা

জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন

KEY STAR AUTO LLC

ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

★ **AUTO REPAIR** ★ **AUTO BODY**

Foreign & Domestic

- * Wheel Alignment * NYS Inspection
- * All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work

অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি

- * সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
- * সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
- * সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
- * বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
- * কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
- * আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি

we Accept all Major Credit Cards

OPEN Monday to Saturday

Tel: 718-739-4030

Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483

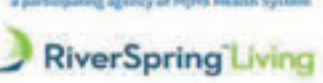
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435



NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3424 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 86-11 101 Avenue,
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

বিরাট মূল্য হ্রাস



BISMILLAH

HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি
অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি, ৩টি রেড হার্ড চিকেন \$17.99 ৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি

আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেগুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম



৩টি

রেড হার্ড চিকেন

\$17.99



শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য

Approved by
SBNY
Shariah Board New York



Scan Here to Shop
& Get Free Delivery

All Red Chicken
3.99 LB

All White Chicken
2.99 LB

EBT & Foodstamp



Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm

Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205-7200 | 718.205.8262



নিউইয়র্কের সেরা টিউটোরিং সেন্টার 'কালেকটিভ একাডেমি'

(শেষ পাতার পর)

করে আসছে। 'কালেকটিভ টিউটোরিং' স্কুলের পাঠ্যসূচির ওপর হোমওয়ার্ক ও প্রজেক্ট, স্টেট টেস্ট এর প্রস্তুতি, রিজেন্ট প্রস্তুতি, এসএইচএসএটি (SHSAT) প্রস্তুতি ও স্যাট (SAT) প্রস্তুতিতেও শিক্ষার্থীদের আন্তরিক সহায়তা প্রদান করে এবং যেকোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিসহ সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থেকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইনপারসন এবং অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুবিধা রেখেছে কালেকটিভ একাডেমি। প্রতিটি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাগত বিকাশে ব্যক্তিগত মনোযোগ দিয়ে একাডেমির দক্ষ ও মেধাবী প্রশিক্ষকরা প্রশংসনীয় ও দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করছে।

'কালেকটিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার' শিক্ষার্থীদের

ভালো ফলাফলসহ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সাফল্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং প্রবাসী বাঙালিরা যাতে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে তাদের সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যত গড়তে সক্ষম হয়, সেজন্য ক্ষেত্রে কালেকটিভ একাডেমি তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। প্রতিষ্ঠার পর থেকে SAT, SHSAT, রিজেন্টস এবং স্টেট টেস্টসহ সকল শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে কালেকটিভ একাডেমির শিক্ষার্থীদের ফলাফলের হার সর্বোচ্চ রেকর্ড। শিক্ষা সেবায় অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে 'কালেকটিভ একাডেমি টিউটোরিয়াল সেন্টারের' দক্ষ প্রশিক্ষক টিম গভর্ণমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

কালেকটিভ একাডেমি তাদের কমিটমেন্ট হিসেবেঃ খুব দক্ষ ও মেধাবী প্রশিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের গাইড করা,

প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইভিভিজুয়ালাইজড শিক্ষা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একাডেমি স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে অভিব্যক্তদের সুনাম ও আস্থা অর্জন করেছে। কালেকটিভ একাডেমি টিউটোরিয়াল সেন্টার প্রবাসী বাংলাদেশি এবং অন্যান্য এশিয়ান কমিউনিটির সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কালেকটিভ একাডেমি পরিচালনায় রয়েছেন: হার্ভার্ড ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পাবলিশড রিসার্চের মোহাম্মদ

রহমান রাফি। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও'র দায়িত্ব পালন করছেন, শিরীন আক্তার রাখী। আগ্রহী প্রবাসী পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য কালেকটিভ একাডেমির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা: 40-04, 73rd Street, (3rd Floor), Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11377, Phone: 718-200-6084



উনবাঙালের বর্ণাঢ্য বৈশাখী আয়োজন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক নিবন্ধিত শিল্প সাহিত্যের সংগঠন উনবাঙাল বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপনের আয়োজন করে লং আইল্যান্ডের মেসাপেকোয়ায় অবস্থিত, 'স্বপ্নছায়া' কাব্যভিলায়। ২ মে শনিবার এই আয়োজনে শতাধিক নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর বাহারী পোশাকে সজ্জিত হয়ে বৈশাখের আমেজ ফুটিয়ে তোলে। কবি কাজী জহিরুল ইসলামের রচনা ও নির্দেশনায় উনবাঙালের শিল্পীরা গীতি-কাব্যলেখ্য "বৈশাখী ঝড়" পরিবেশন করেন। এতে অংশ নেন শাহীনুর শানু, মুক্তি জহির, আহসান হাবিব, মুন্না চৌধুরী, মিতা হোসেন, বুলা আফরোজ, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শানু, দেলোয়ারা কামাল, চমক ইসলাম, রেজা কামাল, আরিফ আহমেদ অর্ণব, শান্তনু সাজ্জাদ, আবিদা সুলতানা, রেণু রোজা প্রমুখ। এ-ছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, ফ্যাশন শো ইত্যাদির সমন্বয় এবং শত রকমের বাঙালি খাবারের পশরা ছিল চোখে পড়ার মত। এমন বর্ণাঢ্য বৈশাখী আয়োজনে যুক্ত হতে পেরে সকলেই উচ্চাঙ্গ প্রকাশ করেন।

উনুক্ত মধ্যে নতুন প্রজন্মের নৃত্যশিল্পী রিমঝিমের ধ্রুপদী নাচের মূর্তিনায় মুগ্ধ হয় উপস্থিত দর্শক শ্রোতা। নতুন প্রজন্মের অন্য দুই শিল্পী অমিয় এবং দানিয়েল গান পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করে। একক গান পরিবেশন করেন সানজানা, বুলা আফরোজ, মোহাম্মদ শানু, আরিফ আহমেদ অর্ণব, মিতা হোসেন, রেজা কামাল, নজরুল ইসলাম, শম্পা প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ নেন কাজী জহিরুল ইসলাম, আহসান হাবিব, সুমন শামসুদ্দিন, মিতা হোসেন, রেণু রোজা, শাহীনুর শানু নদী, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শানু, মুন্না চৌধুরী, আব্দুল কাদের, জালাত সুলতানা, আরিফ আহমেদ অর্ণব প্রমুখ। পান্ডা ইলিশ সহ, ত্রিশ রকমের ভর্তা, বাতাশা, মুরলী, কদমা, বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নানান রকমের পিঠা, পায়েশের সমারোহ ঘটানো হয়। সাজ-সজ্জা এবং আয়োজনে ছিল পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। অভ্যাগত অতিথিরা আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সকলেই যেন ফিরে যান তাদের ফেলে আসা বাংলাদেশের সেই নববর্ষের দিনগুলোতে। বৈশাখী সাজে সজ্জিত দম্পতিদের ফ্যাশন শো ছিল চোখে পড়ার মত।

CONTRACTOR REQUIRED

We are looking for a Punjabi-speaking
Supervisor/Contractor

REQUIREMENTS:

Knowledge of
Plumbing

Electrical
Work

General
Maintenance

FREE ACCOMMODATION PROVIDED AT -
104-05 Liberty Ave, Ozone Park,
NY 11417

CONTACT: 516-218-5223

OUR OTHER LOCATIONS:

- 101-17 Lefferts Boulevard, Queens, NY 11419, USA
- 104-05 Liberty Avenue, Ozone Park, NY 11417, USA
- 173-29 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432, USA
- 190-27 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432, USA
- 190-29 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432, USA

OUR SPONSORS

PLATINUM



GOLD



SILVER



CORPORATE



GET EVENTS TICKET



DATE

Saturday, May 16, 2026



TIME

10:00 AM TO 6:00 PM



VENUE

NEW YORK LAGUARDIA AIRPORT MARRIOTT.



**A COLLABORATIVE AND DEAL MAKING
EVENT FOR REAL ESTATE PROFESSIONALS,
INVESTORS, BUYERS AND SELLERS.**

6+ Expert Panels

Gain insights from industry leaders



60+ Exhibitors

Showcasing top real estate & financial services



1,500+ Attendees

Unmatched networking opportunities



Event Highlights

CONFIRMED EXHIBITORS



Why Attend?



Network with 200+ industry professionals & decision-makers



How to get up to \$15,000 in down payment assistance with 0% interest



Attend expert panels, workshops, and speaker sessions



Ready to Buy? Get Pre-Approved ON THE SPOT



Buy your dream home with just 3% down as a first-time homebuyer

ORGANIZED BY



IN COLLABORATION WITH



MEDIA SPONSOR



TECH PARTNER



www.usbccireexpo.com

REGISTER NOW

Call: +1212-347-6364
Email: info@usbcci.org





সাড়ে ৪২ হাজার প্রবাসীর লাশ

(প্রথম পাতার পর)

জীবনের শেষ ঠিকানা হয়ে দাঁড়ায়। গত এক দশকের পরিসংখ্যান এক ভয়াবহ ও করুণ চিত্র তুলে ধরেছে এক যুগেই ৪২ হাজার ৩২৭ জন প্রবাসী শ্রমিকের নিখর দেহ ফিরেছে মাতৃ ভূমিতে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্যমতে, গত এক দশকে লাশের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। ২০২৪ সালেই ৪ হাজার ৮১৩ জন প্রবাসীর মরদেহ দেশে এসেছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১০টি মরদেহ দেশে আসে। গত ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ জন প্রবাসী লাশ হয়ে ফিরছেন।

কেন মরছে তরুণেরা? মৃত্যুর নেপথ্য কারণ : সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, মৃতদের মধ্যে একটি বড় অংশই তরুণ এবং মধ্যবয়সি। বিমানবন্দরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হলো: মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ : মৃত প্রবাসীদের প্রায় ৫৬ শতাংশই মারা যান ব্রেন স্ট্রোকে। তরুণ বা মধ্যবয়সি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি এক অস্বাভাবিক বিষয়। হৃদরোগ : ২০ শতাংশ মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ। চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত গরম থেকে হঠাৎ এসির ঠান্ডায় আসা বা দীর্ঘ সময় পানিশূন্যতায় থাকা হার্টের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। প্রতিকূল পরিবেশ ও অমানুষিক পরিশ্রম : মধ্যপ্রাচ্যের মরু আবহাওয়ায় প্রচণ্ড গরমে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় অনেক অদক্ষ শ্রমিককে। এই অতিরিক্ত শারীরিক চাপ শরীর সহ্য করতে পারে না। মানসিক চাপ ও নিঃসঙ্গতা : জমি বিক্রি বা ঋণ করে বিদেশে যাওয়ায় কিস্তি শোধের চিন্তা, পরিবারের থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা এবং প্রবাস জীবনের একাকিত্ব থেকে তৈরি হওয়া মানসিক চাপ স্ট্রোকের অন্যতম বড় কারণ। অস্বাস্থ্যকর আবাসন : একটি ছোট ঘরে গাদাগাদি করে ১০-১২ জন থাকা এবং পুষ্টির খাবারের অভাব তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

প্রবাসে জীবন বাঁচাতে করণীয় কি : প্রবাসে কেবল হাড়ভাঙা খাটুনি দিলে চলবে না, নিজের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। হাসিবের মতো সফল হতে এবং সুস্থ শরীরে দেশে ফিরতে নিচের বিষয়গুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুমের ভারসাম্য : টাকা উপার্জনের নেশায় ওভারটাইম করা প্রবাসীদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু টানা ১২-১৮ ঘণ্টা কাজ করা শরীরের জন্য আত্মঘাতী। শরীরকে রিক-ভারি করার সময় দিতে হবে। প্রতিদিন অন্তত ৬-৭ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুম মস্তিষ্ক ও হৃৎযন্ত্রকে সচল রাখে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি ৫০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।

তীব্র গরম ও পানিশূন্যতা থেকে সাবধান : মরু অঞ্চলের প্রচণ্ড গরমে কাজ করার সময় শরীর থেকে প্রচুর লবণ ও পানি বেরিয়ে যায়। একে ‘হিট স্ট্রোক’ বা ডিহাইড্রেশন বলে। কাজের ফাঁকে প্রচুর পানি পান করতে হবে। সম্ভব হলে ওরসল্যাइन বা লেবুর শরবত পান করা উচিত যাতে শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় থাকে।

তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন এড়িয়ে চলা : বাইরে যখন তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তখন হঠাৎ করে তীব্র এসি রুম টুকে পড়া বা ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করা হার্টের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাইরে থেকে এসে কিছুক্ষণ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বিশ্রাম নিয়ে শরীর ঠান্ডা হওয়ার পর এসি চালানো বা গোসল করা উচিত।

খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা : অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার এবং রেড মিট (গরু বা খাসির মাংস) এড়িয়ে চলতে হবে। নিয়মিত রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানো জরুরি। উচ্চ রক্তচাপের সামান্য লক্ষণ দেখা দিলে স্থানীয় ক্লিনিকে পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখবেন, প্রবাসে চিকিৎসা ব্যয়বহুল হলেও এটি আপনার জীবনের চেয়ে মূল্যবান নয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন ও যোগাযোগ : ঋণের বোঝা বা পারিবারিক সমস্যার চাপে প্রবাসীরা অধিকাংশ সময় বিষণ্ণতায় ভোগেন। এই মানসিক চাপ একা সহ্য না করে নিয়মিত পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলা এবং বিশ্বস্ত বন্ধুদের সঙ্গে মনের কথা শেয়ার করা উচিত। কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা মানসিক প্রশান্তি দেয়।

রাষ্ট্রীয় ও দূতাবাস পর্যায়ের দশক্ষেপ : প্রবাসীদের অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে রাষ্ট্রীয় গবেষণার পাশাপাশি প্রতিটি দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোতে নিয়মিত ‘হেলথ ক্যাম্প’ ও ‘মানসিক কাউন্সেলিং’ চালু করা এখন সময়ের দাবি। এ ছাড়াও বিমা সুবিধা নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা জরুরি। রেমিট্যান্সের চাকা সচল রাখা প্রবাসীরা আমাদের দেশের গর্ব। কিন্তু কফিনের এই দীর্ঘ মিছিল আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, তাদের জীবনের নিরাপত্তা আজও অবহেলিত। সচেতনতা এবং সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই পারে এই অকাল মৃত্যুর মিছিল থামাতে। আপনার পরিবার আপনার পাঠানো টাকার চেয়ে আপনার সুস্থ শরীরের ফেরার অপেক্ষায় বেশি উন্মুখ। তাই আগে জীবন, তারপর জীবিকা।

দিনে যাচ্ছে ১৪ শ্রমিকের লাশ : দেশের ইতিহাসে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকরা এক মাসে সর্বোচ্চ ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন (৩৭৫ কোটি) ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত মার্চে। রেকর্ড রেমিট্যান্স পাঠিয়েও শ্রমিকরা কিন্তু ভালো নেই। বিশাল অঙ্কের রেমিট্যান্সের ভারে উল্টো চাপা পড়েছে তাঁদের কান্না। অর্থনীতির প্রাণশক্তি রেমিট্যান্স যোদ্ধারা বরাবরই বাংলাদেশে অবহেলিত। এই শ্রমিকদের দেখার এবং তাঁদের কথা শোনার যেন কেউ নেই। বিদেশ যাওয়ার সোনার হরিণের পেছনে ছুটে দালালের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন শ্রমিক। অবৈধভাবে বিদেশ যাওয়ার পথে মাঝসমুদ্রেই করুণ মৃত্যু হচ্ছে অনেকের। কেউ কেউ অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করছেন। নারী শ্রমিকরা প্রায়ই মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় দেশে ফিরছেন। এ অবস্থায় আজ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সারা বিশ্বে মতো বাংলাদেশেও পালিত হবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মহান মে দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘সুস্থ শ্রমিক কর্মঠ হাত, আসবে এবার নবপ্রভাত’। বাংলাদেশ ১৯৭৬ সাল থেকে বিশ্ব শ্রমবাজারে অংশ নিচ্ছে। দীর্ঘ এই সময়ে বাংলাদেশের দক্ষ শ্রমবাজারে বড় পরিসরে প্রবেশের কথা থাকলেও তা হয়নি। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেশের বাইরে যে পরিমাণ শ্রমিক গিয়েছেন সে পরিমাণ শ্রমিকের সেবা দিতে সরকার জনবল যুক্ত করেনি। শ্রমিকের অধিকার আদায়ে আইনি কাঠামো শক্তিশালী করার কাজটিও হয়নি। উল্টো ইম্যুরেশনের নামে শ্রমিকদের থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বাংলাদেশি

কাজ না পেয়ে এখন রাস্তায় ঘুরছেন। বাংলাদেশে শ্রমিকদের অভিবাসন খরচ অনেক বেশি। অন্য দেশের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ খরচে শ্রমিকদের বিদেশে যেতে হয়। আবার শ্রমিকদের স্বার্থে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক থেকে কম সুদে টাকা ঋণ নেওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে ৯ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে। এ টাকা পেতেও আবার তাঁদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

দিনে যাচ্ছে ১৪ শ্রমিকের লাশ : ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্যে, গত বছর দেশ ৪ হাজার ৯৭২ জন প্রবাসীর লাশ দেশে আসে। এ হিসেবে মাসে গড়ে ৪১৫ এবং দিনে ১৪ প্রবাসীর লাশ দেশে যায়। মার্চের শেষে লিবিয়া থেকে সাগরপথে রাবারের নৌকায় থ্রিসে যাওয়ার সময় মানবিক বিপর্যয়ে ২২ অভিবাসনপ্রত্যাশীর নির্মম মৃত্যু হয়। নৌকাটি মাঝসমুদ্রে প্রতিকূল আবহাওয়ায় দিক হারিয়ে ফেলে। খাবার ও পানির অভাবে তাঁদের মৃত্যু হয়। এ ২২ জনের ২০ জনই ছিলেন বাংলাদেশি। এর আগে ১৮ এপ্রিল কুয়েত থেকে ৩০ বাংলাদেশি প্রবাসীর লাশ দেশে ফেরে। একই দিন মালয়েশিয়া ও লিবিয়া থেকে আরও কয়েকজন প্রবাসীর লাশ আসে। প্রবাসীকল্যাণ ডেস্ক সূত্রে জানা যায়, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বেশ কয়েকবার ফ্লাইট বাতিল হয়। এ লাশগুলো সে সময় আসতে না পারায় পরে চার্টার ফ্লাইটে দেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

৩১ শতাংশের অস্বাভাবিক মৃত্যু : অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেশন মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) গবেষণা বলছে, বিভিন্ন দেশে কাজ করতে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে প্রবাসে যাঁদের মৃত্যু হয়, তাঁদের ৩১ শতাংশের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ১৬ শতাংশের মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায়। ১৫ শতাংশ আত্মহত্যা করেন। আর ২৮ শতাংশের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। বাকিরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

অমানবিক নির্যাতন নারী শ্রমিকদের : জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্যে, বর্তমানে ১০ লাখের বেশি নারী বিদেশে কাজ করেন। আর ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য বলছে, গত সাত বছরে অন্তত ৭০ হাজার নারী দেশে ফিরেছেন। বিদেশে কাজ করতে গিয়ে নারীরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। ঠিকমতো বেতন ও খাবার পান না। নির্যাতিত সময়ের চেয়েও তাঁদের বেশি কাজ করতে হয়। আবার কাজ করতে যাওয়া দেশের ভাষা না জানায় নারী কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। বরিশালের এক নারী গৃহকর্মী সৌদি আরব থেকে অন্তঃসত্তা হয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে দেশে ফেরেন। চারবার হাতবদলের পর শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া সেই নারী সৌদিতে কাজ করতে গিয়ে কোনো বেতন পাননি, খেতে পাননি। ২০২৪ সালে এক দালালের মাধ্যমে সৌদিতে যান। সেখানে প্রথমে একটি অফিসে রাখা হয়, পরে একের পর এক বাড়িতে কাজে পাঠানো হয়। দালালের খপ্পরে সর্বস্বান্ত : বিদেশে যাওয়ার সোনার হরিণের পেছনে ছুটে গিয়ে শ্রমিকরা দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে বা ভিসাবার্গিজের কারণে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন। ভুয়া কাগজপত্রের কারণে বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন থেকেই অনেকে ফেরত আসছেন। আবার বিদেশে গিয়ে মাসের পর মাস কাজ না পেয়ে নিদারুণ কষ্টে আছেন অনেকে। কেউ কেউ খালি হাতে দেশে ফিরছেন। কিছু অসাধু ট্রাভেল এজেন্সি ও অসৎ দালালরা বিদেশে ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের সহ-জসরল তরুণদের ফাঁদে ফেলে বিপুল অর্থ লুটে নিচ্ছেন। দালালরা জাল ভিসা বানিয়ে এই যুবকদের টোপে ফেলছেন। রামরুর নির্বাহী পরিচালক ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, ‘রাষ্ট্রকে নিপীড়নের শিকার শ্রমিকদের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন অদক্ষ শ্রমবাজারে বিচরণ করছি। সব মন্ত্রণালয় একত্র হয়ে সমন্বিতভাবে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার উদ্যোগ না নেওয়ায় দক্ষ শ্রমবাজার তৈরি হয়নি। এ কারণে শ্রমিকদের শোষণ করার হারও কমছে না। অসাধু একটি চক্র রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেন এবং এ খাতে বেসরকারিভাবে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে জড়িত। এ চক্র নিঃস্রবের ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে এসে তার মাধ্যমে লোক পাঠায়। এর ফলে সরকার যে খবরদারি করবে তা হয় না। কারণ সরকারের মধ্যে থাকা একটি অংশ অসাধু চক্রের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। অন্তর্বর্তী সরকারের

সময় শ্রমিকদের শোষণের কথা শোনা যায়নি। কিন্তু রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে এ চক্র, যারা সিভিকিট করতে চায়, তারা বিভিন্ন দুর্নীতির মাধ্যমে তাদের অবৈধ কাজ চালু রাখতে চাইবে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরো ঘুরিয়ে দক্ষ অভিবাসনব্যবস্থা চালু করতে হবে। অবৈধ চক্রটিকেও নিষিদ্ধ করতে হবে। এ মুহূর্তে স্বপ্ন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে কাজ শুরু করলে আগামী বছর থেকে এ খাতে ইতিবাচক ফল মিলবে। আর এক দশকে এটি দক্ষ খাত হিসেবে গড়ে উঠবে।’ বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম বলেন, ‘বিদেশে কাজের খোঁজে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ কমে গেছে। কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের রেমিট্যান্স বেড়েছে। যুদ্ধের জন্য প্রবাসী শ্রমিকের যার কাছে যে অর্থ ছিল দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসী শ্রমিকের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন কমেছে। ভিসার নামে কিছু এজেন্সি এই শ্রমিকদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে তার হিসাব রাখা হচ্ছে না। শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার জন্য সরকারি সেবা দেওয়ার মান শূন্য। শ্রমিকের রেমিট্যান্স, ইন্স্যুরেন্স ও ফিঙ্গার প্রিন্টের নামে প্রচুর টাকা ব্যাংকে রাখা হচ্ছে। কিন্তু প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন চলছে না। এজন্য সরকারকে শ্রমিক যে দেশে যাচ্ছেন সে দেশের সরকারকে দায়বদ্ধ করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে হবে।’

প্রবাসে অভিবাসীর সংগ্রাম

প্রবাস জীবনের প্রতিটি ধাপে থাকে স্বপ্ন আর সংগ্রামের এক অল্পমধুর আখ্যান। দেশ ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানো একজন সাধারণ তরুণের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প এটি। আশরাফুল ইসলাম হাসিবের জীবন আজ লন্ডনের ব্যস্ততার সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে যখন তিনি ঢাকা থেকে হিথ্রো বিমানবন্দরে নেমেছিলেন, তখন চারপাশটা ছিল একদম অচেনা, কুয়াশায় ঢাকা আর ভীষণ কনকনে ঠান্ডা। সেই হাসিবের চোখ দিয়ে আজ আমরা দেখব- বিদেশের মাটিতে পা রেখে একজন প্রবাসী কীভাবে প্রতিকূলতা জয় করে নিজের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করেন। বিস্তারিত জানাচ্ছেন লন্ডন প্রবাসী আশরাফুল ইসলাম হাসিব

নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া : লন্ডনে নামার পর প্রথম যে ধাক্কাটা হাসিব খেয়েছিলেন, সেটা হলো আকাশ-পাতাল সাংস্কৃতিক তফাত। হাসিব বলেন, ‘প্রথমই বুঝলাম, আমার দেশি চালচলন বা কথা বলার ধরন এখানে চলবে না। এখানকার আবহাওয়া যেমন অনিশ্চিত, মানুষের জীবনযাত্রাও তেমনি ঘড়ি ধরে চলে। আমি শুরুতে পথ হারিয়ে ফেলতাম, ট্রেনের ম্যাপ বুঝতাম না। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। প্রতিদিন নতুন নতুন রাস্তা চিনেছি, মানুষের হাঁটাচলা পর্যবেক্ষণ করেছি। এই অভিজ্ঞাভাজন ক্ষমতাটাই একজন প্রবাসীকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে।’

ভাষাগত দেয়াল ও যোগাযোগের সাহস : বইয়ের ইংরেজি আর নেটিভ ব্রিটিশদের বলার ভঙ্গি একদম আলাদা। হাসিবের ভাষায়, ‘শুরুতে যখন কেউ কথা বলত, আমি শুধু তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমি বুঝলাম, টিকে থাকতে হলে লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমি ভুল ইংরেজিতেই সাহস করে কথা বলা শুরু করলাম। বাসে, সুপারশপে বা কর্মক্ষেত্রে- যোগাযোগটা ছিল আমার প্রথম ‘সারভাইভাল স্কিল’। আজ আমি অনর্গল কথা বলতে পারি, কিন্তু তার পেছনে ছিল হাজারো ভুল করার সেই দিনগুলো।’

ঋণের বোঝা ও ত্যাগের দিল্লিপ : বাংলাদেশ থেকে বিদেশ যাওয়ার পেছনে প্রায় প্রতিটি মানুষের থাকে বড় অঙ্কের ঋণের গল্প। হাসিবের ক্ষেত্রেও তাই ছিল। ‘জমি বন্ধক রাখা আর স্বজনদের থেকে নেওয়া ধারের সেই বোঝাটা পাহাড়ের মতো ভারী লাগত। প্রথম দুই-তিন বছর আমার কোনো শখ ছিল না, রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়ার আয়েশ ছিল না। আমার প্রতিটি দিনের লক্ষ্য ছিল একটাই- কঠোর পরিশ্রম করে আগে দেনামুক্ত হওয়া। প্রবাসে প্রথম কয়েক বছর আসলে নিজের জন্য নয়, দেনা শোধ আর পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই লড়তে হয়।’

একাকিত্ব ও মানসিক লড়াই : পরিবার ছেড়ে হাজার মাইল দূরে থাকার কষ্টটা কেবল একজন প্রবাসী অনুভব করতে পারেন। হাসিব বলেন, ‘শুরুতে যখন ভিডিও কলে আত্ম-আব্বাকে দেখতাম, বুকটা ফেটে যেত। বিশেষ করে ঈদের দিনগুলোতে যখন দেখতাম সবাই নতুন জামা পরে একসঙ্গে খাচ্ছে আর আমি এখানে কিচেনে বা শপে একলা ডিউটি করছি, তখন মনে হতো সব ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু আমি নিজেকে বুঝিয়েছি- আমি এখানে এসেছি সবার স্বপ্ন পূরণ করতে। এই মানসিক লড়াইটা জেতা খুব জরুরি।’

‘কমিউনিটি’ই যখন নতুন পরিবার : একাকিত্ব দূর করতে হাসিব খুঁজে নিলেন নিজের দেশের মানুষদের। ‘এখানকার বাংলাদেশি কমিউনিটি, স্থানীয় মসজিদ আর বাঙালি পরিচিতরাই আমার নতুন পরিবার হয়ে উঠল। কারো অসুখে পাশে দাঁড়ানো বা ছুটির দিনে একটু আড্ডা দিয়ে দেশি খাবার খাওয়া- এগুলোই আমাকে প্রবাসে মানসিকভাবে সুস্থ রেখেছিল। প্রবাসীদের জন্য একে অপরের পাশে দাঁড়ানোটা বেঁচে থাকার রসদ।’

দক্ষতা অর্জন : শূন্য থেকে শিখর : হাসিবের প্রবাস জীবনের মূল দর্শন হলো- “বিদেশে আপনার ডিগ্রির চেয়ে আপনার ‘স্কিল’ বা হাতেনাতে কাজ জানাটা বেশি দামি। আমি দেশ থেকে মাস্টার্স করে এলেও লন্ডনে এসে ড্রাইভিং শিখেছি, রান্নার কাজ রপ্ত করেছি, এমনকি ইলেকট্রিক কাজের ছোটখাটো কোর্সও করেছি। কোনো কাজকেই আমি ছোট মনে করিনি। আজ আমি যে ভালো পজিশনে আছি, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল সেই শুরুর দিকের কাজগুলোই।’

খরচের লাগাম ও রেমিট্যান্সের গুরুত্ব : অনেকেই প্রথম কয়েক মাসের বেতন পেয়েই দামি ফোন বা গ্যাজেট কেনেন। হাসিবের পরামর্শ- ‘প্রথম তিন বছর আপনার খরচ হওয়া উচিত একদম হিসাব করে। কারণ এই সময়টা আপনার ভিত্তি গড়ার সময়। মনে রাখবেন, আপনার পাঠানো একেকটা টাকা দেশে আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করছে। আমি সবসময় বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছি, যা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি আমাকেও আইনিভাবে নিরাপদ রেখেছে।’

বৈধতা ও ব্রিটিশ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা : বিদেশে আপনার সবচেয়ে বড় সুরক্ষা হলো আপনার ‘কাগজ’ বা লিগ্যাল স্ট্যাটাস। হাসিবের মতে, ‘অনেকে বেশি আয়ের আশায় দালালের খপ্পরে পড়ে ইলিগ্যাল হয়ে যান। এটি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। আমি সবসময় নিয়ম মেনেছি, সময়মতো ট্যাক্স দিয়েছি এবং ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সের সব কাজ ঠিক রেখেছি। আজকের এই স্থায়ী বসবাসের সুযোগ (Permanent Residency) আমার সেই নিরবচ্ছিন্ন আইনি স্বচ্ছতারই পুরস্কার।’

প্রবাস মানেই সফলতার হাতছানি : আশরাফুল ইসলাম হাসিবের এই গল্প আসলে এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি প্রবাসীর প্রতিচ্ছবি। শুরু সেই কনকনে ঠান্ডা আর একাকিত্ব জয় করে হাসিব আজ একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। তার মতে: ‘বিদেশের মাটি যেমন পাথরের মতো কঠিন, তেমনি এখানে শ্রম দিলে তা সোনার মতো উর্বর। যদি আপনি ধৈর্য, সততা আর পরিশ্রমের বীজ বপন করতে পারেন, তবে সফলতার ফসল আপনি ঘরে তুলবেনই।’

পরামর্শ : স্বপ্ন দেখুন বিশাল, কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করানোর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে তবেই প্রবাসে পা দিন। মনে রাখবেন, বিদেশের রাস্তাগুলো সবসময় মসৃণ নয়, কিন্তু আপনার জেদ থাকলে গন্তব্যটা অবশ্যই সুন্দর হবে। নিজেকে ভালোবাসুন, নিজের দেশের সম্মান রক্ষা করুন। ধৈর্য ধরুন, পরিশ্রম করুন; এই প্রবাস আপনাকে কখনো খালি হাতে ফেরাবে না।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com



SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DFS NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE
212-808-0790

ATLANTA
770-936-9906

BROOKLYN
718-853-9558

JACKSON HTS
718-507-6002

BRONX
718-822-1081

JAMAICA
347-644-5150

MICHIGAN
313-368-3845

OZONE PARK
347-829-3875

PATERSON
973-595-7590

আমাদের সার্ভিস দিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING

প্রকল্প প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা
সমূহ

- ব্যানার
- সাইনবোর্ড
- ক্যালেন্ডার
- ম্যাগাজিন
- ফ্লায়ার
- মেনু
- পত্রিকা এড
- বিয়ের কার্ড
- পোস্টার
- ফ্রেস্ট
- পাসপোর্ট ফটো
- মগ
- ওয়েব সাইট ডিজাইন
- লেভেল/সিটকার
- আইডি কার্ড
- টি-শার্ট
- রাবার স্ট্যাম্প
- ভিজিটিং কার্ড
- লেমিনেশন
- ফোল্ডার



We are in
Jackson
Heights
NY 11372

আমাদের
অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ

- সার্বজনীন ইন্টারনেট সুবিধা
- জনস্বার্থে প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com



ভাওয়াল রাজবাড়ি ও রাজ পরিবারের ইতিহাস

(৭ পাতার পর)

বটবুক্ষ খোলা মাঠ। যার নাম ছিল রথ খোলা। এখন ঐ খানে ডাছক এবং জেলার অডিটোরিয়াম আছে। ঐ খানে নাকি রাজার হাতি ঘোড়া রাখার স্থান ছিলো। রাজার চাকর, রাজকোষের কর্মচারীদের আবাসস্থল ছিল ঐখানে। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের নিবাস। রাজবাড়ি থেকে রথ যাত্রা গিয়ে শেষ হয় ঐ মাঠে আবার ফিরে আসে রাজবাড়িতে। এই নিয়মটি মনে হয় একমাত্র নিয়ম যা রাজার আমল থেকে শুরু হয়ে আজ অবদি বহমান আছে। এই একটি নিয়ম চলিতেছে রাজবাড়ির ঐতিহ্য নিয়ে। রাজবাড়িটির পূর্বের দিকে বিল ছিল। বিল এসে মিলিত হয়েছিল পূর্বের রাস্তার মধ্য পর্যন্ত। বিলের পূর্ব পাশে ছিল রাজার বাগি-নার বাড়ি যা এখন বন্দীদান এর আবাসস্থল। তার একটু পূর্ব উত্তরে অবস্থিত রাজবাড়ি শ্মশানঘাট। যা চিলাই নদীর পাড়ে অবস্থিত। এই শ্মশান ঘাটটি কতিপয় লোক অন গায় ভাবে দখল করেছে। যদি সরকার দখল মুক্ত করে শ্মশান ঘাটটি সংস্কার করে তা হলে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র পরিণত হবে। শ্মশান ঘাটটির কারুকার্য অত যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ছিল। মূলত রাজবাড়ির রাজ পরিবারের লোকজন কে আগুনে পোড়ানো হতো এই শ্মশান ঘাটে। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম এই শ্মশান ঘাটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শরীর হুমহুম করতো। প্রাচীন শিল্পের এক নিদর্শন যা যত্নের অভাবে মলিন হতে চলেছে। শ্মশানের কারুকার্য দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছে হয়। কি নির্দশন সৌন্দর্যের অপরূপ সৃষ্টি যা এতো আধুনিক যুগে ও কোথাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই রাজবাড়ীর আওতাধীন ভাওয়াল স্টেট প-চশত উনাশি বর্গমাইল এলাকায় বিস্তৃত ছিলো। যেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক প্রজাসাধারণের বসবাস ছিলো। ভাওয়ালের জমিদার বংশের রাজ কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় এই জমিদারি ও রাজবাড়ি দেখাশোনা করতেন। পাক-ভারত থেকে ১৯৪৮ সনের দিকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনে রাজবাড়িটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। তার পূর্বেই রাজবাড়ির রাজারা সবাই কলকাতায় চলে যান। তারপর থেকে রাজবাড়ী ও তাদের কিছু সম্পত্তি সরকারের অধীনে নেওয়া হয়। বর্তমানে বাড়িটি গাজীপুরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজবাড়িটির পিছনে লুকিয়ে আছে অজানা অজ্ঞাত অনেক কল্পকাহিনী লোমহর্ষক ইতিহাস। এই জমিদার বাড়ি কাম রাজবাড়ি নিয়ে লোমহর্ষক টেলিভিশন সিরিয়াল ও হয়েছে। উক্ত সিরিয়ালে আমরা দেখছি যে রাজা কে বিষ দ্বারা হত্যা করে রজ ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়। তারপর অলৌকিক ভাবে রাজা বেচে ফিরে এসে আদালতে মামলা করেন। আদালতে শুনানি করে আবার রাজ ্য ফিরে পান। উনিশ শতকের আশির দিকে সেই লোমহর্ষক কাহিনি দেখার জন্যে ঘটনার পর ঘন্টা টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

শ্রী কৃষ্ণ নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব নারায়ণ জমিদারি লাভ করেন। জয়দেব নারায়ণের নাম অনুসারে পীরবাড়ি মৌজার নাম পরিবর্তন করে জয়দেবপুর করা হয়েছিল। তখন গাজী এবং পিরদের বেশ প্রভাব ছিল। কিন্তু জমিদার দের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারতো না। গাজী বংশের লোকজন জমিদারদের খাজনা আদায় করতো। জমিদারের যে কোন পরামর্শ দিয়ে জমিদারিতে সহযোগিতা করতো। জয়দেব নারায়ণের মৃত্যুর পরে তার পুত্র ইন্দ্র নারায়ণ জমিদার হন। ইন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর তার ছেলে কৃষ্ণ নারায়ণ জমিদার হন। কৃষ্ণ নারায়ণের মৃত্যুর পরে তার ছেলে গোলক নারায়ণ জমিদার হন। গোলক নারায়ণের মৃত্যুর পর তার ছেলে কালি নারায়ণ জমিদার হন। কালি নারায়ণ কালি মন্দির নির্মাণ করেন। যার শৈল্পিক নিদর্শন আজও জয়দেবপুর বাজারে অবস্থিত। প্রাচীন এই মন্দিরটি গাজীপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির এবং ইতিহাসের সাক্ষীর নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। কালি নারায়ণ অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে জমিদারি চালাতেন। তিনি প্রজাদের কঠোরভাবে শাসন করতেন। কিন্তু তার প্রভুদের করতেন মাথা নত। প্রভু ভক্তির কারনে তিনি খ ্যাতি লাভ করেন। তৎকালীন ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য লাভের জন্যে তিনি সব সময় চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৭৮ সনে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ বড় লার্ড লিটনকে ঢাকার নর্থব্রুক হলে এক জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। বড় লার্ড কালি নারায়ণের প্রতি সম্ভ্রষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। তার সেই প্রভু ভক্তির ফলস্বরূপ ব্রিটিশ বড় লার্ড তাঁকে সকলের সামনে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর থেকেই ভাওয়াল জমিদার পরিবার ভাওয়াল রাজ পরিবারের মর্যাদা লাভ করেন। বড় লার্ড তাঁকে রাজা কালি নারায়ণ রায় চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভাওয়াল রাজ পরিবারের নামের ধারা বাহিকতা। বল রায় রায়, দেব রায় চৌধুরী, রাম চন্দ্র রায় চৌধুরী, বিপতি সিংহ রায় চৌধুরী, দেব নারায়ণ রায় চৌধুরী, অমেন্দ্র কুমার চৌধুরী, যশবন্ত কুমার চৌধুরী, যশবন্তেন্দ্র কুমার চৌধুরী, রাজা দেবেন্দ্র কুমার চৌধুরী, রাজা মহেন্দ্র কুমার চৌধুরী, রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ রায়। কথিত আছে যে এই সকল রাজা এবং জমিদারদের মধ্যে নাড়িদের প্রতি দুর্বলতার কারনে তারা তৎকালীন গ্রাম-গঞ্জে অনেক অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়েছেন। ঘোড়ার গাড়ি করে বাহির হতেন যখন গ্রামের অসহায় হতদরিদ্র প্রজাদের সুন্দরী কোন মেয়ে দেখতেন তুলে নিয়ে এসে রাজমহলে নৃত্য করাতেন। তাদের অত্যাচারে মেয়েরা সবসময় ভিত তটস্থ থাকতেন। রাজ বাড়িতে ঢুকার পর মেইন গেট দিয়ে একটু ভিতরে গেলে দেখবেন এখনো সেই নৃত্যের জলসাঘর যা একেবারেই ভিতরে। বাহির থেকে বুঝার কোন উপায় নেই যে এই বিশাল ৩০৮ ঘরের ভিতরে একটি নৃত্যশালা আছে। উচ্চ প্রাচীর ঘেরা এই বিশাল রাজ বাড়ির ভিতরে বাহির থেকে তাকানোর সাহস ছিল না করে। কেউ যদি তাকাতো তার চোখ উপরে ফেলা হতো। এই সেই রাজ প্রাসাদ বাড়ি যার ভিতরে কতশত নর-নারী কান্নায় আহাজারি করে জর্জরিত হয়েছেন তার হৃদিস নেই। কত শত হাজার মানুষের অন গায় অত গাচারের স্মৃতি বিজড়িত রাজবাড়ি গাজীপুরের এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সাক্ষী বহনকারী ইতিহাস। যার পরতে পরতে রয়েছে কতো দুঃখ বেদনার স্মৃতি গাঁথা আত্ননাদ। রয়েছে নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিঃস্ব বনে যাওয়া মানুষের পায়ের ছাপ। আছে আজও দুর্বলের উপর রাজা জমিদারের শাসন, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নের এক জ্বলন্ত স্মৃতি। এই সেই রাজ পরিবারের রাজ প্রাসাদ যার প্রতিটি ইট আজও স্বাক্ষি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে সেই গ্রাম থেকে তুলে আনা অসংখ্য অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের চোখের জলের স্রোত। আমি দেখছি রাজ বাড়ির অধিকাংশ কক্ষ যেখানে আজও নি-পড়িত মানুষের আত্ননাদ আমার বুকের ভেতর ভেসে এসেছে। আমি ডুব দিয়েছি রাজ দিঘীর সেই গ্রহীনে সেখানে ও ভেসে এসেছে আত্ননাদ অসংখ্য অসহায় মানুষের। আমি দেখছি প্রতিটি ইট বালি কনায় যেখানে রাজপরিবারের লোকদের লালসার খোঁরাক বনেছে অসহায়েরা। তারা আজও আত্ননাদের আহাজারি করছে। আমি উঠে দেখছি গাজীপুরের রাজবাড়ির ছাদে যেখান থেকে দূর দুরান্তের অজ পাড়া গায়ের দৃশ্যগুলো কিভাবে দেখা যায়। দেখছি সবই নিজের চোখে। সেই ছাদের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেত কত না বন্দী দশায় জীবন অতিবাহিত করেছিল মা-বোনেরা। আজও দাঁড়িয়ে আছে গাজীপুরের সেই রাজবাড়ি সম্মান নাকি স্মৃতি, নাকি আহাজারি, কলংকিত স্বপ্নপুরী। এতো কিছু পরও রাজবাড়ির ইতিহাস ঐতিহ্যের ভাঙ্কর্যের ভারে মলিন হয়ে গেছে সবই আজ। এখন শুধু স্মৃতি আর প্রত্নতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের নিদর্শন এই রাজবাড়ি, শ্মশান বাড়ি এবং কালিমন্দির।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন: অশনিসংকেত

(৮ পাতার পর)

সোশ্যাল মিডিয়া, আইটি সেল, লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারণা-এসব ব্যবহার করে দ্রুত জনমত তৈরি করতে সক্ষম হয়। বিজেপি বিপুল শক্তি ব্যবহার করে গ্রাম পর্যন্ত সংগঠন বিস্তার করে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব-যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ নির্বাচনি প্রচারে জোরালোভাবে যুক্ত হয়ে দলটির দৃশ্যমানতা ও শক্তি বাড়িয়ে দেন। রাজনৈতিক সহিংসতা : নতুন বাস্তবতা : বিধানসভা নির্বাচনের পরেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর ২৪ পরগণায়। নির্বাচনের পর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস

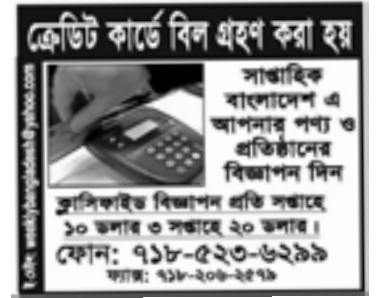
এবং বিরোধী দল বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হামলা, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির এ জয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের কেন্দ্রীয়করণ প্রচেষ্টাকে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) কাঠামোর ওপর এমন এক সময়ে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে, যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যোগেন্দ্র যাদবের মতে, ভারতের ফেডারেল সমঝোতাগুলো নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। চরম বামপন্থীদের উত্থান ঘটতে পারে : ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অস্থির রাজনৈতিক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, যদি আবার সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে সেখানে চরম বামপন্থীদের উত্থান আবারও ঘটতে পারে। ১৯৬৯-৭২ এ চীনের আদর্শে গড়া ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল কারণ, বিগত স্নায়ুযুদ্ধের সময় পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের (যার বিরুদ্ধে ছিল সিপিআই, এমএল) সহায়তায় ভারত পূর্ব বাংলায় ১৯৭১ সালে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং একই সময়ে (১৯৭১ সালে) কমিউনিস্টদের শত্রু পুঁজিবাদের নেতা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যার ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) আন্তর্জাতিকভাবে বন্ধুহীন হয়ে পড়ে। ভিন্ন পরিস্থিতি : ফুলের মালার কাহিনি : কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। চীন বর্তমান স্নায়ুযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে রাশিয়া। ভারতে সঙ্গে রাশিয়ার রয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের রাজনৈতিক বন্ধু ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা রয়েছে ভারতের আশ্রয়ে। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের নেতা শুভেন্দু বলেছেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত পাঠানো হবে এবং ঢাকার বিমানবন্দরে বিশাল সমাবেশে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হবে। যদি তাই হয় তাহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ভারতের আশ্রয়ে থাকা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালের ১৭ মে দীর্ঘ ৬ বছরের নির্বাসন শেষে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফুলের মালা দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা তাকে বরণ করে নেন। এর মাত্র ১৩ দিন পর দেশপ্রেমিক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আধিপত্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট দালালদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। ১৯৮১ সালে যদি শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন না করতে পারতেন তাহলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ধ্বংস হতো না এবং ফ্যাসিবাদ কায়েম হতো না। এবার ভারতের নেতা শুভেন্দুর প্রেসক্রিপশন মোতাবেক যদি শেখ হাসিনা বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার ফেরার সুযোগ পান এবং তার গলায় ফুলের মালা উঠে তাহলে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে কী আছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার খর্ব করার জন্য বাংলাদেশকে প্রয়োজন এ আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির। তারা বন্ধুত্বের মাধ্যমে তা করতে চায় না। তাদের প্রত্যাশা হলো, বাংলাদেশকে পদানত করে রাখা এবং যেমন খুশি তেমনভাবে ব্যবহার করা। স্নায়ুযুদ্ধের জটিল বিশ্ব পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানকে বাংলাদেশের রাজনীতিকদের ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। পরাশক্তিগুলো বাংলাদেশের দরজায় কড়া নাড়ছে, সবাইকে তাই সতর্ক থাকতে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। মেজর (অব.) মনজুর কাদের : সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও সাবেক সংসদ-সদস্য।

পশ্চিম বঙ্গে রাজনৈতিক ভূমিকম্প

(৮ পাতার পর)

উন্নয়ন) দ্রুত করতে পারে, যা দুই অর্থনীতির জন্যই লাভজনক। বিশেষ করে কলকাতা ঢাকাচটগ্রাম করিডর অপরিণীম সম্ভাবনা ধারণ করে। অন্যদিকে, অভিবাসন বা পরিচয় নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়ে গেলে এই অর্থনৈতিক লাভগুলি হুমকির মুখে পড়তে

পারে। বাণিজ্য চলে স্থিতিশীলতার উপরে ভর করে; রাজনীতি প্রায়ই তাকে বিঘ্নিত করে। চতুর্থত, আছে উপলব্ধির প্রশ্নটি। বাংলাদেশে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর নজর রাখা হয় ঘনিষ্ঠভাবে, প্রায়শই সন্দেহের চোখে। হিন্দু জাতীয়তাবাদী সূরে বিজেপির জোর ইতিমধ্যেই অস্বস্তি তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আরও শক্তিশালী উপস্থিতি এই উদ্বেগগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে যদি নীতিগত পদক্ষেপগুলি বাংলাদেশ বা তার নাগরিকদের প্রতি বিদ্বেষের ধারণাকেই শক্তিশালী করে। তা আবার বাংলাদেশের নিজস্ব ঘরোয়া রাজ-নীতিকেও প্রভাবিত করতে পারে, সেখানে ভারত-বিরোধী মনোভাব এখনও এক শক্তিশালী সংগঠনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তবে এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা ভুল হবে। ভারতবাংলাদেশ সম্পর্ক, গত এক দশক ধরে, নিরাপত্তা সমন্বয়, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও আঞ্চলিক সংযোগের বাস্তবসম্মত সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই কাঠামোগত উপাদানগুলো একদিনে উধাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। বরং, আরও সমন্বিত ভারতীয় রাজনৈতিক কাঠামো যা পরিকাঠামো ও বাণিজ্য সংক্রান্ত উদ্যোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে দিতে পারে। আসল চ্যালেঞ্জ হলো এই বিপরীতমুখী পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। একটি সম্পর্ক যা অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল কিন্তু রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর, তার যত্নসহকারে পরিচালনা জরুরি। বাংলাদেশের জন্য এর মানে হলো, এমন একটি কৌশল নেওয়া যা না অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীল, না উদাসীন। বাংলাদেশকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ফলাফল গঠনে রাজ্য-স্তরের রাজ-নীতির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকেও স্বীকার করে নিতে হবে। বিজেপির জন্যও চ্যালেঞ্জটি সমান তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনী সাফল্য বাড়তি প্রত্যাশা বয়ে আনে। পশ্চিমবঙ্গ শাসন করা যেখানে রাজ্যের নিজস্ব শক্তিশালী রাজনৈতিক পরিচয় এবং প্রতিরোধের ইতিহাস রয়েছে, অবশ্যই দলটির সক্ষমতার পরীক্ষা নেবে; তারা প্রচারণার প্রতিশ্রুতিগুলিকে টেকসই শাসনে রূপ দিতে পারে কিনা। যেসব শক্তি তাদের ক্ষমতায় এনেছেদ্রব্রহ্মমূলক ভোট, মেরুকরণ এবং উচ্চ প্রত্যাশাভ্রমময়ের ব্যবধানে সেগুলিই তাদের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। গণতন্ত্রের নিজস্ব একটি ধারা আছে যা বিজয়ীদের বিনীত করে দেয়। শেষ পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে তা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটি একটি বড় রাজনৈতিক সত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়: কোনো আধিপত্য চিরস্থায়ী নয়, কোনো জোট অটল নয়। ভোটারদের মন বদলায়, বয়ান বদলায়, আর ক্ষমতা হাতবদল হয়। বিজেপির এই জয় একইসঙ্গে একটি চূড়ান্ত পরিণতি ও একটি সূচনাভূমিক দশকব্যাপী রাজনৈতিক প্রকল্পের চূড়ান্ত পরিণতি, এবং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা যার ফলাফল এখনও অনিশ্চিত। বাংলাদেশের জন্য বার্তাটি পরিষ্কার কিন্তু জটিল। ভূগোল দূরত্বের সুযোগ দেয় না; রাজনীতি সতর্কতা দাবি করে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান আগামী দিনগুলোতে সম্পৃক্ততার পরিসীমা নির্ধারণ করবে। এটি সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায় নাকি সহযোগিতারভ্রমখাবা আরও সম্ভাবনাময়, উভয়ের এক অস্বস্তিকর মিশ্রণ ঘটাবেভূতা নির্ভর করবে নির্বাচনের উপর না, বরং তার ফলাফলগুলি কীভাবে সামলানো হয় তার উপর। ইতিহাস, সর্বোপরি, কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে শেষ হয় না। বরং তা কেবল পাঠা উল্টায়। লেখক : রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক।





গণমাধ্যম, ক্ষমতার স্তুতি, গণতন্ত্রের ক্ষতি

(৬ পাতার পর)

হোসেনের (মানিক মিয়া) অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে মানিক মিয়ার ‘দৈনিক ইত্তেফাক’ হয়ে উঠেছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের মুখপত্র। ছয় দফা থেকে শুরু করে স্বাধীনতার স্বপ্নকে গণমানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে সম্পাদকীয় নেতৃত্বের যে সাহসী ভূমিকা ছিল, তা আজ বিরল।

তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর লড়াই সহজ ছিল না। অনেক বরণ্য সাংবাদিক বিরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষমতার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাংবাদিকতাকে এক সাহসী উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সরকারের রোষানলে পড়েও শুদ্ধতম সাংবাদিকতার কঠিন পথ থেকে বিচ্যুত হননি। তারা কেবল সংবাদ পরিবেশন করেননি; বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম এবং নির্যাতনের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উন্মোচিত করেছেন। দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক সুশাসনের জন্য অব্যাহত লড়াই চালিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন, সংবাদপত্র যখন ‘ওয়াচডগ’ হিসাবে কাজ করে, তখন গণতন্ত্রের শিকড় মজবুত হয়। যদিও এর পাশাপাশি একদল চট্টকার, তাঁবেদার, দলের আনুগত্য লোক গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা ও গণমাধ্যমের বিপরীতে কাজ করে ফ্যাসিবাদকে মদদ দিয়েছে।

বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এক ঐতিহাসিক মোড়ে দাঁড়িয়ে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় গণমাধ্যমকে এখন তিনটি সুনির্দিষ্ট ও অপরিহার্য কাজ সম্পন্ন করতে হবে :

১. রাজনৈতিক বিভাজনের উর্ধ্বে পেশাগত ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা জরুরি। কারণ, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা চরম মেরুকরণ ও দলীয় বিভক্তির শিকার। পেশাগত স্বার্থের চেয়ে দলীয় লেজুড়বৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়ায় সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতাকে পাশে রেখে ‘পেশাদারির প্রগ্নে’ ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ডিজিটাল বা সাইবার নিরাপত্তা আইনের মতো নিবর্তনমূলক আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী যে কোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। সাংবাদিক সমাজে বিভাজন ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকলে সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে আসা আঘাতগুলো মোকাবিলা করা এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে শক্তিশালী করা অসম্ভব হবে।

২. প্রলোভন ও চাপ উপেক্ষা করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পুনর্জাগরণ ঘটানো দরকার। অতীতে রাজনৈতিক চাপের কারণে বাংলাদেশে ‘অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা’ বা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম সংকুচিত হয়েছে। এর পরিবর্তে বেড়েছে পিআরভিত্তিক বা কেবল ‘ঘটনা-পরবর্তী’ সংবাদ পরিবেশন। নানা প্রলোভন, বিজ্ঞাপন বন্ধের হুমকি কিংবা সরাসরি চাপের মুখে অনেক গণমাধ্যম আপস করতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু গণতন্ত্রের স্বার্থে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে ফিরিয়ে আনা জরুরি। এতে দুর্নীতির শিকড় উন্মোচন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং জনস্বার্থ বিপ্লিতকারী নীতিগুলোর অসংগতি তুলে ধরা সম্ভব হবে। সত্য প্রকাশের কঠিন ব্রতকে ভয় বা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য বিসর্জন দেওয়া হলে গণমাধ্যম তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা হারাতে পারে। তাই প্রলোভন ও ভয়কে তুচ্ছ করে জনমানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের উপযোগী গণতান্ত্রিক পরিসরকে পুষ্ট করা আবশ্যিক।

৩. একচ্ছত্র ক্ষমতার সমালোচনা ও মানবাধিকারের প্রগ্নে আপসহীন ভূমিকা গ্রহণও অপরিহার্য। গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো ‘চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স’ বা ক্ষমতার ভারসাম্য। যখনই কোনো শাসনব্যবস্থা একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন গণমাধ্যমকেই ‘ওয়াচডগ’ বা অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা নিতে হয়। গণতন্ত্রহীনতার সেই আঁধারে একমাত্র সংবাদপত্রের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই ক্ষমতার দঙ্কে সংযত করতে পারে। একইভাবে মানবাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমকে হতে

হবে সোচ্চার ও আপসহীন। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, অধিকারহরণ কিংবা সাধারণ মানুষের বাস্তবস্বাধীনতা হরণের প্রতিটি ঘটনায় গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষভাবে সোচ্চার থাকতে হবে। ক্ষমতার চট্টকারিতা বা তৈলমর্দন নয়, বরং যৌক্তিক সমালোচনা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই গণমাধ্যম একটি রূপান্তরমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে প্রকৃত অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, মুক্ত গণমাধ্যম ছাড়া গণতন্ত্র কেবল একটি কঙ্কালসার কাঠামোতে রূপ নেয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথচলায় সাংবাদিকতা যদি নৈতিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে জাতির গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা পড়তে পারে। তাই বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে সব ভয় ও সংকীর্ণতাকে জয় করে সাংবাদিকতাকে গণতন্ত্রের পথে সত্য ও ন্যায়ের প্রধান স্তম্ভরূপে টিকিয়ে রাখার শপথই ধ্বনিত হোক।

প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ : চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; নির্বাহী পরিচালক, চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওনাল স্টাডিজ বাংলাদেশ (সি-সআরএসবিডি)।

বাঙালির বাঁচার উপায়

(৪ পাতার পর)

ওদিকে আবার সত্য ছিল সেটাও যে ভারতীয় কংগ্রেস সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলেও একটা বিশেষ সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র পরিণত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত। আর মুসলিম লীগের তো জন্মই হয়েছিল তার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বরূপে। ফলে এই দুই জাতীয়তাবাদী দল রাজনীতি করতে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ করবে কি, বঙ্গ তথা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিতই করেছে। চিত্তরঞ্জন দাশ চেষ্টা করেছিলেন বাঙালির রাজনীতিকে আলাদা করে রাখবেন ভারতীয় রাজনীতি থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর ওই চেষ্টা করার মতো আর কেউ রইলেন না।

বাংলাদেশে বাঙালির জন্য ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা জাতীয়তাবাদী দলগুলোর কাজের ওপর নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী মানুষেরা, অর্থাৎ যথার্থ অর্থে জাতীয়তাবাদীরা কী করেন, তার ওপরই। রাজাকার গোলাম আযরের বিচার করার জন্য যে গণ-আদালত বসেছিল, তার ব্যাপারে উদ্যোগ যেমন বিএনপি বা আওয়ামী লীগভুক্তই নেয়নি, দলবহির্ভূত বুদ্ধিজীবীদেরই নিতে হয়েছে এবং তার সমাবেশে মানুষের যোগদান যে দলীয়ভাবে ঘটেনি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে এর তাৎপর্য লক্ষ করার বিষয়। নেতৃত্ব ওই অংশকেই নিতে হবে। কিন্তু কোনো আন্দোলনই স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দীর্ঘস্থায়ী, কিংবা সুদূরপ্রসারী হতে পারে না। তাকে সংগঠিত হতে হয়। তাই প্রয়োজন হবে সুগঠিত ও স্থির লক্ষ্যাভিসারী আন্দোলনের। প্রয়োজন হবে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জনগণের ঐক্যের। লক্ষ্য হবে বৈষম্যহীন সমাজ গড়া, যে লক্ষ্য অর্জনের মৌলিক শর্ত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ। বাঙালি বাঁচবে কথায় নয়, কাজে। সব কাজের অন্তর্গত লক্ষ্য হবে বৈষম্য বাড়ানো নয়, বৈষম্য কমানো। এখন আমরা যা-ই করি না কেন, লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় বৈষম্য বৃদ্ধি। তাই তো এত হতাশা, এমন পশ্চাৎপদতা আর বিপন্ন দশা।

ভূরাজনীতি : সেন্টার স্টেজে বাংলাদেশ

(৫ পাতার পর)

সামরিকভাবে খুব বেশি করে চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। চীন এ এলাকায় তথা ভূরাজনীতিতে নিজের প্রভাববলয় বৃদ্ধি করার জন্য ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’, সংক্ষেপে ‘বিআরআই’ প্রমোট করা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রও পালটা ‘ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি’ নিয়ে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ‘বিআরআই’-এ যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বারবার চাপ দিলেও বাংলাদেশ মার্কিন মডেলের ইন্দো প্যাসিফিকে যোগ দেয়নি।

৩. যুক্তরাষ্ট্র এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে ওয়ান-টু-ওয়ান পলিসি গ্রহণ করেছে। এ পলিসি তারা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেস্ট

ক্রিস্টেনসেনের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, ক্রিস্টেনসেনের আগে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসে সিনিয়র কূটনীতিক হিসাবে কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে তার ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে তার নিয়োগের কনফার্মেশনের জন্য সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটিতে যে শুনানি হয়, সেখানে তিনি যে সাক্ষ্য দেন, সেখানে কথাগুলো বলেন একেবারে সরাসরি। সাক্ষ্যের এক স্থানে তিনি বলেন, (বাংলা অনুবাদ) ‘এ মাসে (অক্টোবর ২০২৫) বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চীন থেকে ২০টি জে-১০ জঙ্গিবৈমান কেনার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। তারা ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং রাডার ক্রয়েরও চুক্তি অনুমোদন করেছে। এগুলো যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে চীনের ওপর বাংলাদেশের সামরিক নির্ভরতা আরও গভীর হবে, যেটি আমরা ঠেকাব কীভাবে?’ বাংলাদেশের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র কী চায়, সেটি ওপরের এ সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার। কিন্তু চীনও বসে নেই। ভারত তিস্তা পানিবন্টন ইস্যুকে দশকের পর দশক ঝুলিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল যাতে শুষ্ক না হয়, তার জন্য তারা তিস্তা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার আশ্রয় দেখিয়েছে। তিস্তা প্রজেক্ট শুধু একটি বাঁধ নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং সেটিকে ঘিরে উত্তরাঞ্চলে তিস্তাসংলগ্ন একটি মহানগরীসম জনপদ গড়ে উঠবে। শেখ হাসিনার আমলে এ প্রজেক্টে বাগড়া দিয়েছে ভারত।

ড. ইউনুস চীনকে এ প্রজেক্টে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের বলেছেন, এতবড় একটি প্রজেক্ট তিনি তাদের না দিয়ে বিষয়টি নির্বাচিত সরকারের জন্য অপেক্ষমাণ রাখছেন। নির্বাচনের আগে চীন সফরের সময় মির্জা ফখরুল বলেছিলেন, ক্ষমতায় গেলে চীনের সহ-ায়তায় তারা তিস্তা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করবেন। নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে দুই-তৃতীয়াংশের মতো বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। ব্রেস্ট ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশে আসার পরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করতে চায়। আবার ওইদিকে চীন ও পাকিস্তান থেকে জে-১০ ও জে-১৭ থান্ডার, ক্ষেপণাস্ত্র ও রাডার কেনার আলোচনাও চলমান। তবে এ সরকারের আমলে সেই আলোচনা চলমান কি না জানা যায়নি। বাংলাদেশে চীনের প্রবল উপস্থিতি ভারতের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল উপস্থিতি ভারতে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, সেটি এখনো জানা যায়নি। বাংলাদেশকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয়ের আতিশয্যকে যদি বাংলাদেশ মূল্য না দেয়, তাহলে বিশ্বব্যাপক, আইএমএফ, জাপান ইত্যাদি দাতাসংস্থা এবং দাতাদেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতোমধ্যেই ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আইএমএফ-এর কিস্তির টাকা প্রদান আটকে গেছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী খালি হাতে ফিরে এসেছেন। এ সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। কাজটি খুব কঠিন। তবে এ সরকারের মাত্র আড়াই মাস পার হয়েছে। এখন এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট মন্তব্য করা হবে Too early and premature।

মোবায়ের রহমান : সিনিয়র সাংবাদিক।

জাকাত বনাম চাঁদাবাজি : ‘বেটার’ রাজনীতির নতুন নৈতিকতা

(৬ পাতার পর)

সার্ভিস আছে। প্রকৃতপক্ষে, আইন শাস্তি দেয় কারণ অপরাধ ক্ষতিকর। শাস্তি কোনো প্রশংসাপত্র নয়; এটি বিপদের সাইন বোর্ড। আর জাকাত-ফিতরা কোনো শাস্তিযোগ্য কাজ নয় বলেই তার নৈতিকমূল্য কমে যাবে। কেননা, আইন কোনো অপরাধকে ‘ভালো’ বানায় না। আইন শাস্তি দিয়ে অপরাধকে দমন করতে চায়। শাস্তি আছে মানে অপরাধটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এটা ই তো স্বীকারোক্তি। আর জাকাত-ফিতরা-লিল্লাহ কোনো ‘শাস্তিযোগ্য অপরাধ’ নয়; এগুলো ইবাদত ও সামাজিক অধিকার-চেনার অংশ। ফলে ‘অপরাধ’ বনাম ‘ইবাদত’-দুই ভিন্ন পৃথিবীকে একই বাক্যে বসিয়ে ‘বেটার-ওয়ার্স’ খেলাটা আসলে যুক্তির নাম করে অর্থহীনতা চালানো। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো এমন বাক্য জনপরিষরে একজন সংসদ সদস্যের মুখে উচ্চারিত হলে, সাধারণ মানুষের মনে বার্তা যায় যে, অপরাধও নাকি গ্রহণযোগ্য, শুধু তার ‘রেটিং’ ঠিকঠাক হলে! জনপ্রতিনিধির ভাষা : ভুল বলার অধিকার আছে, কিন্তু দায়মুক্তি নেই : রাজনীতিতে ‘ভুল’ কথা বলা যায়- এটা সত্য। কিন্তু জনপ্রতিনিধির বেলায় সমস্যা হলো, ভুলের পরও যদি আত্মতৃপ্তি থাকে, তখন সেটাই নীতিতে পরিণত হয়। একজন সংসদ সদস্য কেবল ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেন না; তিনি রাষ্ট্র ও দলের ভাষার মানদণ্ডও ঠিক করেন। তাই ধর্মীয় অনুশাসনকে অপরাধের তুলনায় ‘কম ভালো’ প্রমাণ করতে গেলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়। এক দিকে ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাসকে তাচ্ছিল্য করা, অন্য দিকে চাঁদাবাজির মতো অপরাধকে কথার কারসাজিতে ‘স্বাভাবিক’ বানানো- এটি যেকোনো বিচারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর যদি দলীয়পর্যায় থেকে স্পষ্ট সংশোধন, প্রত্যাহার বা দুঃখপ্রকাশ না আসে, তবে বার্তাটি আরও পরিষ্কার হয়- এটি শ্রেফ ‘স্লিপ অব টাং’ নয়, এটি আমাদের রাজনীতির ভাষাগত বেহিসাবি-যেখানে বাক্যই আগে, বিবেচনা পরে। ধর্মকে তর্কের অস্ত্র করলে ক্ষতি রাজনীতিরই :

বাংলাদেশে ধর্মীয় অনুশাসন কেবল ব্যক্তিগত আচার নয়। এটি সামাজিক আস্থারও ভাষা। সেই ভাষাকে যখন রাজনীতির টকশো স্টুডিওতে এনে ‘খোঁচা মারার সরঞ্জাম’ বানানো হয়, তখন লাভ কারও হয় না ক্ষতি হয় রাজনীতিরই। কারণ এতে প্রকৃত প্রশ্নগুলো চাপা পড়ে যায়। চাঁদাবাজি নিয়ে প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল- কে আশ্রয় দেয়, কে রক্ষা করে, দলীয় শুদ্ধি কোথায়, প্রশাসনের জবাবদিহি কোথায়। কিন্তু এসবের বদলে যদি ‘জাকাত বনাম চাঁদাবাজি’ রকমের বাক্য ছোড়া হয়, তবে সেটি নীতির অভাব ঢাকার কৌশল যেন সমস্যার সমাধান নেই বলেই শব্দের আতশবাজি। ধর্মকে বিতর্কের অস্ত্র বানানোর এই প্রবণতা থামানো না গেলে, শেষ পর্যন্ত রাজনীতি কেবল উচ্চকণ্ঠ থাকবে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না।

করণীয় : চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ আর ভাষায় শৃঙ্খলা : এই বিতর্কের সারকথা খুব সরল-এতটাই সরল যে, একজন সংসদ সদস্যের তা বোঝার কথা আরো আগে। জাকাত কোনো পক্ষের রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়। এটি ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা। আর চাঁদাবাজি কোনো ‘কম খারাপ’ বিকল্পও নয়। এটি নাগরিক জীবনের ওপর সংঘটিত সন্ত্রাস। ফলে যখন একজন জনপ্রতিনিধি চাঁদাবাজিকে ‘জাকাতের চেয়ে ভালো’ বলেন, তখন তা নিছক ‘বাগাড়ম্বর’ নয় এটি অপরাধকে নৈতিকতার মঞ্চে তুলতে চাওয়ার চেষ্টা। তাই করণীয়ও সোজা- প্রথমত, বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে প্রত্যাহার করে জনসমক্ষে দুঃখপ্রকাশ। কারণ ভুল শুধু বলা নয়, ভুলকে ধরে রাখাও অপরাধ। দ্বিতীয়ত, দলীয় ও রাষ্ট্রীয়পর্যায়ে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ- শুধু বক্তৃতা নয়, শুদ্ধি দরকার। তৃতীয়ত, রাজনীতির ভাষায় ন্যূনতম শৃঙ্খলা যাতে ইবাদতকে আর ‘তুলনা-চ্যালেঞ্জ’-এর বস্তু বানানো না হয়। নইলে ‘জাকাত বনাম চাঁদাবাজি’ এই হাস্যকর বিতর্কে শেষ পর্যন্ত হাসবে অপরাধ আর হারবে সমাজ, হারবে রাজনীতি, হারবে বিশ্বাস।

লেখক : প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার ও প্রেসিডেন্ট, সেন্টার ফর পলিসি অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি।

স্থায়ী অভিবাসীরাও কেন

(৯ পাতার পর)

করতে হবে। এ যুক্তির ভিত্তিতে কয়েকটি নীতিগত দিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথমত, স্থায়ী অভিবাসীদের আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। তারা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহী, তাই তাদের জন্য ডায়াসপোরা বন্ড, নিরাপদ বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম এবং বিশেষ আর্থিক পণ্য তৈরি করা জরুরি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা তৈরি করতে হবে। জমি রেজিস্ট্রেশন, সম্পত্তি সুরক্ষা এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে অভিবাসীরা বিনিয়োগে আগ্রহ হারাবেন। তৃতীয়ত, ডায়াসপোরা এনগেজমেন্টকে সাংস্কৃতিক স্তরে শক্তিশালী করতে হবে। প্রবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, দ্বিতীয় প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা-এসব উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, কমিউনিটিভিত্তিক রেমিট্যান্সকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। সরকার ডায়াসপোরা ফান্ডের মাধ্যমে এ অর্থকে উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার করতে পারে। পঞ্চমত, পরিবারভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ও রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা দরকার। রেমিট্যান্স বাড়ানোর নতুন পথ : সবশেষে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-রাষ্ট্রকে অভিবাসীদের শুধু ‘ডলার পাঠানো ব্যক্তি’ হিসাবে দেখা বন্ধ করতে হবে। তারা একটি জটিল সামাজিক সত্তা, যারা পরিবার, সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অতএব, আমাদের মূল যুক্তি স্পষ্ট : স্থায়ী অভিবাসীরাও রেমিট্যান্স পাঠান-কারণ তারা এখনো বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। এ সংযোগ অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও মানসিক। তাই রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে এ সংযোগকে শক্তিশালী করাই হবে সবচেয়ে কার্যকর নীতি।

ড. হাসান মাহমুদ : সহযোগী অধ্যাপক, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার।

কেনিয়ায় ভারী বৃষ্টিতে বন্যা ও ভূমিধস : ১৮ জনের মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : কেনিয়ায় বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। দেশটির মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলীয় কাউন্টিগুলোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রোববার জানিয়েছে, থারাকা নিথি, এলজিও-মারাকওয়েট এবং কিয়ামু কাউন্টিতে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সাধারণ জনগণকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভূমিধস ও কাদার স্রোতে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অনেক মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। একইসাথে স্থানীয় অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থানরত বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিডেন বুলোভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি প্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তিরা কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে 718-322-1488 ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এস্টেটে ১৮৭ স্ট্রিট এবং ওয়েলফোর্ড ট্যারেসে ১ বেডরুম, বাথ, কিচেন ও লিভিংরুমসহ একটি ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন এবং পৃথক প্রবেশ পথ আছে। যোগাযোগ: 646-288-2834 বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রুকসের পার্কেস্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (৬ ট্রেন) স্টেশন থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি প্রোসারিও ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যিক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: 347-479-9876 বি-৪৮-৫০

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৪৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৯-১৭ ১৬৯ প্লেনে ২ ফ্যামিলি হাউজের ২য় এবং ৩য় তলায় লিভিং, কিচেন ও বাথরুম সহ ৩ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। শপিং প্লাজা ও বাস স্ট্যান্ড আধা ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৫১৬-৭২৮-০৯৪৬ বি# ৪৮-৪৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে ২ বেড, লিভিং, কিচেন-বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৪৮

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিটে লিবার্টি অ্যাভিনিউ সংলগ্ন খোলামেলা পরিবেশে ব্র্যান্ডনিউ বাড়ির দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ১১০০ বর্গফুট, ড্রয়িং-ডাইনিং-কিচেন, স্ট্রিট পার্কিং, ভাড়া: ৩,০০০ ডলার + গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল। ব্যাকগ্রাউন্ড + থ্রি টাইমস ইনকাম। কেবলমাত্র সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য। ওয়াগাযোগ: ৩৪৭-৬১৭-৭০৬৬, ৬৪৬-৩৬৮-৮৪৭২ বি-৪৭-৪৯

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৭-২০ এভিনিউ, ওয়াল্টহ্যাম স্ট্রিটে ২ বেড, লিভিং-ডাইনিং-কিচেন-বাথরুম ও ব্যাকইয়ার্ডসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৮০০-৩৫৯৯ বি-৪৭-৪৯

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিও রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু'জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৫৭১-৭০০২ বি-৪৭-৪৯

বেসমেন্ট ভাড়া

বেলরুজ-এ ২৪৪ স্ট্রিটে নতুন Eat in kitchen, Bathroom সহ এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে হিলসাইড এভিনিউ এবং প্রোসারিও ও শপিং এর সুবিধা। যোগাযোগ : 646-725-3634

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: 917-365-1401

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office), NYSCEInc@GMAIL.COM

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান প্রোসারিও এবং 'এফ' ট্রেনের কাছে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলাদের অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪ বি-৪৮

রুমমেট আবশ্যিক

NY Queens এর Far Rock-away ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে একজন রুমমেট প্রয়োজন। খুবই নি-রিবিলি পরিবেশ পার্কিং এর কোন সমস্যা নেই এবং A Train বাসার কাছে। | 1-917-545-9877 text করুন। বি-৪৫-৪৭

STORE FOR SALE

Cross St. on 'M' Train Subway, Stop Important Hard Location. Lotto, Beer, Cigarettes, Zyn Tobacco, Candy, Cold Drinks, Medicine and Personal Care items, etc.

Cell: 347-933-7455 (Hossain)

B-48-52

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: \$72,571 annual salary (\$34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.

লোক আবশ্যিক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যিক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : 347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445

House for Rent

- Queens village 4bd. 1.5 Bath, living, Dining.
- Jamaica, 4bd, 2bath, living, Dining 172nd Street & 107th Ave. 2nd Floor.
- Jamaica, 3bd, 2bath, living, Dining, 169-01 Highland Ave.
- Richmond Hill 3bd, 2bath, living, Dining, 105-32, 130th Street.
- Jackson Heights big 3bd, 1 bath, Balcony, living, dining 75th Street & Northern Blvd.
- Jamaica, Semi basement 3bd, 1bath, Living, 197-05, 90th Ave.
- Jamaica, Semi basement 2bd, 1bath, dining, 160-11 84th Ave. \$1,600.
- East Elmhurst 3bd, 1bath, living dining, \$3,200.
- Jamaica, 2bd, 1bath, living, dining 107-20 Waltham Street.
- Jamaica, 2bd, 1bath, living, Dining 146th Street & Hillside Ave. 3rd floor.
- Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 111-08 Farmers Blvd. 2,800 +Bills.
- Jamaica, 1bd, 1bath, living 143rd St. & hillside Ave.
- 2bath, 1bath, living, dining 281 Street & 87th Ave. 2nd floor.
- Jamaica, Semi basement 2bd or 1bd, 1bath, parsons Blvd & Hillside Ave.
- Jamaica, Empty house 3bd, 1bath, living, dining, 168th place & Liberty Ave. 2nd floor.
- Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 2nd floor 177th Street & 106th Rd.
- Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining, 136th Street & Hillside Ave.
- Jackson Heights, 3bd, 2bath, — 70th Street & 35th Ave.
- 3room, 1bath, dinning
- 2bd, 1bath, living, dining, Jackson Heights
- Queens Village 2bd. 1bath, living.
- Studio, 1bd, 1bath, 1st floor, 170th street & 108th Ave., \$1,700.
- 2bd, 1bath, living Sutphin Blvd & 97th Ave. 2nd floor
- Queens Village 3bd, 2bath, living, dining, 94-86, 218 Street
- Jamaica, Semi basement 1bd, 1bath, living, 160th Street & 85th Ave,
- Jamaica, Basement 1bd, 1bath 90-37, 180th Street.
- Jamaica, 3bd, 2bath, living, dining Sutphin Blvd. & 115th Ave.
- Jamaica, 2 room, 1bath, 153rd Street & 109th Avenue.
- 2bd, 1bath, living, dining 3rd floor 88-13, 146th St.
- 3bd 1bath living, dining, 88-32 179 St 1st floor.
- 3bd 1bath living, dining, 2nd floor 108-05, 22nd street.
- 3bd 1bath living, dining 11108 former Blvd 2nd floor, 2800+bill.
- basement 2^{bd} 1bath living 169 St 84th Ave.
- Elmhurst 1bd 1bath living coop 6th floor close to Elmhurst Hospital.
- 1bd 1bath, living 139-11 70th Ave, 2nd floor.
- 3bd 2bath living, dining close to Sutphin Blvd LIRR. 2500+bill.
- East Elmhurst 2bd 1 bath, living 1st floor. 25-46, 100th St . \$2200
- Valley Stream 2bd & 3bd Apartment with car parking.
- Briarwood 1bd 1bath living.
- 3bd 1 bath living, dining 184th St. 89th Ave, \$2700 including.
- 2bd 1 bath living \$2300 included. 85-91 Parsons Blvd.
- Briarwood 3bd, 1bath, living, dining, 2nd floor.
- Jackson Heights 2bd, 1 bath, living, dining 3rd floor. Close to 74th St & 34th Ave.

Contact:

Mohammad Salim Reza, Realtor

929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস
নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটিং স' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সর্হী ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438
ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমান ও খতিব, পার্কেটের জানে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email: abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners
Thinking of Selling Your Home?
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া বেকেন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE
Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

EXIT REALTY PRIME
EXIT REALTY PRIME
Each office is independently owned and operated

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
Cell : 347-200-0567
Phone : 718-252-0205
Email : c21jashim@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়
গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কটক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : **01781095167**

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

আরবী পড়াতে চাই
আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন।
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়
বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহী শুদ্ধভাবে নুরানী ও কুরীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়
বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহী শুদ্ধভাবে নুরানী ও কুরীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্রী চাই
আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ২৮ বছর বয়সী ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্রের জন্য পাত্রী প্রয়োজন। পাত্র সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফর্সা ও সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন, যার বয়স হবে ২৪ থেকে ২৭ বছর বয়সের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত পাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ২১৫-৭৯১-১২৯১
বি-৪৫-৪৭

প্লট বিক্রয়
চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্ললোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক
বাকলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস মিকটসলেগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া
Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরনের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়
ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যিক
উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যিক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।
■ HEALTHFIRST
■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED
মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ তুহিন (718)310-0413
Lic. Insurance Agent
nymedicare@aol.com

পাত্রী চাই
আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ **215-791-1291**

পাত্র আবশ্যিক
স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন : **631-552-9502**

পাত্র-পাত্রী চাই
17 Years Experience
আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস।
বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।
যোগাযোগ:
JIBON SONGI
■ evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1 (713)-900-6023
অবস্থান: দুজরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোন: 929-636-6816



Health Career Training & Licensing EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINC@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET



গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে
জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়



Live
Goat
\$5.99/lb



■ 3 Red Fowl for \$15

■ Buy 10 white chicken get 1 Free

■ Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free



গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433



Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: 718-298-5696, 718-657-2855

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street

(169 Street & Hillside Ave.)

Jamaica, NY-11432

Tel: 718-657-3333, 718-657-3334

www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke

Bellerose, NY-11426

Tel: 718-343-4444, 718-343-4448

www.sagarchinese.com



Popular Package

\$13

Polao Rice,
Chicken Roast,
Beef Curry, Mix
Vegetables,
Shami kabab,
Sweets, Salad.

Premium Package

\$15

Vegetable Pakora,
Chicken Roll,
Polao Rice,
Chicken Roast,
Beef Curry, Mix
Vegetables, Shami
kabab, Dessert
(Sweets/Dodhi)
Borhani, Salad.

Sagar Box Package

\$6

Polao Rice,
Chicken Roast,
Shami Kabab,
Laddu.

Wedding Package

\$28

Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

৩ 37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate **INSURED & WORK PERMIT**

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ,
ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন
নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ
ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার,
মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ারসহ অন্যান্য
ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES



ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE



- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেইস্ট্রেন্ট-এর উপরে)

ফারহানা

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।

যোগাযোগ:

+1 (281) 912-7812

greenlife5001@gmail.com

অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত

পেশা ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে
সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।

যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।

ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।

ইমেইল: Helal.woodside@gmail.com বি-
২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- * আজীবন ও হিফজুল কুরআন ক্লাস
- * কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
- * বয়স্কদের কুরআন শিখানো হয়
- * কিনারেল সার্ভিস, হাঙ্গ ও উদ্বাহ্ব গ্রুপ
- * শনি-রবিবার মোকদ্দম, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.

৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪০২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইনক



Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432



Mohammed M. Alam
M.com (Management), L.L.B
Notary Public

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath
rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000
sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 bedrooms, 5 bath rooms,
finished basement. 4000 Sq. feet lot.

Please call **Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1
bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.

Please call **917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent
1,2, and 3 bedroom apartment. Please call **917-593-9311**



SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR
Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনিশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE

917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2FI
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson



বাংলাদেশ ডে প্যারেড ১৭ মে

(শেষ পাতার পর)

মাধ্যমে প্রবাসে বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কমিউনিটির সম্প্রীতির এক অনন্য প্রদর্শনী ঘটবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা। নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৃহৎ আয়োজন 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ মে রবিবার। বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থান আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে এ প্যারেড আয়োজন করা হচ্ছে। গত ২ মে সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের 'সানাই পার্টি সেন্টার'-এ আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্যারেড কমিটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। আয়োজকরা জানান, ৬৯ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে ৩৭ অ্যাভিনিউ হয়ে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত প্যারেডটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাঙালি সংস্কৃতির নানা ঐতিহ্যবাহী উপাদান নিয়ে সাজানো

আকর্ষণীয় ফ্লোট প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে থাকবে নাচ, গান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। নিরাপত্তার বিষয়ে ফাহাদ সোলায়মান জানান, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে কর্মরত সহস্রাধিক বাংলাদেশি-আমেরিকান অফিসার প্যারেডের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করবেন। অনুষ্ঠানে প্যারেড কমিটির সদস্য-সচিব ফাহাদ সোলায়মান সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। সূচনা বক্তব্যে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী জানান, ইতিমধ্যেই ১২০টি সংগঠন রেজিস্ট্রেশন করেছে। ব্যানার-ফেস্টুনসহ অংশ গ্রহণের জন্যে। আরো অনেকে রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় রয়েছেন। আর এভাবেই আমরা আশা করছি যে, এবারের প্যারেড প্রবাসীদের জমকালো একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশিদের অবস্থান আরো সুসংহত হবে-এটাই হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা।

প্যারেড কমিটির কনভেনর গিয়াস আহমেদ জানান, প্যারেডে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও থাকবেন বলে আশা করছি। এ সময় প্যারেডের অন্যতম গ্র্যান্ড মার্শাল এম আজিজ, প্যারেড কো-অর্ডিনেটর আব্দুস সোবহান, চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ফেমড রকি, ম্যানেজিং ইভেন্ট পার্টনার ফয়সাল আজিজ, ডায়মন্ড স্পন্সর 'এ্যাম্পায়ার' কোয়ার এজেন্সির সিইও নুরুল আজিম এবং ডিজিটাল ট্রাভেলস-এস্টোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ও সিইও নজরুল ইসলাম, ইভেন্ট ডে প্রেসিডেন্ট রাশেক মালিক, চিফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, উপদেষ্টা নাসির খান পল, আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, ফখরুল আলম, জেড আলম নমী, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, আলাউদ্দিন ভুলু, শাকিল মিয়া, প্যারেডের থিম সং-এর গীতিকার হুমায়ুন কবীর ঢালিসহ অনেকেই মঞ্চে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটিতে ৩ লাখের অধিক বাংলাদেশি রয়েছেন। প্রায় ৩০ হাজার সদস্যের প্রতিনিধিত্বকারি 'বাংলাদেশ

সোসাইটি'র কর্মকর্তারা বেশ কয়েকবার অঙ্গিকার করেছিলেন বিপুল অংশগ্রহণে একটি প্যারেড আয়োজনের। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা সেই অনুমতি সংগ্রহে সক্ষম হননি। এছাড়া এখন পর্যন্ত ম্যানহাটনে একটি প্যারেড করার অনুমতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি কমিউনিটির কোনো পর্যায় থেকে। এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকায় দক্ষিণ এশিয়ানদের বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কের এই জ্যাকসন হাইটসের প্যারেডকে স্মরণীয়-বরণীয় করতে আয়োজকরা চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে সুধী সমাবেশে জানানো হয়।

সৌদিতে ঈদুল আজহা ২৭ মে

(শেষ পাতার পর)

২৭ মে দেশটিতে পবিত্র ঈদুল আজহা পালিত হবে। এর আগেরদিন হবে হজ। সৌদির ক্যালেন্ডারে লেখা আছে, আগামী ১৬ মে সেখানে জিলকদের ২৯তম দিন হবে। আর ১৭ মে হবে জিলকদের ৩০তম দিন। অর্থাৎ সেখানে জিলকদ মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে। সে হিসেবে ঈদ হবে ২৭ মে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত পাশাপাশি দেশ হলেও দুটি দেশে ৩ মে জিলকদের তারিখ ভিন্ন ছিল। গালফ নিউজ। সৌদিতে জিলকদের ১৬তম দিন হলেও আমিরাতে ছিল ১৫তম দিন। আমিরাতের জোতির্বিদরা জানিয়েছেন, আগামী ১৭ মে পূর্বগগনে জিলহজ মাসের অর্ধচন্দ্রের দেখা মিলবে। অর্থাৎ দেশটিতে ঈদ হবে ২৭ মে।

এদিকে পাকিস্তানে ঈদুল আজহার সম্ভাব্য তারিখ জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ জোতির্বিদরা। তারা বলেছেন, আগামী ১৬ ও ১৭ মে রাতের মধ্যবর্তী সময় রাত ১টা ১৫ মিনিটে নতুন চাঁদের জন্ম হবে। এতে ১৭ তারিখ (২৯ জিলকদ) সন্ধ্যায় নতুন জিলহজের চাঁদের বয়স থাকবে ১৮ ঘণ্টার বেশি। ফলে ওইদিনই চাঁদ দেখার বড় সম্ভাবনা থাকবে। সেই হিসেবে পাকিস্তানে ঈদুল আজহা পালিত হবে আগামী ২৭ মে। কিন্তু ১৭ মে সন্ধ্যায় যদি পূর্বগগনে অর্ধচন্দ্রের দেখা না মেলে তাহলে জিলকদ মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে এবং ঈদ হবে ২৮ মে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এআরওয়াই নিউজ গত শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, ঈদের তারিখ নির্ধারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটি রুয়েত-ই-হিলাল।

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মণ্ডিত রেস্তুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস
● সুইট সিগ্নাটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরনের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচ্য-ব্যবস্থা করা হয়।



- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ



বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agrapalace
Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)

Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373

E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com



জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউতে
বাংলাদেশী মালিকানাধীন

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউতে Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com



আমরা প্রায়
সবধরনের
ইন্সুরেন্স প্ল্যান
গ্রহণ করে
থাকি

EXPERIENCE THE
PERSONAL CARE
YOU CAN ONLY GET
FROM YOUR
NEIGHBORHOOD
PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে
উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার
অন্য অভিজ্ঞতার
সুযোগ নিন।

একই দিনে
ফ্রি
ডেলিভারি

**SAME DAY
FREE
DELIVERY**

We accept
Most
Insurance
plans!

Ask your doctor
to **E-Script**
your
prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-স্ক্রিপ্ট প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel: 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

আমাদের সেবা অনূহ:

- ফ্রী কো-পেমেণ্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medications
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

